ডনদীর গতিপথে

[শোলোকোভের 'টিখি ডন' বা 'And Quiet Flows the Don'-এর অনুবাদ]

অনুবাদক—সুধীন্দ্রনাথ সরকার
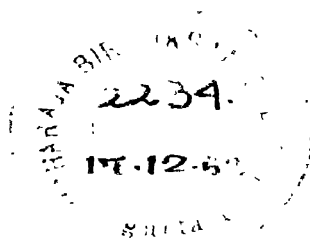
বর্মণ পাবলিশিং হাউস
৭২, হ্যারিসন রোড :: কলিকাতা

মা ও বাবাকে দিলাম
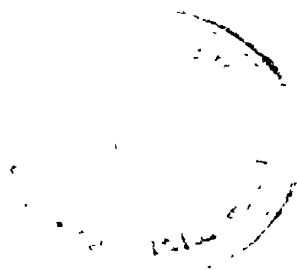
চরিত্র-পরিচয়

মিলিকোভ, প্রোকোফি—জনৈক কসাক।

,, পেন্টিলিমন—প্রকোফির পুত্র।

,, ইলিনিচ্না—পেন্টিলিমনের স্ত্রী।

,, পিওট্রা—পেন্টিলিমনের পুত্র।

,, গ্রীগর (বা গ্রিস্কা) ,, ,,

,, ডুনিয়া— ,, কন্যা।

,, ডেরিয়া—পিওট্রার স্ত্রী।

করসুনোভ, মিরণ—জনৈক কসাক। মিট্কা—মিরণের পুত্র।

নাতালিয়া—মিরণের কন্যা ও গ্রীগরের স্ত্রী।

স্টিপেন—কসাক

আক্সিনিয়া—স্টিপেনের স্ত্রী ও গ্রীগরের প্রণয়িনী।

স্টকম্যান—জনৈক বলশেভিক প্রচারক।

সার্জি মোখভ— ব্যবসায়ী, মিল-মালিক।

ইলিজা— ঐ কন্যা।

লিস্টনিস্কি—জমিদার ও পেন্সন-প্রাপ্ত সেনাপতি।

ইউজিন ঐ পুত্র।

ইলিয়া বানচাক—বলশেভিক ও মেশিন-গানার।

আনা— ,, ও বানচাকের প্রণয়িণী।

লাগুটিন—ডন-বিপ্লবী কমিটির সদস্য।

পোডটিয়েলকোভ— ঐ সভাপতি।

ক্রিভোসলিকোভ— ,, সেক্রেটারী।

আব্রাম্সন—বলশেভিক সংগঠক।

কর্ণিলোভ—কেরেন্সকী-গভর্ণমেণ্টের প্রধান সেনাপতি।

কালাদীন—ডন-কসাক সেনাপতি।

কৈফিয়ৎ

অনুবাদেব দিক থেকে বাংলা সাহিত্যের দৈন্য অস্বীকার করা যায় না। ইংরেজী সাহিত্যের সমৃদ্ধির গোড়ায় বিদেশী সাহিত্যের রস কম সেচন করা হয়নি। বিদেশী সাহিত্যেব কাছে ইংবেজী সাহিত্যের ঋণ তাই অপরিশোধ্য।

আমাদের বাংলা সাহিত্যেও জন্ম এবং পরিণতির প্রথম দিকটাতে নির্বিচারে দেশী-বিদেশী সব রকম সাহিত্যের রস গ্রহণ ক'রে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠলেও সত্যিকারের অনুবাদ বলতে যা বোঝায় হাল-বাংলা সাহিত্যে তা বড় একটা চোখে পড়ে না।

অনুবাদ কষ্টসাধ্য কিন্তু অনুকরণ সহজ; তাই হয়ত অক্ষর অনুকরণের দৃষ্টান্ত অতটা বিরল নয়।

অবশ্য একথাও ঠিক যে বাংলা উপন্যাস যাঁরা পড়েন তাঁদের অধিকাংশই ইংরেজী জানেন এবং মূল ইংরেজী বই পড়তে পারেন। মূল গ্রন্থ যাঁরা পড়তে পারেন তাঁদের পক্ষে অনুবাদ পড়ে আনন্দ পাবার কথা নয়। তা' ছাড়া মূল গ্রন্থ থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুবাদ সম্ভব হয় না। সাধারণত ফরাসী' জার্মান, রুশ বইয়ের অনুবাদের অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়। তবুও বাঙালী পাঠকদের মধ্যে ইংরাজীতে যাদের দখল নেই তাঁদের কথা ভেবেও অনুবাদের দিকে নজর দেওয়া দরকার। বিশেষ করে দু'চার জনের কথা বাদ দিলে অধিকাংশ বাংলা উপন্যাস যে স্তরের তা নিয়ে গৌরব করা চলে না।

এ অভিযোগের কথা নয়, দুঃখের কথা।

অবশ্য এমনি একটা প্রেরণা নিয়ে এ অনুবাদে আমি হাত দিইনি। বইখানা পড়ে ভাল লেগেছিল—অনুবাদ করে আরাম পেলাম, তাই!

অবশ্য ভাল ভাল বইয়ের ভাল অনুবাদ যত বেশি হবে সমৃদ্ধির দিক থেকে আমাদের সাহিত্যও তত পুষ্ট হয়ে উঠবে।

সাড়ে সাত শত পৃষ্ঠার বিরাট উপন্যাসখানিকে বাংলা উপন্যাসের চল্‌তি আয়তনের মধ্যে এনে দাঁড় করতে গিয়ে কাঁট-ছাঁট করতে হয়েছে অনেক এবং তা অনিবার্য। প্রয়োজনবোধে গল্পাংশের ওপর দু'জায়গায় একটু তুলি বুলাতে হ'য়েছে এবং এ কাজে অনুবাদকের অধিকারের গণ্ডিবহির্ভূত নয় বলেই আমার বিশ্বাস।

—অনুবাদক

দ্বিতীয় সংস্করণ

বইখানি প্রকাশিত হওয়ার মাস ছয়েকের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। পাঠক সাধারণের তাগিদ এবং প্রকাশক মহাশয়ের আগ্রহ থাকা সত্বেও যুদ্ধজনিত কারণে, কাগজের অসুবিধায় পুনর্মুদ্রন এতদিন সম্ভব হয়ে উঠেনি।

ইতিমধ্যে শোলোকোভের ডন সিরিজের তৃতীয় খণ্ডের [The Don Flows Home To The Sea] অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই বইখানিরও প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং তৃতীয় সংস্করণ ছাপা হয়েছে।

অনেকে প্রশ্ন করেছেন, মাঝখান থেকে দ্বিতীয় খণ্ড বাদ গেল কেন? কারণ—দ্বিতীয় খণ্ড "Virgin Soil Up-Turned" স্বয়ং সম্পূর্ণ উপন্যাস। গল্পাংশ বা চরিত্র কোন দিক থেকেই প্রথম বা তৃতীয় খণ্ডের সঙ্গে ওর কোন যোগ নেই। অথচ তৃতীয় খণ্ড 'The Don Flows Home To The Sea' প্রথম খণ্ডেরই অনুবৃত্তি। প্রথম খণ্ডের আখ্যান এবং চরিত্রগুলি তৃতীয় খণ্ডে পরিণতি ও পরিসমাপ্তি লাভ করেছে।

—সুধীন্দ্রনাথ সরকার

শান্তি

অনুবাদক—ব্রজবিহারী বর্মণ

৩৲] **মুখরমাটি** [৩৲

শোলোকোভের

Virgin Soil Up-Turned এর

অনুবাদ

ডননদীর গতিপথে

এক

ডন নদীর তীরে ছোট্ট একখানি কসাক পল্লি। পাহাড়ে জাতি। প্রধান উপজীবিকা কৃষিকার্য হ'লেও সামরিক বৃত্তি তাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক। প্রত্যেক কসাক যুবককে চার বৎসর সেনাদলে কাজ করতে হয়। কসাকরা সাহসী এবং কষ্টসহিষ্ণু।

রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের অবসানে কসাক প্রোকোফি মিলিকোভ বোরথাবৃতা তুর্কীবধূর হাত ধরে একদিন দেশে ফিরে আসে, সমস্ত গ্রাম স্তব্ধ-বিস্ময়ে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। রামধনুর রং চুরি-করা সাতরঙা সুন্দর বোরথার দিকে চেয়ে কসাক রমণীরা ঈর্ষায় লোলুপ হ'য়ে উঠে। ভিন্‌দেশী বধূকে নিয়ে প্রোকোফির শান্তি ছিল না। মিলিকোভ পরিবার এই বিদেশী মেয়েটিকে আপন করে নিতে পারেনি। বোরথাবৃতা বধূর হাত ধরে প্রোকোফি একদিন যেমন গ্রামে এসে ঢুকে, তেমনি একদিন গ্রামের পথ বেয়ে নদীর ধারে ছোট্ট একটি কুটিরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেই অদ্ভুত জীবটিকে দেখতে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা পথে ভেঙে পড়ে। চাপ-দাড়ির ফাঁকে বৃদ্ধেরা হাসে শ্লেষের হাসি, মেয়েদের জিভে ঝরে চটুল কদর্যতা। নগ্ন, নোংরা ছেলের দল ফেউ হ'য়ে লাগে পিছে।

ডননদীর গতিপথে

প্রোকোফির ভ্রূক্ষেপ নেই যেন, বধূর কম্পমান ছোট্ট হাতখানি ধরে, বুকখোলা লম্বা কোটটা গায়ে দিয়ে, মাল-বোঝাই গরুর গাড়ির পিছনে ধীরে ধীরে সে অগ্রসর হয়। মুখে তার রেখা ফোটেনা একটিও, কিন্তু কসাকের লোনারক্ত টগবগ্ করে ফুটতে থাকে তার শিরা-উপশিরায়।

তারপর থেকে গ্রামের দিকে আর কখনো দেখা যায়নি প্রোকো-ফিকে, দেখা যেতোনা বড় একটা হাটে-বাজারেও। গ্রামের প্রান্তে নদীর তীরে তাদের নিরালা জীবনকে ঘিরে সৃষ্টি হয় নানা উপকথা। রাখালদের মুখে শোনা যায়, স্বচক্ষে দেখে এসেছে তারা প্রোকোফি আর তার ভিন্‌দেশী বধূকে—গ্রামের মাঠ পেরিয়ে দূরে, পাহাড়ের ধারে, বড় একখানা পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে থাকতে। এমনি করেই নাকি বসে থাকে তারা রোজ পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে, পশ্চিমের রাঙা আকাশের দিকে চেয়ে, যতক্ষণ না গোধূলির আলো ম্লান হ'য়ে আসে। তারপর নিজের লম্বা কোটটা প্রোকোফি বধূব গায়ে জড়িয়ে দেয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে হাত ধরাধরি ক'রে ঘরে ফেরে তারা। কসাক মেয়েরা রুদ্ধ নিশ্বাসে শোনে এই কথা। মেয়েলি ঈর্ষায় ছিঁড়ে পড়ে হৃদ্‌পিণ্ড!—"আচ্ছা, ছুঁড়ী দেখতে কেমন?" পরস্পরকে তারা জিগ্যেস করে। "সুন্দরী—নিশ্চয়ই; নইলে এম্‌নি ক'রে প'ড়ে আছে প্রোকোফি? ঘরবাড়ি-সব ছেড়ে?" "কি-জানি কেমন-বা সে দেখতে!" কৌতূহলে ফেটে পড়ে মেয়ের দল। শেষে একদিন মৌরা বলে একটি মেয়ে কি-একটা জিনিস চাওয়ার ছল করে সোজা প্রোকোফির কুটিরে গিয়ে ঢোকে। উৎসুক আগ্রহে আর সব মেয়েরা জটলা করে গলির মোড়ে। মেয়েদের মধ্যে সাহসী বলে মৌরার নাম আছে। ফিরে আসামাত্রই সবাই মিলে মৌমাছির মত ঘিরে ধরে তাকে।

ডননদীর গতিপথে

"ও মা, ছিঃ, এই নিয়েই এত ঢলাঢলি! কালো কুঁৎকুতে দুটো চোখ—শয়তানের চোখের মত! তবে হাঁ, শীগ্‌গীরই মা হবে! দেরিও নেই বেশি!" হাঁপাতে হাপাতে মৌরা বলে। "মা হ'বে বলিস্ কিরে? ঠিক দেখেছিস ত?" "না, ঠিক দেখিনি!" ভেংচে উঠে মৌরা, "তিন ছেলে-মেয়ের মা হলেম, আমি বুঝি না!" "আচ্ছা, মুখখানা কেমন রে?" "মুখ?" মৌরাকে একটু ভাবতে হয়। "মুখ অনেকটা এই পীত রংয়ের—তবে হ্যাঁ, চোখে-মুখে কেমন যেন একটা দুঃখের ছাপ। বিদেশ-বিভুঁইয়ে মেয়ে-মানুষের জীবন…………" সহানুভূতি প্রকাশটা শেষ হ'তে পারে না—হঠাৎ একটা হাসির কথা মনে পড়ে যায়—"ও পরে কি জানিস? হিঁঃ হিঁঃ হিঁঃ…" হাসির বেগে ছিঁড়ে পড়ে মৌরা,—"পরে প্রোকোফিরই পাজামা।"

"ওম্-মা, সে কি ঘেন্না! বলিস্ কি লো?" কৌতুকের হাসিতে ফেটে পড়ে মেয়ের দল। "সত্যি, এই মাত্তর দেখে এলাম নিজের চোখে।"

গ্রামময় র'টে যায় প্রোকোফির তুর্কী-বৌ সাক্ষাৎ ডাইনী। আস্টা-খোভের বেটার বৌ নিজের চোখে দেখেছে সে-দিন, ভোবে কাক-জ্যোছনার অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে প্রোকোফির তুর্কী-বৌ বোর্‌খা ফেলে এলোচুলে, নগ্নদেহে আস্টাখোভদের গাইয়ের বাঁটে মুখ লাগিয়ে দুধ চুষে খাচ্ছে। একদিনেই গরুটার অতবড় ওলান শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে যায়। রোগ নেই, বালাই নেই, অতবড় গরুটা দেখতে-দেখতে মারা যায়। শুধু আস্টাখোভের গাই নয়, গো-মড়ক সংক্রামক হ'য়ে উঠে গ্রামে। গরু-ঘোড়ার মরি পঁচা দুর্গন্ধে গাঁয়ে টেঁকাই হয় দায়।

কসাক-পাড়ায় সালিস বসে। কিছুক্ষণ পরে উত্তেজিত জনতা

প্রোকোফির কুটিরের দিকে ছুটে চলে। "কোথায় সেই ডাইনী মাগী? বের কর তাকে।" ক্রুদ্ধ জনতা হুংকার ছাড়ে।

দ্বার রোধ করে দাঁড়ায় প্রোকোফি। "তুই সর, হারামজাদা!" কয়েকজন ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ঘাড়ে। দেওয়ালের গায়ে প্রোকোফির মাথা তারা ঠুকে দেয়। একজন ছুটে যায় ঘরের মধ্যে, লম্বা কালো চুল ধ'রে অর্ধনগ্ন তুর্কী মেয়েটিকে টেনে আনে বাইরে—চিৎকার করারও অবসর পায় না সে। থ্যাবড়া লোমশ হাতে গুণ্ডাটা মুখ চেপে ধরে, হিঁচড়ে এনে ফেলে দেয় তাকে ক্রুদ্ধ জনতার পায়ের নীচে। শুরু হয় তাণ্ডব। একমুহূর্ত চেয়ে থাকে প্রোকোফি, তারপর ছুটে যায় ঘরের মধ্যে, একটানে ছিঁড়ে আনে বেড়ায় ঝুলানো লম্বা বাঁকা তলোয়ার। এক এক কোপে কচু-কাটা করে সামনে যাকে পায়। উন্মত্ত জনতার সম্বিৎ ফিরে আসে। দৌড়ে নেমে আসে তারা উঠানে, তারপর উঠান ছেড়ে আগল ডিঙিয়ে রাস্তায়।

আধঘণ্টা পরে সাহস সঞ্চয় ক'রে জনতা আবার এগোয় প্রোকোফির কুটিরের দিকে। দূর থেকেই দেখা যায় ডাইনীটার অসাড় দেহ পড়ে আছে বারান্দায়, চোখ দুটো বেড়িয়ে এসেছে ঠিক্‌রে, জিব বেড়িয়েছে আধ হাত। রক্তগঙ্গা বয়ে যায় চারদিকে, তার মাঝে বসে প্রোকোফি, জ্যান্ত একটা মাংসের ডেলা, লাল টুক্‌টুকে, নালসে জড়ানো, এক টুকরা ভেড়ার চামড়া দিয়ে জড়িয়ে তুলছে দু'হাতে।

পুলিস এসে বেঁধে নিয়ে যায় প্রোকোফিকে। প্রকোফির মা এসে কোলে তুলে নেয় ছেলেটিকে।

বার বছর জেলে খেটে ফিরে প্রোকোফি অবাক হ'য়ে যায়, সেই এক টুকরা

মাংসের ডেলা এতবড় হয়েছে। পেন্টিলিমনের মুখ হ'য়েছে দেখতে ঠিক মায়ের মত। তেমনি কাল তুর্কী চোখ। ছেলেকে নিয়ে প্রোকোফি আবার ফিরে আসে তার পুরনো কুটিরে।

দেখতে-দেখতে বড় হ'য়ে উঠে পেন্টিলিমন। গ্রামেরই এক কসাক মেয়ের সঙ্গে প্রোকোফি বিয়ে দেয় তার। বাপ-বেটায় খেঠে সংসারের চেহারা ফিরিয়ে ফেলে। প্রোকোফির মৃত্যুর পর জমি-জমা আরও অনেক বাড়িয়ে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠে পেন্টিলিমন।

ডন নদীতে জল গড়িয়ে চলে রোজ। দেখতে দেখতে বুড়ো হ'য়ে উঠে পেন্টিলিমনও। পেন্টিলিমনের পরিবার খুব বড় নয়। স্ত্রী ইলিনিচ্‌না, বড় ছেলে পিওট্রা, বৌ ডেরিয়া, ছোট্ট একটা নাতি, ছোটছেলে গ্রীগর—(গ্রীগর দেখ্‌তে ঠিক বাপের মত, তেম্‌নি কাল তুর্কী চোখ) আর বাপের আহ্লাদী মেয়ে ডুনিয়া।

দুই

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যায় পেন্টিলিমনের। গোয়ালে গিয়ে গরু ছেড়ে দেয়। তারপর গ্রীগরের ঘরের সামনে এসে ডাকে,—"গ্রীগর, গ্রীস্‌কা।" অসময়ে ঘুম ভেঙে বিরক্ত হয় গ্রীগর। শুয়ে শুয়েই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে থাকে। "গ্রীগর, চল্‌ মাছ ধরে আসি।" পেন্টিলিমন আবার ডাকে।

মাছ-ধরার নামেও উৎসাহ দেখা যায় না ওর। তবু উঠতে হয়। "চার-টার সব ঠিক আছে ত?"

ডননদীর গতিপথে

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব ঠিক আছে, তুই ডিঙিতে গিয়ে ব'স, আমি এই এলাম ব'লে।"

মাছ-ধরার সরঞ্জামগুলো বুড়ো দু'হাতে সংগ্রহ করে নেয়। বাঁকের মুখে গিয়ে চার ফেলে তারা। বহুক্ষণ পরে প্রকাণ্ড একটা মাছ ধরে গ্রীগরের বড়শিতে। বাপ-বেটা বহু কষ্টে খেলিয়ে তোলে মাছটা। রোদ উঠে গেছে দেখে বড়শি গুটিয়ে তারা ফিরে আসে। গ্রীগর নিঃশব্দে নৌকা চালায়। পেন্টিলিমন গম্ভীর মুখে বসে থাকে। কেমন যেন থম্‌থমে ভাব।

"দেখ্ গ্রীগর" চাপা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বৃদ্ধ হঠাৎ আরম্ভ করে, "বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিস আজ-কাল।···ফের যদি স্টিপেনের বৌয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে দেখি তবে দেখবি তোর একদিন কি আমার একদিন।" ক্রোধে বুড়োর চোখ দুটো জ্বল্‌তে থাকে। "কি করলেম আমি ·····লোকে এমনিই বলে।" মৃদু আপত্তি জানায় গ্রীগর।

"চুপ্ কর, হারামজাদা," ক্রোধে ফেটে পড়ে বৃদ্ধ। "লোকে এমনিই বলে, আমি জানি নে কিছু, চোখ নেই আমার? হারামজাদা, কুলাঙ্গার! স্টিপেন আমার পড়শী······ফের্ যদি দেখি এমনি, তবে হাড় একখানে আর মাস একখানে করব আমি তোর।" গ্রীগর আর জবাব দেয় না। ডিঙি এসে ঘাটে লাগে।

"মাছ কি বাড়ি নিয়ে যাব?"

"না, মোখভের ওখানে নিয়ে যা। ব্যবসায়ী মানুষ, কাঁচা পয়সা নাড়াচাড়া করে, কিনতে পারে। যা পাস তুই কিছু নিস, বিড়িটিড়ি কিনে খাস।" পেন্টিলিমন বাড়ির দিকে অগ্রসর হয়। বাপের দিকে কটমট করে চায় গ্রীগর, "দেখি তুমিই কি করতে পার······আক্‌সিনিয়া ···" নিজের মনেই মুচকি হাসে গ্রীগর।

ডনদীর গতিপথে

পথে বন্ধু মিট্‌কার সঙ্গে গ্রীগরের দেখা। "কোথায় চল্‌লি মাছ নিয়ে?" দূর থেকেই হাঁকে মিট্‌কা। "এই ত ধরলেম এখনি, মোখভের ওখানে যাচ্ছি, দেখি কেনে কি না?" "চল্‌, আমিও যাই।"

"দেখ্‌ মিট্‌কা, বাড়িখানার চেহারা! মানুষের মত বাঁচে ত এরাই" গ্রীগর বলে। দুই বন্ধু সন্তর্পণে বারান্দায় উঠে আসে।

"কে? কি চাই?" ঘরের মধ্য থেকে দোলনা আরাম-কেদারায় দুল্‌তে দুল্‌তে একটি মেয়ে প্রশ্ন করে। হাতে থালা-ভরা গোলাপ জ'ম, ঠোঁটের ফাঁকেও একটা।

গ্রীগর কথা বল্‌তে পারে না। মিট্‌কা এগিয়ে যায় বন্ধুর সাহায্যে। বারকয়েক ঢোক্‌ গিলে কোনও মতে সে জিগ্যেস করে, "মাছ নেবে?"

"মাছ? দাঁড়াও জিগ্যেস করি।" জরির ওড়্‌না দুলিয়ে মেয়েটি ভিতরে চলে যায়। সূক্ষ্ম ওড়্‌নার মধ্যদিয়ে তার পেটিকোটের লেস্‌ দেখা যায়।

"দেখলি গ্রীগর, কি পোশাক! কাঁচের মত।"

মেয়েটি ফিরে আসে তখনই।

চেয়ারের মধ্যে ডুবে যেতে যেতে বলে, "মাছ নেবে। যাও রান্না ঘরে।" আঙুল দিয়ে গ্রীগরকে পথ দেখিয়ে দেয়।

সন্তর্পণে গ্রীগর অন্দরের দিকে অগ্রসর হয়। মেয়েটি আবার গোলাপ-জামের দিকে মনোযোগ দেয়। মিট্‌কা চেয়ে থাকে ওর দিকে। জরির ফিতে দিয়ে দু'ভাগ করে বেণী বাঁধা। কি সুন্দরই না দেখতে! মেয়েটি হঠাৎ চোখ তুলে চায়। "এই গাঁয়েই তোমার বাড়ি?"

হ্যাঁ!

নাম কি তোমার?

ডনদীর গতিপথে

মিট্‌কা।

মাছটা কে ধরেছে ?

ধরেছে ওই গ্রীগর, ও আমার বন্ধু।

তুমি ধরনা মাছ ?

মাঝে মাঝে ধরি, যখন ইচ্ছে হয়।

বড়শি দিয়ে ?

হ্যাঁ।

আমারও মাছ ধরতে ইচ্ছা করে।

বেশ ত, একদিন যেয়ো আমার সাথে।

সত্যি ? সত্যি বলছ ? ফাঁকি নয়ত ?

খুব ভোরে উঠতে হবে কিন্তু।

তা উঠব। তোমাকে কিন্তু ডেকে তুলতে হবে।

তা কেমন করে হবে, তোমার বাবা ?

"বাবা ? তা হোক, চুপি চুপি এসে ডাকবে তুমি। কুকুরগুলোকে আগেই ঠিক করে রাখব আমি। ঐ ঘরে আমি থাকি।" হাত দিয়ে দূরের একটা জানালা সে দেখিয়ে দেয়।

অন্দরে গ্রীগরের ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা যায়। মিট্‌কা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেল্টের কোনা আঙুলে জড়াতে থাকে।

"তুমি বিয়ে করেছ ?" বেখাপ্পাভাবে মেয়েটি জিগ্যেস করে।

"হঠাৎ এ কথা কেন ?" মিট্‌কা পাল্টা প্রশ্ন করে।

এম্‌নি।

না, এখনও করিনি।

কোন মেয়ে জোটেনা বুঝি !

বারান্দায় ভারি পায়ের শব্দ উঠে। মিটকা সসন্ত্রমে ফিরে চায়। মোখভ এসে ঘরে ঢোকে। মিট্‌কার দিকে না তাকিয়েই সে জিগ্যেস করে—কি চাই?

"মাছ বিক্রি করতে এসেছে, বাবা!" মিট্‌কার হ'য়ে মেয়েই জবাব দেয়। গ্রীগরকে ভিতর থেকে ফিরে আসতে দেখে মিট্‌কাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

তিন

আজ পিওট্রা যাবে শিক্ষা-শিবিরে। ভোরে উঠেই গ্রীগর দাদার ঘোড়াটাকে জল খাইয়ে আনে নদীতে নামিয়ে। গোয়ালে ঢুকতেই মায়ের সাথে দেখা, তিনি আসেন ঘুঁটে নিতে, "কে, গ্রীস্‌কা?"

হুঁ।

স্টিপেনকে একটা ডাক দেত বাবা, এখনও উঠেনি হয়ত। আমার পিওট্রার সাথে সেও ত' যাবে।

স্টিপেনের দুয়ারে এসে দাঁড়ায় গ্রীগর। রান্নাঘরের দাওয়ায় কম্বলের ওপর শুয়ে স্টিপেন। স্বামীর বুকে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমোয় আক্‌সিনিয়া। ঘুমের ঘোরে নড়াচড়ায় ঘাগরাটা উপরের দিকে উঠে যায়, আক্‌সিনিয়ার অর্ধনগ্ন মসৃণ সাদা উরুর অনেকখানি দেখা যায়। গ্রীগর লজ্জা পায়। তাড়াতাড়ি হেঁড়ে গলায় সে চিৎকার ক'রে উঠে, "কই গো, দেখ্‌ছিনা ত' কাউকে, উঠ্‌বে না তোমরা আজ?"

"কে, কে?" ধড়ফড়িয়ে উঠে আক্‌সিনিয়া। তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় ঠিক করতে থাকে। লালা শুকিয়ে চট্‌চটে হয়ে উঠে আক্‌সিনিয়ার নিদ্রালু সুন্দর দুটি গাল।

"আমি, গ্রীগর বলে। "মা পাঠালেন তোমাদের ডেকে তুলতে।"
"এই যে উঠ্‌ছি, শেষরাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘরে কি ঘুমানোর যো আছে ছাড়পোকার জ্বালায়।"

এই গ্রাম থেকেই ত্রিশজন কসাক যুবক যায় শিক্ষা-শিবিরে। সামরিক বৃত্তি তাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক।

গ্রীগর আর পেন্টিলিমন পিওট্রার ঘোড়াটাকে পেট ভরে খাওয়ায়। লাগাম আর গদি ঠিক ক'রে দেয়। গ্রীগর ঘোড়াকে আবার জল খাওয়াতে নিয়ে যায় নদীতে। কি সুন্দর ঘোড়াটি! গ্রীগর উঠেই চাবুক কশে দেয়। নদীর ঢালু পাড়ি বেয়ে বিদ্যুৎগতিতে ঘোড়া নামতে থাকে। পিছনে মেঘের মত ধুলি উড়ে। সর্বনাশ! হঠাৎ গ্রীগর দেখে পথের উপরেই কলসি-কাঁকে একটি মেয়ে। প্রাণপণে লাগাম টেনে পাশ কাটায় গ্রীগর। ঘোড়া গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে।

"হারামজাদা, শয়তান।" দূর থেকেই চিৎকার করতে করতে মেয়েটি নেমে আসে। "গায়ের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটাস্; দাঁড়া, বলে দিচ্ছি তোর বাপ্‌কে, ঘোড়ায় চড়া শিখাচ্ছি।"

"চট কেন?" হাসি মুখে মিনতি করে গ্রীগর। "স্বামী যাচ্ছে শিবিরে, এখন আমাকে চটাতে নেই। লাগবে ত ঠেকা-বাঝায়। সামনেই ধান-কাটার সময়।" গ্রীগর হাসতে থাকে।

নদীতে ভীষণ বাতাস! দুই হাঁটুর মধ্যে ঘাগ্‌রাটাকে চেপে ধ'রে আক্‌সিনিয়া কলসি ভরে।

"তা হলে স্টিপেন কখন যাচ্ছে?" গ্রীগর জিগ্যেস করে।

"তোর কি তা'তে?" আক্‌সিনিয়া রুখে উঠে।

বাপ্‌রে, মেয়ে যেন আগুনের ফুলকি! কেন, জিগ্যেস করায় দোষ আছে নাকি?

কলসি-কাঁকে পাড়ি ভেঙে উঠে আক্‌সিনিয়া। ঘোড়া ফিরিয়ে গ্রীগরও চলে পিছু-পিছু। আক্‌সিনিয়ার রঙীন ঘাগ্‌রা পত্‌ পত্‌ শব্দে উড়্‌তে থাকে। দুরন্ত অলকগুচ্ছ খেলা করে কানের পাশে, গ্রীগর চেয়ে থাকে, চোখে ওর পলক পড়ে না।

"একা থাকতে মন কেমন করবে, না?" গ্রীগর আবার শুরু করে।

"বিয়ে কর্ আগে, তখন বুঝবে মন কেমন করে কিনা।" ঘাড় ফিরিয়ে আক্‌সিনিয়া হাসে। ঘোড়াটাকে একটু আস্তে চালিয়ে গ্রীগর আক্‌সিনিয়ার পাশে এসে দাঁড়ায়, চোখের মধ্যে তাকিয়ে জিগ্যেস করে, "কত বৌকেই ত' দেখি, স্বামী বাড়ি না থাক্‌লেই যেন খুশি! এই ধর, আমাদের বৌদি, পিওট্রা চলে গেলে ও আরো মোটা হ'বে দেখো।

"সত্যিই, স্বামীরা বড় রক্ত-চোষা। তোমার বিয়ে হচ্ছে কবে?" আক্‌সিনিয়ার সুর এতক্ষণে নরম হয়।

কি জানি, বাবা বলতে পারে। সেনাদলের কাজ শেষ হওয়ার পরে বোধ হয়।

তুমি এখনও ছেলেমানুষ। বিয়ে করো না।

কেন?

এতে দুঃখছাড়া আর কিছুই নেই।

আক্‌সিনিয়ার চোখে-মুখে কি যেন একটা অতৃপ্তির ক্ষুধা ফুটে উঠে। ঘোড়ার ঝুঁটির উপর হাত বুলোতে বুলোতে গ্রীগর বলে, "বিয়ে আমি করতেও চাইনে। এমনিই একজন ভালবাসে আমাকে।"

কারো দিকে নজর আছে বুঝি?

"আর আবার কার দিকে ?" গ্রীগরের চোখে দুষ্টুমির হাসি।

এখানে সুবিধে হ'বে না ; স্টিপেনকে আমি ঠিক বলে দেব।

স্টিপেনকে আমি ভয় পাই নাকি ?

তা' হোক্, এ দিকে নজর দিয়ে লাভ নাই।

"আরও বেশি করে দেব।" হঠাৎ ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে গ্রীগর পথ রোধ করে দাঁড়ায়।

"ছেলেমি করোনা, গ্রীগব, যেতে দাও। স্বামী যাচ্ছে এখনই, দেরি হ'য়ে যাবে।"

পা দিয়ে ঘোড়াটাব পেটে একটু চাপ দেয় গ্রীগর, ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে আক্‌সিনিয়াকে একেবারে পাহাড়ের গায়ে কোন্‌ঠাসা করে ফেলে।

"যেতে দাও আমাকে, শয়তান কোথাকার! চারদিকে সব লোকজন!" সভয়ে আক্‌সিনিয়া একবার চেয়ে দেখে। "এম্‌নিভাবে দেখ্‌লে লোকে কি বলবে ?" চাপা ক্রোধে দাঁত কড়মড় করে আক্‌সিনিয়া।

কসাক পাড়ায় শুরু হয় বিদায়ের পালা। পিওট্রাকে বিদায় দেয় ডেরিয়া চোখের জলে। চোখে আঁচল-চাপা দিয়ে কাঁদে বৃদ্ধা মাতা। বৃদ্ধ বাপকে টুকটাক্ পরামর্শ দেয় পিওট্রা।

সামরিক পরিচ্ছদে কি সুন্দরই না দেখায় স্টিপেনকে। প্রকাণ্ড জোয়ান। বুকের মধ্যে আক্‌সিনিয়াকে জড়িয়ে ধরে। চুম্বনে সে ভেঙে পড়ে। তারপর একলাফে উঠে বসে ঘোড়ায়। স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে আক্‌সিনিয়া মমতা-মাখা তৃষিত দু'টি চোখে।

ডননদীর গতিপথে

সন্ধ্যার সময় ভীষণ মেঘ ক'রে আসে। ঝড়ও আরম্ভ হয় খুব। ডনের জল পাড়ে এসে গর্জে পড়ে। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, দেখা যায় না কিছুই। এমনি নিষুতি রাতে মাছ ধরা যায় খুব। ঝড়ের তাড়ায় ভয় পেয়ে মাছেরা সব পাড়ের দিকে ছুটে আসে, জাল একবার ফেল্‌লেই হয়।

পেন্টিলিমনও মাছ ধরতে যাবে। ডেরিয়া ক্ষিপ্রহস্তে জালের ছিদ্রগুলি সেলাই করে দেয়। পিওট্রার কচি ছেলেটা ঠাকুরমার কোলে কিছুতেই থাক্‌তে চায় না।

"দেখ্‌ত ডুনিয়া, বৃষ্টি ছাড়ল নাকি?" পেন্টিলিমন অধৈর্য হ'য়ে উঠে। "আগেই বলেছিলাম জালগুলো অবসর মত সেরে রাখতে, তা' কথাত কারও কানে যায় না?"

"তোমার ত' বাপু তর সইছে না। জাল ত বের করলে দু'টো, কিন্তু মানুষ কৈ? কচি ছেলে ফেলে বৌমা যাবে না। ডুনিয়াকে আমি যেতে দেবো না, এমনিই ওর শরীর ভাল নয়, তারপর বুকে ঠাণ্ডা লেগে আর একটা কিছু হোক—"

"তা' হোক, আমি, গ্রীগর আর না-হয় আক্‌সিনিয়াকে আর মালাস্‌কাকে ডেকে নেব। ছুটে যা' তো মা!" ডুনিয়ার দিকে চেয়ে বৃদ্ধ বলে, "আক্‌সিনিয়াকে জিগ্যেস ক'রে আয়, মাছ ধরতে যাবে কিনা? যায় ত' মালাস্‌কাকেও যেন ডেকে আনে।"

বৃষ্টি পড়তেই থাকে। ঝড়ের শব্দে কথা শুনা যায় না। মাছ ধরতে তারা বের হয়ে যায়। "ঘাটের কাছ থেকেই আরম্ভ করি, কি বলিস্‌ গ্রীগর?" পেন্টিলিমন জিগ্যেস করে। "হ্যাঁ।" গ্রীগর সাড়া দেয়। "আমি জলে নামছি," মালাস্‌কার হাতে জালের দড়িটা গুঁজে দিতে দিতে পেন্টিলিমন বলে, "তুই তীরের দিকে থাক্‌। গ্রীগর, তুইও জলে নেমে

পড়্। আক্‌সিনিয়াকে পারের দিকে দিস্।" পরম উৎসাহে বুড়ো জাল-টানা আরম্ভ করে।

গ্রীগর জলে নামতেই ঝড়ের ঝাপটায় জাল ছুটে যায় হাত থেকে। ডনের বুকে কামান-দাগার মত শব্দ হয়। ঢেউয়ের টানে মাঝ নদীতে গিয়ে পড়ে গ্রীগর। বহু কষ্টে পাড়ে ফিরে আসে সে, জালটাকেও ফিরিয়ে আনে সাঁতরে গিয়ে।

আক্‌সিনিয়া, ঠিক আছ ত ?

এখনও ত' আছি।

বৃষ্টি কি থামবে না ?

থামবে কি, আরও চেপে এল যে—

"আস্তে কথা কও, বাবার কানে গেলে কি আর রক্ষে আছে ? এক্ষুণি তাড়া দিবে।"

"বাপ্‌কে যে ভারী ভয়!" আক্‌সিনিয়া শ্লেষ করে।

পাড়ি ধরে তারা এগিয়ে চলে। একটু এগিয়ে গিয়ে জাল ফেল্‌বে। অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতে পায় না। "আঃ, উঃ!" আক্‌সিনিয়া হঠাৎ কাৎরে উঠে। "কি হ'ল, আক্‌সিনিয়া ?" গ্রীগর শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে উপরে উ'ঠে আসে।

আক্‌সিনিয়া!

উত্তর নেই। ডনের বুকে ক্রুদ্ধ বাতাস গুম্‌রে উঠে। "আক্‌সিনিয়া! আক্‌সিনিয়া!" গ্রীগর অন্ধকারে হাৎরে ফেরে। "গ্রীস্‌কা, কোথায় তুমি?" অনেকক্ষণ পরে আক্‌সিনিয়ার কান্না-করুণ কণ্ঠ শোনা যায়। —"আমি যে ডাকৃছি কত!"

ওকে দেখতে না পেয়ে গ্রীগর চারদিকে তাকাতে থাকে। মেঘ সরে

গিয়ে হঠাৎ একটু জ্যোছনার আভা দেখা দেয়। গ্রীগর দৌড়ে যায় আক্‌সিনিয়ার দিকে। শীতে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে সে। মরা মানুষের মত ফ্যাকাসে হ'য়ে গেছে মুখ।

"আছাড় খেয়ে প'ড়ে গিয়েছিলেম।" কাঁপতে কাঁপতে আক্‌সিনিয়া বলে।

"অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলে বুঝি; এমন ভয় পাই, মনে হয় তুমি বুঝি ডুবে গেছ।" আক্‌সিনিয়ার হাত ধরে গ্রীগব।

"তোমার হাত তো বেশ গরম।" গ্রীগরের জামার হাতার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেয় আক্‌সিনিয়া। "আমি যে জমে গেলাম শীতে।" আক্‌সিনিয়ার হাড়ের মধ্যে কাঁপুনি ঢোকে।

ফেরার পথে প্রাণপণে তারা দৌড়াতে থাকে, শীতে জমে না যায়। "আর যে পারি নে, গ্রীগব!" কাঁপতে কাঁপতে আক্‌সিনিয়া বসে পড়ে। অসহায়ভাবে গ্রীগর চাইতে থাকে চারদিকে। কি করবে ভেবে পায় না। একটু দূরেই আধপচা একটা খড়ের গাদা। গত বছর এখানে খামার হয়।

দু'হাতে খড় সরিয়ে গর্ত করে গ্রীগর। গরম একটা ভাপ্‌সা গন্ধ। খড়ের গাদার মধ্যে গলা পর্যন্ত ঢুকিয়ে শুয়ে পড়ে আক্‌সিনিয়া। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে গ্রীগরও বসে পড়ে পাশে। আক্‌সিনিয়ার ভেজা চুলের গন্ধ এসে লাগে গ্রীগরের নাকে। কী মিষ্টি আর মদির।

"জুঁই ফুলের গন্ধ তোমার চুলে।" চুপি চুপি বলে গ্রীগর। আক্‌সিনিয়া জবাব দেয় না। ভাঙা মেঘের দিকে চেয়ে থাকে উদাস-দৃষ্টিতে। কাঁপুনিটা একটু কমে আসে। হঠাৎ গ্রীগর হাত বাড়িয়ে আক্‌সিনিয়ার মাথাটা টেনে আনে বুকের মধ্যে।

ডননদীর গতিপথে

"ছেড়ে দাও!" ছিটকে উঠে আক্‌সিনিয়া।

"থাম না!" গ্রীগর চুপিচুপি বলে।

"ছাড় বলছি, নইলে চিৎকার করব আমি।"

"একটুখানি থাকো না, আক্‌সিনিয়া…!" গ্রীগর মিনতি করে। "পেন্টিলিমন!" আক্‌সিনিয়া প্রাণপণে চীৎকার করে।

"কি হ'ল? হারিয়ে গেলে নাকি?" কাছেই একটা ঝোপের আড়ালে পেন্টিলিমনের গলা শোনা যায়। আক্‌সিনিয়া তাড়াতাড়ি গা থেকে খড়ের কুটোগুলি ঝেড়ে ফেলে। দাঁত কড়্‌মড়্‌ ক'রে গ্রীগরও এক লাফে উঠে দাঁড়ায়।

পেণ্টিলিমন দৌড়ে আসে। "কি হল? পথ হারিয়ে গেছ বুঝি?"

"পথ হারাই নি কিন্তু শীতে যে আমি জমে গেলাম।" আক্‌সিনিয়ার দাঁতে ঠক্ ঠক্ শব্দ উঠে।

"শীত? ওই খড়ের গাদার মধ্যে ঢুকে একটু গরম হয়ে নাও।" হাত দিয়ে খড়ের গাদাটা বুড়ো দেখিয়ে দেয়।

মাছের থলিটা তুলে নেওয়ার জন্য নুয়ে পড়ে আক্‌সিনিয়া। কৌতুকের হাসিতে ওর সমস্ত মুখ ভরা।

কয়েক বছর হয় স্টেপেনের সাথে আক্‌সিনিয়ার বিয়ে হয়। বিয়ের সময় আক্‌সিনিয়ার বয়স ছিল সতের। আক্‌সিনিয়ার জীবনের ইতিহাস যেম্‌নি দুঃখের, তেম্‌নি লজ্জার।

ডন নদীর ওপারের মরু-প্রদেশের মেয়ে সে। গ্রাম থেকে মাইল পাঁচেক দূরে পাহাড়ের গায়ে আবাদ হচ্ছিল। গ্রাম থেকে রোজ যাতায়াত সম্ভব নয়। খামারেই ছাউনি ফেলে চাষের কয়েকটা দিন কৃষকদের

থাকতে হয়। বুড়ো বাপের সঙ্গে আকৃসিনিয়াও খামারে গিয়েছিল। হঠাৎ একদিন রাত্রে ছুটে এসে আকৃসিনিয়া মায়ের পায়ে আছড়ে পড়ে। পাঁচ মাইল পথ কি ভাবে যে সে ছুটে এসেছে! কী চেহারা হ'য়েছে আকৃসিনিয়ার! পেটিকোটময় রক্তের দাগ, শুকিয়ে কালো হ'য়ে উঠেছে।

সেই রাতেই আকৃসিনিয়ার মা আর ভাই দুই ঘোড়া গাড়িতে জুড়ে খামারের পথে গাড়ি ছুটিয়ে দেয়। আকৃসিনিয়াকেও তুলে নেয় তারা গাড়িতে। চাবুকের পর চাবুক চালায়, ঘোড়ার মুখে ফেনা উঠে। খামারে ঢুকতেই দেখা যায় ছাউনির পাশে বেহুঁস হ'য়ে পড়ে আছে বুড়ো। পাশে ভোড্‌কার একটা খালি বোতল।

গাড়ি থেকে জোয়াল খুলে নিয়ে ছুটে যায় আকৃসিনিয়ার ভাই। তারপর মায়ে-বেটায় শুরু হয় প্রহার—নৃশংস, অমানুষিক। সন্ধ্যার সময় বুড়োর রক্তাক্ত মৃতদেহ গাড়িতে তুলে নিয়ে তারা বাড়িতে ফিরে আসে। লোকে শোনে বে-কায়দায় গাড়ি থেকে পড়ে বুড়ো মারা পড়েছে।

এই ঘটনার বছর খানেক পরে আকৃসিনিয়ার বিয়ে হয়। শ্বশুরবাড়ি এসেও আকৃসিনিয়ার স্বস্তি ছিল না। বিয়ের পরেই অতি সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় শাশুড়ী জানিয়ে দেন, খাটে বসিয়ে পূজা করার জন্য তিনি বেটার বিয়ে দেন্‌নি।

অকারণে স্টিপেনও তাকে প্রহার করে বেদম। উরু, তলপেট, পিঠ, এমনি-সব জায়গা বেছে সে চাবুক চালায়। বাইরে থেকে যেন দাগ দেখা না যায়। ঘরে রাত কাটাত স্টিপেন কমই। তালা-চাবি দিয়ে আকৃসিনিয়াকে ঘরে আট্‌কে বিড়ি টান্‌তে টান্‌তে সে রাতের মত বের হ'য়ে যেতো।

ডননদীর গতিপথে

সংসার আর খামারের প্রায় সব কাজই আক্‌সিনিয়াকে একা করতে হয়। গরু-বাছুর আর ঘোড়া নিয়ে সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়।

বিড়ি টেনে আর তাস খেলেই স্টিপেন সময় পায় না—ক্ষেত-খামার দেখ্‌বে কখন! বৌ-কাটুকী শাশুড়ীরই বা সময় কৈ? তা' হলে বৌয়ের খুঁৎ ধরে বেড়াবে কে? বহু চেষ্টা ক'রেও আক্‌সিনিয়া স্বামীকে ভালবাসতে পারে নি।

মিট্‌কা এসে ডেকে নিয়ে যায় ঘোড়-দৌড়ের পাল্লা দিতে। ফেরবার পথে আক্‌সিনিয়ার সঙ্গে দেখা। গ্রীগরকে দেখে আক্‌সিনিয়া চোখ নামিয়ে নেয়। তাকে যেন দেখতে পায়নি এমনি ভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গ্রীগর। আক্‌সিনিয়ার ঠিক সামনে এসে লাগাম টেনে ঘোড়াটাকে সে থামিয়ে ফেলে। সামনের দু'পা ভেঙে ঘোড়াটা বসে পড়ে। ঘোড়ার মুখের গরম ফেনা ছিটে পড়ে আক্‌সিনিয়ার মুখে-চোখে।

"হতভাগা শয়তান!" হঠাৎ ঘোড়া ঘুরিয়ে গ্রীগর ওর পাশে এসে দাঁড়ায়। চুপিচুপি কি যেন বলে। "যোগ্যতা থাকা চাই।" রুখে উঠে আক্‌সিনিয়া।

"অত অহংকার ভাল নয়!"

"পথ ছাড়্!" ঘোড়ার মুখের সামনে হাত তুলে ধমকে উঠে আক্‌সিনিয়া। "এমনি করে গায়ের উপর দিয়ে ঘোড়া চালাবে তুমি?"

"চট কেন?" গ্রাগর অনুযোগ করে। "সে-দিনকার ঘটনার জন্যে নাকি, সেই খড়ের গাদায়?" আক্‌সিনিয়ার চোখের দিকে চায় গ্রাগর।

আক্‌সিনিয়া কি যেন বল্‌তে চায়, হঠাৎ এক ফোঁটা অশ্রু চক্ চক্ করে উঠে ওর চোখের কোনে। ঠোঁট দু'টি কাঁপতে থাকে। অদ্ভুত

বিকৃত কণ্ঠে সে বলে, "সর গ্রীগর···রাগ আমি করিনি···আমি···" পাশ কাটিয়ে সে তাড়াতাড়ি চলে যায়।

আচ্ছন্নের মত পথ চলে গ্রীগর। বাড়ির দরজায় মিট্‌কার সাথে আবার দেখা। মিট্‌কা অন্য পথে ঘুরে এসেছে।

"বিকালে যাবি তো আমাদের ওদিকে?" মিট্‌কা জিগ্যেস করে।

না।

"কি ব্যাপার?" মিট্‌কা কুৎসিৎ একটা ইঙ্গিত করে। গ্রীগর জবাব দেয় না। অন্যমনস্কভাবে চাবুকের বাঁট দিয়ে জুতোর ধুলো ঝাড়তে থাকে।

চার

ফসল-কাটা কসাকদের মস্ত একটা উৎসব। রঙীন পোশাকে সাজ-গোজ করে উৎসবের বেশে কসাক-মেয়েরাও মাঠে পুরুষদের পাশে এসে দাঁড়ায়।

পেণ্টিলিমন আর স্টিপেনদের ফসল এবার এক সঙ্গেই কাটা হবে। স্টিপেন গেছে সেনা-শিবিরে। পেণ্টিলিমন গাড়ি চালায়। অনবরত কশাঘাত করে ঘোড়া দু'টিকে। খামারও কাছে নয়। গাড়ির মধ্যে বসে গ্রীগর, ডেরিয়া, আক্‌সিনিয়া আর ডুনিয়া। গ্রীগর বাইরের দিকে চেয়ে বসে থাকে। কোলের ছেলেটাকে দুধ দিতে দিতে আক্‌সিনিয়ার সঙ্গে হাসি-তামাসা করে ডেরিয়া। আক্‌সিনিয়া মাঝে মাঝে গ্রীগরের দিকে অপাঙ্গে চেয়ে দেখে।

ডননদীর গতিপথে

গ্রাগর আর পেণ্টিলিমন কাস্তে চালিয়ে যায়। মেয়েরাও ছুটাছুটি ক'রে কাটা ডাঁটাগুলো জড় করে। রঙীন ওড়না আর ঘাগ্‌রা পরে প্রজাপতির মত তারা ক্ষেতময় উড়ে বেড়ায় যেন। গ্রীগরের চোখ থাকে শুধু একজনের দিকে। মনে মনে আক্‌সিনিয়ার কথাই সে ভাবে, গড়ে কত আকাশ-কুসুম!

সুযোগ পেলেই শান্-দেয়া ছুরির মত দাঁত বের করে হাসে আক্‌সিনিয়া গ্রীগরের দিকে চেয়ে। গ্রীগর বুঝ্‌তে পারে না, এ হাসি ঘৃণার না প্রশ্রয়ের? গ্রীগর ও আক্‌সিনিয়ার হাব-ভাব বুড়ো পেণ্টিলিমনের চোখ এড়ায় না। রাতে তারা বাড়ি যায় না। কাল সমস্ত ফসল নিয়ে তবে বাড়ি যাবে। জিনিসপত্র সঙ্গেই ছিল। ছাউনি ফেলা হয়। ডেরিয়া ঠকা কুড়িয়ে এনে আগুন জ্বালে। রান্না হয়।

"সারাদিন মুখ যে গোমড়া করেই থাকৃতে দেখলাম?" খাবার সময় ঠাট্টা করে ডেরিয়া। গ্রীগর জবাব দেয় না।

"ফসল কাটা, গরু চরান, কত মেহনৎ হবে, না?" টিপ্পনি কাটে ডুনিয়া। ঠোঁটের ফাঁকে চোরা-হাসি হাসে আক্‌সিনিয়া।

রাত্রে সবাই শোয় ছাউনিতে। গ্রীগর আর বুড়ো শোয় গাড়ির মধ্যে—গরুগুলোকে দেখতে হবে। মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে যায়। আচ্ছন্নের মত উঠে বসে গ্রীগর। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় ছাউনির দিকে। হাত দশেক দূরে গিয়েই থম্‌কে দাঁড়ায়। পেণ্টিলিমনের নাকে বাজে জগঝম্প। অঘোরে ঘুমোয় বুড়ো।

বেরিয়ে আসে ছায়া-মূর্তির মত কি যেন ছাউনির ভিতর থেকে। রুদ্ধ নিশ্বাসে দাঁড়িয়ে থাকে গ্রীগর।

আক্‌সিনিয়া! গ্রীগরের শিরায় শিরায় আগুন ছোটে। আক্‌সিনিয়ার

কম্পমান কোমল দেহলতা বুকে জড়িয়ে পিষে ফেলে গ্রীগর। সমর্পণে ভেঙে পড়ে আক্সিনিয়া। দু' হাতে তাকে তুলে নিয়ে দৌড়ায় গ্রীগর। আক্সিনিয়ার উষ্ণ অসহায় দেহ লেগে তার বুকে।

গ্রীস্কা, গ্রীস্কা! তোমার বাবা যদি……

চুপ।

ছাড়, ছিঃ নামিয়ে দাও, আমি নিজেই ত যাচ্ছি।

সেই রাত্রির পর থেকে অদ্ভুতভাবে বদলে গেছে আক্সিনিয়া। গাঁয়ের মেয়েরা মুখের প'রেই হাসে আজকাল। ঘৃণায় তারা নাক শিটকায়। কুমারীরা মনে মনে হিংসা করে। আক্সিনিয়ার কেমন যেন বেপরোয়া ভাব। কলঙ্ককে ভয় করে না সে। লজ্জার মাঝেও এত সুখ!

গ্রীগরের সাথে তার সম্পর্কটা আজকাল আর কারো অজানা নেই। রাখালেরা রোজই দেখে তাদের, মাঠের প্রান্তে ঢালু পাহাড়ের কোলে সন্ধ্যার অন্ধকারে। পেন্টিলিমনের কানেও কথাটা যেতে দেরি হয় না। মোখোভের দোকানে একদিন পেন্টিলিমন যায় কাপড় কিনতে। কী ভিড় দোকানে; এক পাশে নিয়ে গিয়ে মোখোভ নিজেই কাপড় দেখায় বুড়োকে।

"আজকাল যে বড় একটা দেখাই যায় না তোমাকে?" মোখোভ জিগ্যেস করে।

ক্ষেত-খামার নিয়ে বড়ই আটকে পড়েছি।

ক্ষেত-খামার নিয়ে তোমার ভাবনা কি? লায়েক সব ছেলে।

বড় ছেলে গেছে শিবিরে। ছোট ছেলে গ্রীগরকে সাথে করেই কাজকাম সব করতে হয়।

ওঃ, গ্রাগরের কথায় মনে পড়ল। কথাটা এমন করে চেপে রেখেছ তুমি।

"কি কথা ?" পেণ্টিলিমন অবাক হয়।

এই, ছেলের বিয়ের কথা। গ্রীগরকে বিয়ে দিচ্ছ তুমি কিন্তু কাউকে জান্‌তেও দিলে না ?

গ্রীগরের বিয়ে ?

হ্যাঁ, আক্‌সিনিয়াকে নাকি ব্যাটার বৌ করে ঘরে আনছ ?

আক্‌সিনিয়া! ওর স্বামী বেঁচে নেই! স্টিপেন বেঁচে নেই ? কি ঠাট্টাই যে কর তুমি।

ঠাট্টা আমি করতে যাব কেন ? লোকে বলে তাই।

রাগে ফুল্‌তে ফুল্‌তে পেণ্টিলিমন বাড়ি ফিরে। স্টিপেনের আঙিনার পাশ দিয়ে যেতেই দেখে আক্‌সিনিয়া। "এই শোন্ ত!" আগল ঠেলে পেণ্টিলিমন আঙিনাতে ঢুকে পড়ে। আক্‌সিনিয়ার মুখোমুখি এসে সে দাঁড়ায়। একটা বিড়াল এসে বুড়োর গায়ের কাছে ঘুর ঘুর করতে থাকে।

"এ সব কি শুনছি ?" দাঁত কড়্‌কড়্ ক'রে পেণ্টিলিমন জিগ্যেস করে। "এই কয়েকদিন হল স্বামী বাড়ি থেকে গেছে, এর মধ্যেই......? গ্রীস্‌কার হাড় একখানে আর মাস একখানে করব আমি। স্টিপেনকেও আমি লিখে দিচ্ছি সব। শুনুক সে বৌয়ের কীর্তি। ফের আমার দুয়ারের দিকে পা' বাড়াবি ত দেখাব মজা।"

"তোর তাতে কিরে, বুড়ো বজ্জাত ? আমার উপর কথা বলার তুই কে ?" পেণ্টিলিমনের মুখের উপর 'সাট' মারে আক্‌সিনিয়া।

বুড়ো শুয়োর, আমায় ভয় দেখাতে এসেছিস্ ?

ডননদীর গতিপথে

দাঁড়া, হারামজাদী !

বেরো আমার বাড়ি থেকে। লেখ্‌গে তুই স্টিপেনকে। ইচ্ছা হয় পঞ্চায়েতের কাছে নালিশ কর্‌গে—দেখি ছেলেকে ফিরিয়ে নিস্‌ তুই কেমন করে ? গ্রীস্‌কা আমার, আমার··· ··আমার। ইচ্ছা হয় খুন করগে তাকে ·· ···সারা জীবন ধরে ভালবাসব আমি তাকে······সে আমার······আমার !

ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে পেণ্টিলিমন বাড়ি ফিরে আসে। গ্রীগরকে রান্না ঘরে দেখেই জ্বলে উঠে। কোন কথা না বলে একখানা চাবুক তুলে নিয়ে সে সপাং সপাং গ্রীগরকে পিটতে শুরু করে।

"কি ব্যাপার ?" হঠাৎ চম্‌কে রুখে উঠে গ্রীগর।

"হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চা, তোর জন্য মুখ দেখাতে পারব না লোকের কাছে ? পাড়া-পড়শী বৌ······হারামজাদা কুলাঙ্গার···" ফেনা উঠে বুড়োর মুখে।

"মারলেই হোল ?" একটানে চাবুক কেড়ে নেয় গ্রীগর বাপের হাত থেকে।

"কি হল ? কি হল ?" পাশের ঘর থেকে ছুটে আসে গ্রীগরের মা। "ওমা একি ঘেন্না ! থাম, থাম !—ওমা একি ঘেন্না !" বাপ বেটার মাঝে দাঁড়িয়ে দু'হাতে বুড়ি দোহাই পাড়ে !

"বিয়ে দাও তোমার ছেলের।" কাঁপতে কাঁপতে কপালের ঘাম মুছে পেণ্টিলিমন।

"কানা হোক্‌, খোঁড়া হোক্‌, একটা কিছু ধরে এনে বিয়ে দাও হারামজাদার।"

"দেখি, বিয়ে দিয়ো পরে, জামাটা ত নিতে দাও আগে।" দরজা ঠেলে একটা জামা টেনে নিয়ে গ্রীগর বেরিয়ে যায়।

ডননদীর গতিপথে

কসাকদের শিক্ষা প্রায় শেষ হ'য়ে আসে। শিবির ভাঙতে বেশি দেরি নেই। আইভান টমিলিনের বৌ একদিন দেখা করতে আসে। বাড়ির তৈরি খাবার আনে কত! যাবার সময় গাঁয়ের কসাকরা সবাই দেখা করে তার সঙ্গে। বাড়িতে সবাই খবর পাঠায়। দেখা করতে আসে না কেবল স্টিপেন। আগের দিন থেকে ভোড্‌কা টেনে বেহুঁস হ'য়ে পড়ে আছে সে। বিকালের দিকে টমিলিন এক সময় যায় ওর কাছে।

"একটা কথা ছিল স্টিপেন!" টমিলিন ইতস্তত করতে থাকে।

বেশ ত, বল্।

আমার বৌ এসেছিল দেখা করতে। আজ সকালে চলে গেল।

ও।

"তোমার বৌকে নিয়ে ত আজকাল......" টমিলিন আম্‌তা আম্‌তা করে।

"কেমন?" স্টিপেন ভ্রূকুটি করে।

গ্রীগরের সাথে আজকাল......মানে প্রকাশ্যেই......।

"হুঁ"। কাগজের মত সাদা হ'য়ে যায় স্টিপেনের মুখ। হেঁড়ে গলায় অদ্ভুত একটা শব্দ করে। চোখ দু'টি জ্বলে উঠে নেকড়ের মত। মাটির উপর অস্থিরভাবে পা ঘস্‌তে থাকে সে।

"তোমাকে সাবধান করার জন্য বলা, আশা করি, অন্য-কিছু মনে করবে না।"

স্টিপেন কথা বলে না। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে।

ডননদীর গতিপথে

আর দশ দিন মাত্র দেরি, কসাক যুবকেরা শিক্ষা-শিবির থেকে ফিরে আসবে। স্টিপেনও আসবে। পাগলিনীর মত আঁকড়ে ধরে আক্‌সিনিয়া গ্রীগরকে। তার ক্ষুধিত যৌবন অবুঝ কামনায় গুমরে মরে। বাপকে ফাঁকি দিয়ে গ্রীগরও পালিয়ে আসে রোজ, রাত একটু বেশি হোতেই। বেপরোয়া হ'য়ে উঠে তারা। ভয় নেই লোক-নিন্দার, সমাজের চোখ-রাঙানীর। উন্মত্ত, উদ্দাম তাদের প্রেম। যৌবনের জলস্রোতে ভেসে চলে তারা, বাধা বন্ধনহারা। নিঃশেষে ধরা দেয় আক্‌সিনিয়া অকুণ্ঠ প্রগল্‌ভ সমর্পণে। তারা লজ্জা পায় না, লজ্জা পায় লোকে। গ্রীগরের বন্ধুরা এড়িয়ে চলে তাকে। বাইরে মেয়েরা ঘৃণা করে, অন্তরে করে ঈর্ষা। কবে আসবে স্টিপেন, ভাঙবে এদের তাসের ঘর, এই প্রত্যাশাতেই থাকে তারা।

যদি তারা ছাপিয়ে চল্‌ত একটু, তবে কারও আপত্তি হ'ত না। কোন্ ঘরে নেই এ-সব? কিন্তু এত ঔদ্ধত্য ত কোথাও নেই। এর জাতই যে আলাদা।

আক্‌সিনিয়ার শোয়ার ঘর। প্রশস্ত শুভ্র বিছানা। আক্‌সিনিয়ার নরম বুকে মাথা রেখে চোখ বুজে শুয়ে গ্রীগর। পর-পর কত রাত ঘুমায়নি তারা। থালে পড়া চোখ দুটো টন টন করে ওর। কিন্তু ক্লান্তি নেই আক্‌সিনিয়ার। এক হাতে জড়িয়ে ধরে গ্রীগরকে, অন্ত হাতে গ্রীগরের লম্বা চুলগুলো নিয়ে খেলা করে সে। আঙুল বেয়ে ঝরে মমতা, ঝরে প্রেম, ঝরে আক্‌সিনিয়ার ভীরু অনুভূতির মদির স্পর্শ। সে স্পর্শ পাগল করে, বিহ্বল করে গ্রীগরকে। আক্‌সিনিয়ার নরম গায়ের কোমল মেয়েলি গন্ধ কী ভালই না লাগে ওর। আরও ঘন হ'য়ে মাথা গুঁজে শোয় গ্রীগর।

আক্‌সিনিয়ার -বুক ভেঙে জেগে উঠে দীর্ঘশ্বাস। গ্রীগরের কপালে চুমা খায় সে, দুই চোখের ঠিক মাঝখানটায়।

গ্রীস্‌কা, গ্রীস্‌কা আমার!

কি?

চোখ মেলে চায় গ্রীগর।

আর ন'টা দিন মোটে......।

তাই বা কম কি?

কিন্তু আমার কি হ'বে গ্রীগর?

কি বলব আমি?

দীর্ঘশ্বাসের বাষ্প জমা হ'য়ে উঠে ওর বুকে।

"স্টিপেন আমাকে মেরেই ফেল্‌বে।" কণ্ঠে ওর আধা-সংশয় আধা-নিশ্চয়তার ভাব। গ্রীগর কথা বলে না। চোখ ভেঙে ওর ঘুম আসে। কষ্ট করে চোখ মেলে ও। আক্‌সিনিয়া চেয়ে আছে ওর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে। আয়ত দুটি চোখ, নীল গভীর সে দৃষ্টি।

স্টিপেন ফিরে এলে তুমি ত সরে যাবে? তাকে ভয় পাও তুমি?

আমার কি আছে ভয়ের। তুমি তার বৌ, ভয় তোমারই।

তুমি যতক্ষণ কাছে থাক ভয় করে না, দিনে একা একা কী ভয়ই যে করে আমার!

"স্টিপেনের আসা-না-আসা ত কথা নয়," গ্রীগর মাথা তোলে, "কথা হ'চ্ছে, বাবা আমার বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।" আক্‌সিনিয়া কেঁপে উঠে।

কার সাথে? ঠিক হ'য়েছে কিছু?

ও পাড়ার নাতালিয়ার সাথে……তবে কথাবার্তা ঠিক হয়নি কিছুই।

নাতালিয়া? বেশ সুন্দরী ত! কর'না বিয়ে।

থাম্ নাতালিয়ার রূপের প্রশংসা শুনে কি হ'বে আমার?

গ্রীগর?

"কি, বল্‌বে কিছু?" গ্রীগরের ভারী হাতখানা টেনে নেয় আক্‌সিনিয়া, চেপে ধরে বুকে আর মুখে।

"কেন এমন হোল গ্রীগর?…কি উপায় হবে আমার…স্টিপেন এলে কি বলব আমি!"

কি জবাব দিবে গ্রীগর?

বিষাদ প্রতিমার মত চেয়ে থাকে আক্‌সিনিয়া। ওর ভারি দু'টি ঠোঁট থেকে-থেকে কেঁপে উঠে। হঠাৎ উন্মাদ উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ে আক্‌সিনিয়া, উন্মত্তের মত চুমো খায় গ্রীগরের মুখে চোখে কপালে।

গ্রীস্‌কা…গ্রীস্‌কা আমার…প্রিয়তম! চল, সব ছেড়ে পালিয়ে যাই আমরা, এ গ্রাম ছেড়ে এ দেশ ছেড়ে…চল খনিতে গিয়ে কাজ ক'রে খাব আমরা…তুমি আর আমি, কেউ সেখানে চিন্‌বে না আমাদের।

কী যে বল! কোথায় যাব আমি এ গ্রাম ছেড়ে…ক্ষেত-খামার ছেড়ে…সামনের বছর আমার সেনা-দলে যেতে হবে। তা'ছাড়া কল-কারখানা, শহরের ধুলি-ধোঁয়াতে আমার দম বন্ধ হ'য়ে আসে। একবার যাই আমি স্টেশনে…ওসব জায়গায় মানুষ থাকে কেমন করে? এই নদী, পাহাড়, এই মাঠ ছেড়ে গেলে আমি মরে যাব আক্‌সিনিয়া!

আক্‌সিনিয়া কথা বলে না। বাইরে ঝিল্লি ডাকে। প্রহরের গায়ে প্রহর গড়িয়ে চলে।

ডনদীর গতিপথে

নানা রকম তুক্‌তাক জানে বুড়ি—তেলপড়া, জলপড়া, গাছ-গাছ্‌ড়ার কতরকম যে ওষুধ। চাদর মুড়ি দিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে আক্‌সিনিয়া ঢোকে বুড়ির ঘরে।

"আমাকে বাঁচাও বুড়ি, কতই ত তুমি জান!" চোখের জলে প্রার্থনা জানায় আক্‌সিনিয়া। নিতান্ত নগ্ন মেয়েলী প্রার্থনা। বুড়ি শোনে, কথা বলে না। বুড়ির লোল গালে যেন মাকড়সায় জাল পাতা!

"কার ছেলে?" বুড়ি জিগ্যেস করে।

পেন্টেলিমন মিলিকোভের।

সেই তুর্কী ছোঁড়া?

হ্যাঁ।

"আচ্ছা, কাল খুব ভোরে আসিস্‌, কাল্‌ছে থাকতে। ঠিক হ'য়ে যাবে সব—এক চিম্‌টি নুন আনিস্‌!" সারারাত ঘুমাতে পারে না আক্‌সিনিয়া। আঁধার থাকতেই বুড়ির দরজায় এসে টোকা মারে। আক্‌সিনিয়ার হাত ধরে বুড়ি খাড়া পাড়ি বেয়ে ডন নদীতে নেমে আসে। পুব আকাশের রাঙা আভার দিক চেয়ে বলে, "প্রণাম কর!"

হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে বুড়ি বিড় বিড় ক'রে কি-সব মন্ত্র পড়ে। একবার আক্‌সিনিয়ার দিকে আর একবার চায় আকাশের দিকে।

"হাতের তালুতে একটু জল নে!" আক্‌সিনিয়া তাই করে।

"নুনটুকু গুলে খেয়ে ফেল।" আঙুল দিয়ে আক্‌সিনিয়ার মুখে কয়েক ফোঁটা জল ছিটিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করে।

ছুট্‌তে ছুট্‌তে বাড়ি ফেরে আক্‌সিনিয়া। মিলিকোভ্‌দের গোয়ালে ডেরিয়া তখন গরু ছেড়ে দিচ্ছে।

ডননদীর গতিপথে

"কি গো, ঘুম হ'য়েছে ত রাতে?" ডেরিয়া হাসে, বলে, "কোথায় গিয়েছিলে ভোরে উঠেই?"

"এই গাঁয়ের মধ্যে, কাজ ছিল একটু।"

একটু বেলা হতেই কসাকেরা সব শিবির থেকে ফিরে আসে। ছোট্ট গ্রাম খানা চঞ্চল হ'য়ে উঠে। আগল ঠেলে স্টিপেনও এসে ঘরে ঢোকে। আক্‌সিনিয়ার বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পেটে।

কেমন আছ?

আক্‌সিনিয়া কথা বল্‌তে পারে না। নত মস্তকে পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। স্টিপেনের গা থেকে মানুষ আর ঘোড়ার ঘামের বোঁটকা একটা গন্ধ আসে। এসেই এক পেট খেয়ে নেয় স্টিপেন। থালা বাটিগুলো পরিষ্কার করতে থাকে আক্‌সিনিয়া। স্টিপেন এসে সামনে দাঁড়ায়।

"খুব ত চলছিল......!"

মাথায় প্রচণ্ড একটা ঘুসি খেয়ে ছিট্‌কে পড়ে আক্‌সিনিয়া। দরজার পাশে পড়ে গোঙাতে থাকে। হাতে পায়ে ভর করে উঠতে চায় সে, নাক দিয়ে রক্ত ঝরে। ভীরু আর্ত চোখে চায় স্টিপেনের দিকে। ওকে উঠ্‌তে দেখেই আবার ছুটে যায় স্টিপেন। দৌড়ে পালাতে চায় আক্‌সিনিয়া মিলিকোভ্‌দের উঠানের দিকে। বেড়ার পাশে স্টিপেন ধরে ফেলে ওকে। চুল ধরে হিচ্‌ড়ে আনে। শুরু হয় তাণ্ডব, বীভৎস, করুণ।

হাত-কাটা শালিম যাচ্ছিল ও পথে, বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে একটু মজা দেখে। এমনি একটা যে কিছু হবে গাঁয়ের লোক এই প্রত্যাশাই

করছিল এতদিন। আকৃসিনিয়ার কপালে শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায় দেখ্তে ইচ্ছা করে শালিমের।

ও-বাড়ি থেকে ছুটে আসে গ্রীগর, পিওট্রাও আসে পিছনে। দু'ভাই ঝাঁপিয়ে পড়ে স্টিপেনের উপর।

থাম, থাম, এক্ষুণি পঞ্চায়েৎকে ডেকে আন্‌ব আমি।

ক্রীশ্চিয়োনা এসে ওদের ছাড়িয়ে দেয়। রাগে ফুল্‌তে ফুল্‌তে বেরিয়ে আসে ওরা। পিওট্রার দাঁত ভেঙে রক্ত ঝরে। বুনো শুয়োরের মত গর্জাতে থাকে স্টিপেন।

পাঁচ

মিলিকোভ পরিবার একদিন সাজগোজ ক'রে গাড়ি হাঁকিয়ে করসুনোভদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়। মিরণের মেয়ে নাতালিয়ার সঙ্গে গ্রীগরের সম্বন্ধ করতে চায় তারা। মিরণের অবস্থা গাঁয়ের কসাকদের মধ্যে সব চেয়ে ভাল। মিরণের দিক থেকে কোন আগ্রহ দেখা যায় না। মেয়েও তার কুৎসিত নয়।

"দেখি, মেয়েত আমাদের গলায় ঠেকেনি!" মিলকোভরাই বেহায়ার মত পীড়াপীড়ি করে। গরজ তাদেরই বেশি, বর হিসাবে গ্রীগর ত একেবারে ফেলার নয়। মিলিকোভদেরও হা'ভাতের ঘর নয়। মিরণ সোজাসুজি না বলতে পারে না। মেয়েকে ডাকে একবার দেখাবার জন্য। নাতালিয়া এসে দাঁড়ায়। সলজ্জ হাসিমাখা দুটি ঠোঁট। গ্রীগরও চেয়ে দেখে। উদ্ভিন্ন-যৌবনা, তন্বী, তরুণী। কুমারী মেয়ের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য বাসা বেঁধেছে ওর বুকে। খুশি হয় সে। যাবার সময় নাতালিয়াও একবার গ্রীগরকে দেখে নেয় আড়চোখে।

আক্‌সিনিয়াকে ঘৃণা করে স্টিপেন, অসম্ভব ঘৃণা করে—ঘৃণা ক'রে দুঃখ নিজেও সে কম পায় না। তবু ভালবাসে সে এই কলঙ্কিনী দুশ্চারিণীকে। স্টিপেনের বিজাতীয় ঘৃণা হয়ত ওর ভালবাসারই বিকৃত রূপ।

আক্‌সিনিয়ারও পরিবর্তন কম হয়। আজকাল কথা বলে না সে বিশেষ। চলা-ফেরা করে খুব ভীরু পায়ে, মাটিতে পা পড়ে কি পড়ে না। শশকের মত ভীরু হ'য়ে উঠেছে। আয়ত দুটি চোখ নিষ্প্রভ হ'য়ে উঠছে তার। তবু মাঝে মাঝে বিদ্যুৎশিখার মত জাগে আলোর আভা। স্টিপেন ভাবে গ্রীগর জ্বেলেছে যে আলো একি তারই স্ফুলিঙ্গ!

রাতদিন উঠ্‌তে বস্‌তে আক্‌সিনিয়াকে সে গঞ্জনা দেয়, প্রহার করে যখন-তখন, যেখানে-সেখানে।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে গ্রীগরের সাথে তার সম্পর্কের কথা নিয়ে খুটি-নাটি প্রশ্ন করে। বিছানার একপাশে কাঠ হ'য়ে পড়ে থাকে আক্‌সিনিয়া। কী জবাব দিবে সে! স্টিপেনের হাত-পা সমানে চলে। কিন্তু সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে। স্টিপেনের মত লোকও যেন হাঁপিয়ে পড়ে।

আক্‌সিনিয়ার চোখের কোনে হাত বুলিয়ে সে দেখে, জল বেরিয়েছে কি না। কোথায় জল? জলের বদলে আগুন বের হয় আক্‌সিনিয়ার চোখে-মুখে। কাঁদতে পারলে হয়ত রেহাই পেতো সে।

"বলবিনে?" খেঁকিয়ে উঠে স্টিপেন।

না।

ডননদীর গতিপথে

তোকে খুন করব আমি, হারামজাদী !

তাই কর, খুনই কর, এমনি করে বাঁচার চেয়ে সেও ভাল।

দাঁত কড়্মড়্ করে স্টিপেন। বাঘের মত থাবা বসিয়ে দেয় আকৃসিনিয়ার ঘামে-ভেজা নরম বুকে। ব্যথায় কাৎরে উঠে আকৃসিনিয়া।

"কি, লাগে ?" পাশবিক আনন্দে শ্লেষ করে স্টিপেন।

হ্যাঁ।

"আমার লাগে না ?" এমনি করে রাত কাটে রোজ।

আজকাল গ্রীগরের সাথে দেখা হয় না বড় একটা। সেদিন ঘাটে হঠাৎ দেখা। জল আন্‌তে যাচ্ছিল আকৃসিনিয়া আর গরুকে জল খাইয়ে উঠে আস্‌ছিল গ্রীগর নদীর খাড়া পাড়ি বেয়ে। আকৃসিনিয়ার বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিট্‌তে থাকে।

"আকৃসিনিয়া !" গ্রীগর পাশে এসে দাঁড়ায়। ভীরু হ'য়ে উঠে আকৃসিনিয়া। চোখ তুলে শুধু চায়।

স্টিপেন রাই কাট্‌তে যাচ্ছে কখন ?

এখনি বোধ হয়।

"স্টিপেন চলে গেলে আমাদের সূর্যমুখীর ক্ষেতে যেয়ো একটু।"

গ্রীগর চলে যায় সবল বলিষ্ঠ পদক্ষেপে। ক্ষুধিত চোখে চেয়ে থাকে আকৃসিনিয়া। দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে আসে। কলসি নামিয়ে বসে পড়ে ঘাটের পারে। গ্রীগরের ভেজা পায়ের দাগ তখনো আঁকা মাটিতে। ভীরু চোখে আকৃসিনিয়া তাকায় চারদিকে কোথাও কেউ আছে কি না! তার পর দুই হাতে স্পর্শ করে সেই চরণ-রেখা, ভেঙে পড়ে অবুঝ কান্নায়।

ডনদীর গতিপথে

রাই কাটার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে স্টিপেন বেরিয়ে যায়। সেই সন্ধ্যার সময় ফিরবে সে। পথের বাঁকে স্টিপেনের গাড়ি অদৃশ্য হ'তেই ওড়নাখানা টেনে নিয়ে বেরিয়ে আসে আকৃসিনিয়া। দাওয়ার নীচে নেমেই থমকে দাঁড়ায়, যদি ফিরে আসে? অপেক্ষা করে আর একটু।

"আগল টেনে সূর্যমুখীর ক্ষেতে ঢুকে পড়ে আকৃসিনিয়া। ক্ষেতময় ফুল ফুটেছে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, শুরু হ'য়েছে মধুর গুঞ্জন। ফুলের রেণু লাগে ওর মুখে। আঁচল তুলে বসে পড়ে আকৃসিনিয়া ক্ষেতের ঠিক মাঝখানটিতে। কিন্তু কোথায় গ্রীগর? চুরি-করা প্রত্যেকটি মুহূর্ত ভারি হ'য়ে উঠে সাগ্রহ প্রতীক্ষায়। এমনি করে কাটে আধঘণ্টারও বেশি। আঁচল ঝেড়ে উঠে দাঁড়ায় সে। কি হবে আর বসে থেকে?" আগল ঠেলার ভারি শব্দ হয়।

"আকৃসিনিয়া!"

"এই দিকে," আকৃসিনিয়া ডাকে। "তবু এলে যা হোক!"

দু'হাতে গাছ সরিয়ে ছুটে আসে গ্রীগর। পরস্পরের চোখের মধ্যে চায় ওরা! গ্রীগরের মূক প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না আকৃসিনিয়া, ভেঙে পড়ে অসহ্য কান্নায়।

আমি যে শেষ হ'য়ে গেলাম, গ্রীস্‌কা।

কি করে ও?

"কী করে!" হাস্‌তে চায় কিন্তু বিকৃত হ'য়ে উঠে ওর সমস্ত মুখ। কথা বলে না। একটি একটি করে বুকের বোতামগুলি কেবল খুলে ফেলে। শিউরে উঠে গ্রীগর।

"জাননা তুমি, কেমন করে দিন কাটে আমার······রক্ত চুষে খায় ······তোমার কি, পথের একটা কুকুরের চেয়ে বেশি মূল্য নেই

আমার···পুরুষ মানুষ···তোমার কি······” একটি একটি করে বুকের বোতামগুলিকে সে আটকায় আবার।

“শেষে আমাকেই দোষ দিচ্ছ?” ঘাসের একটা শিষ চিবাতে চিবাতে ওর দিকে চায় গ্রীগর।

“তোমাকে দোষ দেব না?” রুখে উঠে আক্‌সিনিয়া।

এককাঠি বাজেনা কখনো।

আক্‌সিনিয়া স্তব্ধ হ'য়ে যায়। এ অপমানও ছিল কপালে!

চোখ ঢাকে দু'হাতে। আঙুলের ফাঁকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে! চোখের জল সহ্য করতে পারেনা গ্রীগর।

“কাঁদলে আক্‌সিনিয়া?” দু'হাতে ওর হাত ধরে টানে, “তোমাকে ব্যথা দিতে চাইনি আমি—শোন আমার কথা, শোন আক্‌সিনিয়া।”

ছাড়, ভয় নেই তোমার। তোমার কাঁধে বোঝা হ'য়ে চাপ্‌তে আমি আসিনি। স্টেপেনকেই বুঝিয়ে বলব সব। পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব। সে ছাড়া আর আছেই বা কে আমার?

তা' হ'লে এখানেই সব শেষ?

“শেষ!” ভয় পায় আক্‌সিনিয়া।

কি শেষ?

গ্রীগরের চোখের দিকে সে চায়। চোখ ফিরিয়ে নেয় গ্রীগর।

আমারও তাই মনে হয় আক্‌সিনিয়া। যা হ'বার হ'য়ে গেছে। পরস্পরকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই। বাঁচ্‌তে হ'বে আমাদেরও।

অজ্ঞাত ভয়ে পাণ্ডুর হ'য়ে উঠে আক্‌সিনিয়া। ওর চোখের দিকে চাইতে পারে না সে। গভীর ভেজা গলায় গ্রীগর শেষ করে, “এখানেই শেষ হোক সব।”

ডননদীর গতিপথে

"ওঃ ?" এক ঝট্‌কায় উঠে দাঁড়ায় আক্‌সিনিয়া। দরজার দিকে ছুটতে থাকে। ওড়নার আঁচল উড়ে বাতাসে। মরা মানুষের মত ফ্যাকাশে ওর মুখ।

"আক্‌সিনিয়া !" ধরা গলায় গ্রীগর পিছু ডাকে। ছুটে গিয়ে সাম্‌নে দাঁড়ায়। কিন্তু এতো আক্‌সিনিয়া নয় ! অন্য যেন কেউ ! একে কি গ্রীগর দেখেছে কোন দিন ?

রাই কাটা শেষ হ'তে না হ'তেই গম পেকে উঠে ! এবার ফসল হ'য়েছে খুব ! পিওট্রা আর গ্রীগরও খামারে যায়। গম্ভীরভাবে অন্যমনস্কের মত পথ চলে গ্রীগর। ওকে একটু ক্ষেপাতে চায় পিওট্রা।

"সেদিন ও বল্লে কি জানিস্ ?" চোখ মিট মিট করে পিওট্রা।

কি ?

সূর্যমুখীর ক্ষেতে গলা শুনেছে তোদের।

"পিওট্রা, থাম বলছি।" গ্রীগর ধমকে উঠে।

তারপর নাকি বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখেছেও, নিবিড় আলিঙ্গনে প্রেমিক-প্রেমিকা...

পিওট্রা, তুই থাম্‌বি কি না ?

ছোঁড়া ত ভারি ইয়ে···শোনই আগে শেষ পর্যন্ত। আমি ত বুঝতে পারিনি, আমি জিগ্যেস করলেম, 'কারা ?' ও বল্লে, 'কেন, আক্‌সিনিয়া আর তোমার ভাই।'

"ত-বে-রে"। গ্রীগর লাঙলের ডাণ্ডা নিয়ে ছুটে যায়। ভারি কাঠখানা ছুড়ে মারে পিওট্রার গায়ে। মুহূর্তের জন্য পাশ কাটিয়ে বাঁচে পিওট্রা।

হতভাগা, এখনই খুন করছিল।

খুনই তোকে করব আমি।

দুই ভাই হাতাহাতি শুরু করে। হঠাৎ হেসে ফেলে দু'জনেই। খুব একচোট হুকা টেনে ফসল কাট্‌তে শুরু করে।

ক্রিশ্চিওনার বউ যাচ্ছিল ওই পথে। দৌড়ে গিয়ে পড়ে মিলিকোভদের উঠানে, আছাড় খেয়ে। "একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড, ওম্‌মা মাগো, ভাইয়ে ভাইয়েও এমন করে?"

বুড়ো মিলিকোভ দৌড়ে গিয়ে ঘোড়ায় উঠে! তার আগে চালে-ঝুলানো কাচা-চামড়ার চাবুকখানা টেনে নেয়।

বুড়ো বাপ্‌কে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখে দু'ভাই থমকে দাঁড়ায়।

"বাড়িতে কিছু হয়নিত?" গ্রীগর বলে।

"কি জানি!" চিন্তিতভাবে জবাব দেয় পিওট্রা।

দূর থেকেই হুংকার ছাড়ে বুড়ো। কাঁচা চামড়ার চাবুকখানা মাথার উপর ঘুরিয়ে আস্ফালন করে। ঘোড়ার মত ওর নিজের মুখেও ফেনা ওঠে।

"কে কার মাথা ফাটিয়েছে? হারামজাদারা!" দু'ভাই মুহূর্তের মধ্যে গাড়ির আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়।

"সে আবার কি?" ড্যাব-ড্যাবা চোখে চায় গ্রীগর। ঠোঁট দিয়ে গোঁফ কামড়ে ধরে পিওট্রা।

"আমরা ত ফসল কাট্‌ছি, তাই নারে গ্রীগর?"

"তাছাড়া আবার কি? নিজের চোখেই দেখনা তুমি।" কাটা ফসলের আঁটিগুলোর দিকে তাকায় গ্রীগর—তাইত! বুড়ো ধোঁকায় পড়ে। "তবে যে বল্লে? কাটা-মুরগির মত দাপিয়ে পড়ল গিয়ে বাড়ির

ওপর। যাই আগে বাড়ি—হারামজাদী, মাগী, এই চাবুক ভাঙব আমি তার পিঠে।" ক্রোধে লাফাতে থাকে বুড়ো।

বুড়োকে আড়াল করে মুচকে মুচকে হাসে দু'ভাই।

বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে। প্রথামত কয়েকদিন আগে ঘোড়ায় চড়ে ক'নে দেখতে আসে বর। ক'নের বন্ধুরা তাকে ঘিরে আমোদ করে। সন্ধ্যার আগেই বিদায় নেয় গ্রীগর।

চালার পাশে ঘোড়া বাঁধা। নাতালিয়া আসে বিদায় দিতে। সুখে, তৃপ্তিতে, লজ্জায় রাঙা নাতালিয়ার নরম দু'টি গাল, কি সুন্দরই যে দেখায়! বুকের জামার মধ্যে হাত চালিয়ে কি একটা জিনিস বের ক'রে গ্রীগরের হাতে সে গুঁজে দেয়। ওর লাজুক বুকের উষ্ণতা-মাখা নরম একটা জিনিস!

"কি?" গ্রীগর হেসে জিগ্যেস করে।

"বিড়ি রাখার থলি একটা, সেলাই করেছি তোমার জন্যে।" লজ্জায় চোখ নামিয়ে নেয় নাতালিয়া।

হঠাৎ ওকে বুকের মধ্যে টেনে এনে চুমো খেতে যায় গ্রীগর। দু'হাতে বাধা দেয় নাতালিয়া। খোলা জানালার দিকে তাকায় সভয়ে।

ছিঃ, দেখবে কেউ!

দেখলেই বা!

সে আমি পারবনা, ভারি লজ্জা করে আমার।

ঘোড়ায় উঠে গ্রীগর চাবুক কশে। নাতালিয়া একদৃষ্টে চেয়ে থাকে ওর দিকে। গ্রীগরের ঘোড়া বাগানের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

"আরও এগারটা দিন।" মনে মনে হিসাব করে নাতালিয়া।

হাসির সঙ্গে দীর্ঘনিশ্বাসও একটু পড়ে।

সূর্যমুখী ক্ষেতের সেদিনের সেই কথা ভুলতে পারে না আক্সিনিয়া। কেমন যেন দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়। সবই তবে শেষ হয়ে গেছে! রাত্রে ঘুমাতে পারে না সে। নতুন করে জীবন শুরু করতে চায়। স্বামীকে ভালবাসতে চায়, উজাড় করে ঢেলে দিতে চায় সে সব-কিছু। রাত্রে নিদ্রিত স্বামীর মুখের দিকে অপলক চোখে চেয়ে থাকে সে। ধীরে ধীরে ভেসে উঠে গ্রীগরের মুখ। স্বামীর আলিঙ্গনের আড়ালে কামনা করে সে গ্রীগরের স্পর্শ, অথচ তারই বাহুতে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমায় স্টিপেন! আক্সিনিয়া ভাবে, গ্রীগরকে সে জব্দ করবে। প্রতিশোধ নিবে এ অবহেলার! ছিনিয়ে আনবে তাকে নাতালিয়ার বুক থেকে। ভালবাসার কি বোঝে নাতালিয়া—অপূর্ণ কামনার তীব্র দাহন! প্রেমের বন্যায় ভেসে যাওয়ার নরম সুখ' গ্রীগরকে চাই তার, আগের মত করে, পরিপূর্ণ অধিকারের আওতায়।

গ্রীগরের সাথে দেখা হয় মাঝে মাঝে। কিন্তু এখন আর চোখ ফিরিয়ে নেয় না আক্সিনিয়া। চোখে ওর আগুনের ফুল্‌কি! ধীরে ধীরে পাশ কাটিয়ে যায় সে একান্ত শান্তভাবে, লীলায়িত দৃঢ় পদক্ষেপে। কাঙালের মত চেয়ে থাকে গ্রীগর। কত পর হয়ে গেছে সে আজ!

মোখোভ পরিবারের একটা ইতিহাস আছে। কয়েক পুরুষ ধরে কসাকদের দেশে বাস করলেও জাতিতে মোখোভেরা রুশ। সে অনেক দিনের কথা। জার পিটার-দি-গ্রেটের আমলে যে কসাক-বিদ্রোহ হয় তার পরেই কসাকদের উপর নজর রাখার জন্য সরকারী গুপ্তচর হিসাবে মোখোভকে ওখানে পাঠান হয়। ব্যবসার ভড়ং নিয়ে মোখোভ গাঁয়ে এসে বসে।

মাঝে মাঝে শহরে যেত জিনিসপত্র কিনতে ; পুলিসের কাছে রিপোর্টও দিত সেই সময়। পরে অবশ্য ব্যবসাটাই বড় হয়ে উঠে। মোখোভ পরিবারের শাখা-প্রশাখা সমগ্র কসাক প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

মোখোভদের মধ্যে আবার সার্জির অবস্থাই সব চেয়ে ভাল। কাটা-কাপড়ের ব্যবসা করে অগাধ টাকা করেছে সে, ময়দার কল খুলে একটা, মহাজনী কারবারও আছে। বহু টাকা সুদে খাটে। গাঁয়ের প্রত্যেকটি পরিবার মোখোভের কাছে ঋণের দায়ে বাঁধা।

সার্জি মোখভের টাকা থাকলেও সংসারে সুখ নেই। দ্বিতীয় পক্ষের নিঃসন্তান স্ত্রী নিজকে নিয়েই ব্যস্ত। নিজেরও সংসার দেখার সময় নেই। প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়ে দু'টি অবাধ স্বাধীনতায় দুরন্ত হয়ে উঠে।

সুন্দর বাংলো ধরণের বাড়িখানা মোখোভের। আশে-পাশের কয়েক খানা গ্রামের শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের আড্ডা জমে এখানে। অনবরত চা চলে : পাদ্রী, মাস্টার, ছুটিতে বাড়ি এলে কলেজের ছাত্রেরা সবাই এসে আসর জমায়। মাঝে মাঝে ক্যাপ্টেন ইউজিন লিস্টনিস্কিও আসে ঘোড়া ছুটিয়ে। তরুণ যুবক! কয়েকখানা গ্রাম বাদেই তাদের বিশাল জমিদারী। অবসর-প্রাপ্ত বৃদ্ধ জেনারেল লিস্টনিস্কির ছেলে সে।

নদীর ঘাটে হঠাৎ মিট্‌কার সাথে এলিজার দেখা। মিট্‌কা প্রথমে দেখতে পায়নি। ওপার থেকে এসে খুটির সঙ্গে নৌকা বেধেছে কি বাঁধেনি, এমন সময় আর একখানা নৌকা থেকে চিৎকার করে উঠে :

এলিজা, করসুনভ্‌! খুব ফাঁকি দিলে আমাকে?

মিট্‌কা ফিরে দেখে, হাসিমুখে এলিজা!

ফাঁকি দিলেম তোমাকে?

হ্যাঁ, মাছ ধরতে নিয়ে যাবে বলেছিলে, মনে নেই ?

এত দিন সময় পাইনি মোটে, তা এখন চলনা একদিন !

কবে ?

কালই চল।

"আমাকে কিন্তু ডেকে তুলতে হবে। সেই জানালার কথা মনে আছে ত ? শীগ্‌গীরই বোধ হয় শহরে যাচ্ছি, তার আগে একদিন মাছ ধরা চাই-ই আমার। এবারও ত ফাঁকি দেবে না ? তোমাদের বাড়ির বিয়ে মিটল ?" অনেকগুলো কথা এক সঙ্গে বলে এলিজা হাসে আর হাঁপায়। মিট্‌কা তাকিয়ে থাকে ওর বুকের উঠা-নামার দিকে।

তা'হলে কাল যাবে ত ?

হ্যাঁ, নিশ্চয়।

নৌকায় গিয়ে বসে এলিজা। চাকর নৌকা চালিয়ে দেয়। নৌকার দিকে তাকিয়ে থাকে মিট্‌কা। এলিজাও হাসিমুখে রুমাল নেড়ে বিদায় জানায়। চাকর ছোড়ার তর সয়না, নৌকা একটু দূরে যেতেই মিট্‌কার কানে আসে, সে জিগ্যেস করছে :

ও ছোড়া কে ?

আমার চেনা।

আর কিছু নয়ত ?

এলিজা কি জবাব দেয় শুনতে পায় না মিট্‌কা। কিন্তু চাকর ছোড়াকে হাসতে হাসতে নৌকার উপর গড়িয়ে পড়তে দেখে।

মাছ ধরবার শখ মিট্‌কার বড় একটা নেই। আজ কিন্তু মহা উৎসাহে ছিপ-সুতো সব ঠিক করে। কিন্তু শেষরাতে উঠা নিয়েইত মুস্কিল !

"ঠাকুর্দা !" ঠাকুর্দার ঘরের চৌকাঠে ঠেস দিয়ে মিট্‌কা ডাকে।

উদনদীর গতিপথে

"কি ?" চশমার ফাঁকে বুড়ো তাকায়।

ভোরে মুরগি ডেকে উঠার সাথে সাথেই আমাকে ডেকে দিয়োতো!

অত ভোরে কোথায় যাওয়া হবে শুনি ?

মাছ ধরতে।

মাছের উপর বুড়োর খুব লোভ, তবুও মুখে সে কথা প্রকাশ না ক'রে ধমকই দেয়। "এখন কাজ-কামের সময়, মাছ ধ'রে বেড়ালেই চল্‌বে ?"

মিট্‌কাও শয়তান কম নয়! "আমি মনে করেছিলেম তোমার জন্যে একটা···তা···তবে থাক্—নাই গেলাম।" ঘর থেকে ও বেরিয়ে আসার উপক্রম করে।

মনে মনে বুড়ো ভয় পায়। "দাঁড়া—তা—যা, আচ্ছা তোর বাপকে আমি বলে দেবখ'ন।"

শেষ রাত্রে এক হাতে লাঠি অন্য হাতে পা-জামার কান ধরে টান্‌তে টান্‌তে বুড়ো এসে নাতির ঘুম ভাঙায়।

মোখোভের বাড়ির দিকে দৌড়ায় মিট্‌কা। বাগানের দরজা খুলে বারান্দার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ভিতর থেকে মেয়ে মানুষের গায়ের উষ্ণ গন্ধ ভেসে আসে, তার সঙ্গে জড়ান নাম-না-জানা বিদেশী অঙ্গরাগের সৌরভ।

জোরে ডাকা হয়নিত ? বুক কাঁপে মিট্‌কার। জানালা ভুল হয়নিত ? যদি স্বয়ং সার্জি মোখোভের ঘর হয়! নিশ্চয় তা' হ'লে বন্দুক বের করবে সে!

"এলিজা, মাছ ধরতে যাবে না ?" সাহস করে মিট্‌কা আবার ডাকে। মনে মনে ভাবে জানালা যদি ভুল হয়ে থাকে তবে মাছ-ধরা বের হবে এখনি!

"কই উঠলে না ?" একটু বিরক্তই হয়, আধ-খোলা জানালার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে সে ডাকে।

উননদীর গতিপথে

"কে ?" চম্‌কে উঠে এলিজা।

আমি, করস্নুনভ। মাছ ধরতে যাবে না ?

ওঃ, এক মিনিট !

জামা-কাপড়ের খস্ খস্ শব্দ হয় ঘরের মধ্যে। মাথায় একখানা রুমাল জড়িয়ে হাসিমুখে এলিজা জানালায় দাঁড়ায়।

"আমার হাত ধর, এই পথেই বেরিয়ে আসতে হবে।"

পরস্পরের চোখের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে হাসে ওরা।

নদীর পারে এসে দেখে রাতারাতি জল বেড়েছে অনেক। সন্ধ্যেবেলা পারে বাঁধা ছিল নৌকা। কিন্তু সেখানে এখন হাঁটু জল।

"জুতো খুলতে হবে দেখছি।" কাজটা এলিজার পক্ষে সুখের নয়।

আমি পার করে দিচ্ছি।

না। তার চেয়ে আমি জুতোই খুলি।

আমি বরং খুশিই হব···।

"না।" বিব্রত বোধ করে এলিজা।

মিট্‌কা বৃথা তর্ক করে না, দু'হাতে তুলে নেয় ওকে। বাধ্য হয়ে এলিজা মিট্‌কার গলা জড়িয়ে ধরে।

হঠাৎ একখানা ডুবো পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নেয় মিট্‌কা ! ভয় পেয়ে আরও জোরে এলিজা আকড়ে ধরে মিটকার গলা। মিটকার মুখের সঙ্গে মুখ ওর লেগে যায়। ভীষণ অপ্রস্তুত হয় এলিজা, চুরি ক'রে হাসেও একটু।

গোটা ন'য়েকের সময় ফিরে আসে তারা। তখন বাতাস উঠেছে খুব। কূলে শুভ্র ফেনার রেখা, নদীর বুকে লক্ষ লক্ষ ঢেউ খিল্‌খিল্ করে হাসে। সূর্যের কিরণে কি সুন্দরই না দেখায় !

মেয়েদের জিভের রসাল খোরাক জুটে। ঘাটে-মাঠে একই আলোচনা—মিটকা আর এলিজা। চোখ টেপাটেপি করে মেয়েরা।

মা নেই ছুঁড়ীর, বুঝলে কিনা!

বাপ বিষয়-কর্ম নিয়েই আছে। ঘরে সৎমা, তার বালাইও ভারি!

দারোয়ান ত দেখেই, প্রথমে সে মনে করে চোর। চুপিচুপি এগিয়ে যেতেই দেখে মি ক

আজকালকার মেয়েরা সব কিযে হচ্ছে! কোন ভাষ্যি নেই এদের।

মাইকেলকে নাকি মিট্‌কা বলে, এলিজাকে সে বিয়ে করবে।

দোষ ওই ছোঁড়াটারই।

আর বাপু, এক কাঠি বাজেনা কখন।

এমনি সব আলোচনা হয়।

কথাটা শেষ পর্যন্ত সার্জি মোখোভের কানেও উঠে। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে তার। গুম্ হয়ে বসে থাকে দু'দিন। দোকানে যায়না, কারখানায় যায়না। তিন দিনের দিন মেয়েকে মস্কোতে নিয়ে গিয়ে স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে আসে। গাড়িতে উঠে ম্লান হাসি হেসে মা আর ভাইয়ের কাছে বিদায় নেয় এলিজা।

মোট তিন চার দিনের বেশি এলিজার সাথে মিট্‌কার দেখা হয় নি। এর মধ্যেই সে একদিন বিয়ের প্রস্তাবও করে।

"পাগল নাকি?" হেসে নাকি উড়িয়ে দেয় এলিজা।

অনেক ইতস্তত করে একদিন বাপকে গিয়ে বলে মিট্‌কা, "বাবা, আমি বিয়ে কর্‌তে চাই।"

"হঠাৎ?" মিরণ হাসে।

সত্যি, ঠাট্টা নয়।

"একেবারে তর সয়না যে, কাকে? মার্থা পাগলীকে নাকি? বাপ ঠাট্টা করে।

সার্জি মোখোভের বাড়ি ঘটক পাঠাও।

তোর মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?

মিরণ অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে। মিট্‌কা গোঁ ছাড়ে না। "জানিস, মোখোভ লক্ষপতি?"

"আমরাই বা কোন্ পথের ভিখারী! বার জোড়া বলদ আমাদের, খামার, বাগান। তাছাড়া, আজ টাকা হলে কি হয়, আসলেত ওরা চাষী, আমরা কসাক।"

"দূর হ, সামনে থেকে, নইলে এই চাবুক তোর পিঠে ভাঙব আমি।" বাপ ধমকে উঠে।

শেষপর্যন্ত ঠাকুর্দাকে গিয়ে ধরে মিট্‌কা। বৃদ্ধ রাজি হয়। নাতির জন্ম উকালতিও করে ছেলের কাছে।

মিট্‌কার কথা ছেড়ে দাও, কিন্তু তুমিও যে দেখি ছেলেমানুষের বাড়া হ'লে!

চুপ কর!

রুখে উঠে বৃদ্ধ। "ওদের চেয়ে খাটো আমরা কিসে? আমরা চাষী নই, জোতদার। কসাকের ছেলের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দেওয়া ত ওর ভাগ্যির কথা! কারখানাটা যৌতুক দিক বিয়েতে।"

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে মিরণ। এদের সবাই কাণ্ডজ্ঞান হারাল নাকি?

বাপকে মিট্‌কা চেনে। তাকে যে কোন মতেই রাজি করানো যাবে না তাও সে বোঝে।

নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই কর্তে হবে। শিষ্ দিয়ে একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে সে মোখোভের বাড়ির দিকে চলে। বাগান পার হয়ে বারান্দায় উঠ্তেই তার আদ্দেক উৎসাহ নিভে যায়।

"কর্তা আছেন?" পরিচারিকাকে জিগ্যেস করে।

"চা খাচ্ছেন, দেরি হবে।" মিট্কা অপেক্ষা করে।

মোখোভের খাস কামরায় তার মুখোমুখি বসে মিট্কা আবিষ্কার করে, যে-সাহস নিয়ে সে ঢুকে তার বিন্দুমাত্রও আর অবশিষ্ট নেই।

"কি চাই?" বুকের মধ্যে কেঁপে উঠে মিট্কার।

"একটা কথা জানতে এসেছি..." আমতা আমতা করে মিট্কা। "আমি এলিজাকে···মানে···বিয়ে কর্তে চাই। আশাকরি আপনার অমত হবে না···।" ক্রোধ, ভয়, হতাশার ছাপ এক সঙ্গে ফুটে উঠে মিট্কার মুখে।

ভ্রূ-কুচ্কে সার্জি মোখোভ টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে। "কি কি বল্লি, হারামজাদা বদমায়েস, বেরো এখান থেকে...এত বড় স্পর্ধা তোর···।"

মোখোভকে রুখে উঠ্তে দেখে মিট্কার হৃত সাহস ফিরে আসে।

এতে অপমান মনে করবার কারণ নেই। আমার দিক থেকে একবার বলা কর্তব্য বলেই আমি বল্তে এসেছি।

বিষের হাসি হাসে মিট্কা। ভাটার মত দুটো চোক জ্বলে উঠে মোখোভের। রাগে কাঁপতে কাঁপতে ছাইদানিটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারে। হাঁটুতে ভীষণ চোট লাগে। ভ্রূক্ষেপ করে না মিট্কা, দরজা খুলে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে, "তবে তাই হোক!"

এর পরে ও মেয়েকে কেউ বিয়ে করবে ত? ওর লজ্জা এক আমিই আড়াল করতে পারতাম। চাটা হাড় কুকুরেও ছোঁয়না।

এতবড় মুখ!

যমের মত রুখে আসে মোথোভ। ফটকের দিকে ছুটে পালায় মিট্‌কা! বারান্দায় দাঁড়িয়ে হুংকার ছাড়ে মোথোভ। মুহূর্তের মধ্যে চারটে বাঘা কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়ে মিট্‌কাব উপর। মিট্‌কার সর্বাঙ্গে রক্ত ঝরে। টল্‌তে টল্‌তে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। পথের লোকেরা বহু কষ্টে ওকে রক্ষা করে।

সাত

বুড়োবুড়ি নতুন বৌ বলতে অজ্ঞান। বড়বৌ ডেরিয়া প্রথম থেকেই শাশুড়ীর চক্ষুশূল। নাতালিয়ার আদরও তাই বেশি। কাজে-কর্মে নাতালিয়াও আটপিটে।

এত ভোরেই উঠলে কেন মা?

নাতালিয়া সকালে উঠ্‌লেই শাশুড়ী সস্নেহে অনুযোগ করে।

ছোট বৌকে বেশ খাটিয়োনা।

বুড়ো শ্বশুরও মাঝে মাঝে গিন্নিকে পরামর্শ দেয়।

সবাই খুশি। কিন্তু সুখী হয় না গ্রীগর। যত দিন যায় ততই সে অনুভব করে, নাতালিয়া আক্‌সিনিয়া নয়। আক্‌সিনিয়াকে ভোলাও অত সহজ নয়। সমস্ত মন হাহাকার করে তার। বুকের মধ্যে মোচড়াতে থাকে।

ডননদীর গতিপথে

বিয়ের আগে পিওট্রাই একদিন জিগ্যেস করে, "গ্রীস্‌কা, আক্‌সিনিয়ার কি করবি ?"

আমি কি করতে পারি ?

পারবি এম্‌নি করে ঠেলে ফেল্‌তে ?

আমি ঠেলে ফেল্‌লেও তাকে বুকে টেনে নেবার লোকের অভাব হবে না।

আক্‌সিনিয়াকে ভুলতেই হবে সংকল্প করে গ্রীগর। নাতালিয়াকে বেশি করে টেনে আনে বুকের মধ্যে। বিব্রতভাবে আত্মসমর্পণ করে নাতালিয়া। কিন্তু সে মদিরতা কৈ, কৈ সে উচ্ছ্বাস! আক্‌সিনিয়ার কম্পিত উষ্ণ চুম্বন!

পথে একদিন দেখা আক্‌সিনিয়ার সাথে।

এই যে গ্রীস্‌কা, কেমন আছ। বৌএর সঙ্গে ভাব হয়েছে ত ?

"আছি এক রকম।" তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে পালায় গ্রীগর। আক্‌সিনিয়ার দৃষ্টি সহ্য করতে পারেনা সে।

স্টিপেন-আক্‌সিনিয়ার জীবন আবার সহজ হয়ে আসে। তাড়ি-খানায় আজকাল আর বড় একটা যায় না সে। আক্‌সিনিয়াকে সাথে করে উঠানে বসে গম মাড়াই করে।

"এসনা, একটা গান গাই", স্টিপেন বলে। কতকাল যে একসঙ্গে গান করেনি তারা!

খড়ের গাদায় মাথা হেলিয়ে হাসে আক্‌সিনিয়া। স্টিপেন গান ধরে। ভাটিয়ালীর সুরে সুর মিলায় আক্‌সিনিয়া।

ঘরে বসে গ্রীগরও শোনে গান। চঞ্চল হয়ে উঠে। জানালার কাছে

এসে দাঁড়ায়। কি মিষ্টি ওর গলা! তবুও গ্রীগরের দুই কানে কে যেন গরম সীসা ঢেলে দেয়। আগের মতই সুন্দর আক্‌সিনিয়া, দুঃখ, বিরহ অতৃপ্তির ছাপ যেন নেই কোথাও!

গান শেষ হয়। আক্‌সিনিয়ার দিকে চেয়ে থাকে স্টিপেন। কি যেন একটা ঠাট্টা করে। আক্‌সিনিয়াও জবাব দেয়। হাসির ছোঁয়াচ লাগে ওরও চোখে। রাঙা হয়ে ওঠে সুন্দর মুখ। পরিশ্রমে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয় কপালে। রঙিণ আসমানী শাড়ির আচল দিয়ে মুখ মোছে আক্‌সিনিয়া, তেমনি লীলায়িত ওর ভঙ্গি। গ্রীগর চেয়ে থাকে ক্ষুধিত দৃষ্টিতে।

ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় নাতালিয়া।...তাহলে লোকে যা বলে সেত মিথ্যা নয়! কাগজের মত সাদা হয়ে উঠে মুখ। গোয়াল ঘরের পাশ থেকে পিওট্রাও দেখে সব। ম্লান হাসি হাসে সে।

কসাক পাড়ায় ফসল মাড়াই হয়। মোখোভের ময়দার কলে ধুঁয়ো উঠে রোজ। নাতালিয়ার বুড়ো ঠাকুর্দা নড়া-দাঁতের ব্যথায় ঘুমোতে পারে না রাতে। লজ্জায় অপমানে হাত কামড়ায় মোখোভ, গ্রীগরের দিকে চেয়ে মনে মনে ছুরি শানায় নীরব স্টিপেন, নীরব অশ্রুতে বালিশ ভেজে নাতালিয়ার, গ্রীগরের ভাঙা বুকে রক্ত ঝরে, নিদ্রিত স্বামীর দিকে চেয়ে উদাস হ'য়ে উঠে আক্‌সিনিয়া, ময়দার কলের বরখাস্ত শ্রমিক ডেভিডের ঘুম হয়না রাতে, সান্ত্বনা দেয় ভ্যালেট—আর বেশি দিন নাইরে ভাই! পাঁচ সালের গুতোতেও হুঁশ হলনা শালাদের। আবার আসবে বন্যা।...

ডননদীর গতিপথে

সেদিন ছিল রবিবার। ফিওডোট যায় শহরে। চার জোড়া হাঁস বিক্রি ক'রে বৌয়ের জন্য ছাপান ওড়না কিনে বাড়ি ফিরবে, এমন সময় এক আগন্তুক এসে দাঁড়ায় তার গাড়ির পাশে।

নমস্কার।

"নমস্কার!" ফিওডোট জিগ্যাসুভাবে চায়।

নিবাস কোথায়?

এদিকেরই এক গ্রামে।

কোন্ গ্রামে?

টাটারাস্ক।

"কি রকম গ্রাম, বেশ বড়-সড়?" রূপার কৌটা খুলে ফিওডোটকে একটা সিগারেট দিতে দিতে সে জিগ্যেস করে।

এই মোটামুটি শ'তিনেক ঘরের বসতি।

কামার আছে তোমাদের গ্রামে?

"হাঁ।" ফিওডোট ঘোড়ার মুখে লাগাম লাগাতে লাগাতে জিগ্যেস করে, "কেন, এসব খবরে তোমার কি হবে?"

তোমাদের গ্রামেই আমি যেতে চাই। এইমাত্র আমি জেলা-পঞ্চায়েতের কাছ থেকে আসছি। তোমার গাড়ি ত খালিই যাচ্ছে, আমাকে যদি নিয়ে যেতে, জিনিস-পত্র বেশি নেই—আমার স্ত্রী আর গোটা দুই তোরঙ্।

"তা চল।" ফিওডোট রাজি হয়। আর একটা সিগারেট নিয়ে টানতে টানতে ফিওডোট গাড়ি হাঁকায়।

কোন্ গ্রাম থেকে আসছ তুমি?

রস্টোভ।

সেখানেই বাড়ি ?

হ্যাঁ।

গাড়ি চালাতে চালাতেই ফিওডোট আগন্তুকের দিকে বারে বারে তাকায়।

আমাদের গ্রামে যাচ্ছ কেন ?

আমি সব-রকম মিস্ত্রির কাজ করি! একটা কারখানা খুলব মনে করছি। 'সিঙ্গার মেশিন কোম্পানী'র এজেন্টের কাজও করি আমি।

"তোমার নাম ?"

স্টকম্যান।

ওঃ! তুমি তবে রাশিয়ান নও ?

হাঁ, রাশিয়ানই। তবে আমার ঠাকুর্দা ছিলেন জার্মাণ।

"তোমাদের ওদিকে লোকের অবস্থা কেমন ?" স্টকম্যান জিগ্যেস করে।

মন্দ নয়, খাবাব আছে সবার ঘরেই।

তাহলে কসাকেরা মোটামুটি সুখেই আছে ?

এই সুখে-দুঃখে চলছে এক রকম, সবাই কি আর সুখে আছে!

"তাতো বটেই, তাতো বটেই," আগন্তুক সায় দেয়, "তবে বছর বছর শিক্ষা-শিবিরে যাওয়াটাই যা উৎপাত, কি বল ?"

ও আমাদের গা-সয়া হয়ে গেছে।

কিন্তু অফিসারগুলো ত বড় বদ ?

"ও শালাদের কথা আর ব'লনা ?" ফিওডোট উত্তেজিত হ'য়ে উঠে—

"ও শালারা মানুষ নাকি ? এই দেখনা, গেল বছর বলদ-জোড়া বিক্রী ক'রে ঘোড়া কিনি আমি। সেই ঘোড়া শালারা বাতিল ক'রে দিল। বলে কিনা, পায়ে খুঁৎ আছে!"

ডননদীর গতিপথে

"বাতিল করে দিল, বল কি ?" অবাক হয় স্টকম্যান।

দিল ক'রে, আর বলব কি ! পা আবার ভাল না, সব শালাদের শয়তানি।

"এই দেখ না"—মুখ খুলে গেছে ফিওডোটের, "এবার জমি বিলি নিয়ে কি অনাচারটাই না করলে পঞ্চায়েৎ। বড় লোকের অনাচার, এর ত আর বিচার নেই !"

বিড়ি টান্তে টান্তে শুনে স্টকম্যান। কপালে নানারকম রেখা ফুটে উঠে। নিঃশব্দে হাসেও একটু।

ফিওডোটই সন্ধান দেয়। বিধবা লুকেস্কার বাড়িতে স্টকম্যান আর তার স্ত্রী দুখানা ঘর ভাড়া নেয়।

নাতালিয়াকে নিয়ে গ্রীগর যায় খামারে চাষ দিতে। পেন্টিলিমনের অসুখ। নাতালিয়ার গায়ে ওড়না জড়িয়ে দিতে দিতে শাশুড়ী সস্নেহে বলেন—"বেশি দেরি কোরনা মা, শীগ্‌গীরই ফিরে এসো।" ডুনিয়া যাচ্ছিল নদীতে, একগাদা ভেজা কাপড় নিয়ে কাচতে। নাতালিয়াকে যেতে দেখে চিৎকার করে উঠে, "বৌদি, অনেক ভুঁইচাপা ফুটেছে রে মাঠে, নিয়ে আসিস না ভাই, চারটে"

গ্রীগর-নাতালিয়া রওয়ানা হবার পর ডেরিয়াকে নিয়ে পিওট্রা যায় মোখোভের কলে গম ভাঙাতে।

পিওট্রা গিয়ে দেখে কলের দরজায় বহু গাড়ি আগেই এসে জমা হয়েছে। ডেরিয়া গাড়িতেই বসে থাকে। পিওট্রা ভিড় ঠেলে মাপ-ঘরের দিকে অগ্রসর হয়।

কতজনের পরে আমার পালা ভাই ?

ডনদীর গতিপথে

"সাইত্রিশ জনের পর।" দাড়ি-পাল্লার কাঁটার দিকে চেয়েই ভ্যালেট জবাব দেয়।

পিওট্রা গাড়ির দিকে ফিরে আসে। পিছনে একটা বচসা শুরু হয়।

"পথ ছাড়, ব্যাটা হোকোল, (ইউক্রেইনের লোকদের হোকোল বলে।) দেবো একটা লাগিয়ে।" ইয়াকুভের গলা শোনে পিওট্রা।

চেঁচামেচি, ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হয়। ঘুষি খেয়ে টল্‌তে টলতে এক বৃদ্ধ ইউক্রেনিয়ান মাপ-ঘরের বাইরে আসে।

"মিথর, মিথর!" সাহায্যের জন্য লোকটা চিৎকার করে।

"কোন্ শালা, ঘাড় ছিড়ে ফেলবো তার।" ইউক্রেনিয়ানরা জোট বাঁধে। রুখে বাইরে আসে ইয়াকুভ, জামার আস্তিন গুটাতে গুটাতে। পাষাণের মত শরীর। একজন ইউক্রেনিয়ান পেছন থেকে আক্রমণ করে ওকে।

"ভাই সব! কসাকের গায়ে হাত দিচ্ছে শালারা!" ইয়াকুভ সাহায্যের জন্যে চিৎকার করে। চারদিক থেকে কসাক আর ইউক্রেনিয়ানরা ছুটে আসে। ভীষণ দাঙ্গা শুরু হয়। পাখির ভাঙা ডানার মত ইয়াকুভের জামা ছিড়ে ঝুলমুল করে পিঠে। ছুটে গিয়ে একখানা গাড়ির ডাণ্ডা খুলে নেয় সে। গোলমাল শুনে শালিমরা তিন ভাই ছুটে আসে।

গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে ভয়ে ডেরিয়া চিৎকার করে আর হাত কচলায়। কলের মালিক সার্জি মোখোভ বিশাল ভুঁড়ি নিয়ে নড়তে পারে না। একবার উঁকি মেরেই সট্‌কে পড়ে। হাতকাটা শালিম ঘোড়ার লাগামে পা বেঁধে আছাড় খেয়ে পড়ে। মার্টিনের পা-জামার দড়ি ছিড়ে যায়। পিছন থেকে মিটকা করসুনভের মাথায় ডাণ্ডা মারে এক ইউক্রেনিয়ান, হাতকাটা শালিমের ডান হাতের এক ঘুষিতে কাত হয়ে পড়ে সে

লোকটাও। কোন মতে জনতার বাইরে এসে একখানা গাড়ির আড়ালে বসে রক্তবমি করে পিওট্রা। ভয়ে :কাঠ হয়ে যায় ডেরিয়া। রুদ্ধনিঃশ্বাসে দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে স্বামীকে। দলে দলে কসাকেরা দৌড়ে আসে গ্রাম থেকে, লাঠিসোটা হাতিয়ার নিয়ে। দরজার সামনে এক ইউক্রেনিয়ান ছোকরা ঢলে পড়ে। চারদিকে রক্ত-নদী।· বড় বড় চুলগুলো ওর মুখের ওপর এসে পড়েছে। কসাকরা দলে ভারি। ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে ইউক্রেনিয়ানদের তারা বয়লারের ঘরে নিয়ে গিয়ে কোন-ঠ্যাসা ক'রে ফেলে। একজন বৃদ্ধ ইউক্রেনিয়ান জ্বলন্ত একখানা বাঁশ তুলে নিয়ে মাথার ওপর ঘুরাতে থাকে।

"আগুন দেব, সব পুড়িয়ে দেব, ছারখার করে দেব।" বাঁশের মাথার আগুনের মত বুড়োর চোখ দুটোও জ্বলতে থাকে।

সর্বনাশ! থমকে দাঁড়ায় কসাকেরা। চৈত্রমাসের খরা, চারদিকে বস্তাবন্দি গমের পাহাড়। একটি স্ফুলিঙ্গ যদি পরে কোথাও, সমস্ত গ্রাম ছারখার হয়ে যাবে!

"পালা, পালা, শালারা। নইলে দিলেম আগুন, দিলেম সব পুড়িয়ে ছাই করে!" জ্বলন্ত বাঁশখানা ঘুবাতে ঘুবাতেবুড়ো ইউক্রেনিয়ান এগিয়ে আসে।

কসাকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটতে থাকে। যাকে নয়ে এত গোলমাল সেই ইয়াকুভই আগে সট্‌কে পড়ে। এই অবসরে গাড়িতে উঠে ইউক্রেনিয়ানরা ঘোড়ার পিঠে চাবুক কশে।

"পালালবে পালালো শালারা, ধর, ধর।" হাতকাটা-শালিম চিৎকার ক'রে উঠে।

"ধর, ধর।" মিট্‌কা করস্নুনভ এক লাফে ঘোড়ায় উঠে।

"থাম, থাম।" কাল টুপি তুলে অপরিচিত একজন লোক চিৎকার করে উঠে।

"কে হে তুমি ?" ইয়াকুভ রুখে উঠে।

"আকাশ থেকে পড়লে নাকি !" আর একজন টিপ্পনি কাটে।

"ভাই সব, থাম, থাম।" লোকটা চিৎকার করতে থাকে।

"দেব নাকি শালাকে একটা লাগিয়ে।" ইয়াকুভ বলে।

"লাগা শালার নাকের ওপর।" পিছন থেকে একজন উৎসাহ দেয়। লোকটার ভয় নেই, তবু হেসে পথরোধ করে দাঁড়ায়। বাধ্য হয়ে থামতে হয় কসাকদের।

"ব্যাপার কি ?" দরজার কাছে চাপ চাপ জমাট রক্তের দিকে চেয়ে আগন্তুক জিগ্যেস করে।

"হোকোল শালাদের দেখিয়ে দিলাম একহাত।" হাত-কাটা শালিম শান্তভাবেই বলে।

রগচটা, গোঁয়ার শালারা, দুপুর পর্যন্ত পড়ে পড়ে ঘুমাবে আর পিছে এসে ঠেলাঠেলি করবে !

দাঙ্গার কারণ কিন্তু ভাল করে কেউই জানে না।

"তুমি কেহে ?" একজন জিগ্যেস করে আগন্তুককে।

তোমারই দেশ-ভাই।

আমরা কসাক—কিন্তু তুমি ত ভবঘুরে।

তা হোক, আমার আর তোমার শরীরে একই রক্ত। তুমিও রাশিয়ান, আমিও রাশিয়ান।

কসাক কসাক, কসাক রাশিয়ান নয়।

বেটা আমাদের রুশ চাষী বানাতে চায়রে।

"ও কেরে ?" আর একজন জিগ্যেস করে।

ওইত, ট্যারা লুকিস্‌কার ঘর ভাড়া নিয়েছে যে মিস্ত্রিটা।

সে রাত্রে আর বাড়ি ফেরা হয় না। খামারেই রাত কাটায় তারা। রাত্রে নাতালিয়ার কাছে ঘন হয়ে বসে গ্রীগর।

"একটা কথা বলতে চাই নাতালি, রাগ করবে না ত!" বরফের মত ঠাণ্ডা ওর গলা। "এমনি করে আর কতদিন চলবে ? আমায় মাফ কোরো নাতালিয়া, তোমাকে বিয়ে করে দুঃখই শুধু দিলাম। চাঁদের মত সুন্দর তুমি, কিন্তু চাঁদের মতই ঠাণ্ডা।

নাতালিয়া কথা বলে না। সমস্ত শরীর ওর কাঠ হয়ে যায়। নিঃশব্দে শুয়ে থাকে, উদাস গভীর চোখে।

কসাক-হোকোল দাঙ্গা নতুন নয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য এদের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের বীজ বপন করা হয় তার ফল ফলতেও অবশ্য দেরি হয়নি। পরস্পরকে অসম্ভব ঘৃণা করে এরা। হোকোল হোকোল এবং কসাক কসাক বলেই এদের মধ্যে দাঙ্গা বাধে। বাগে পেলে হোকোলরা পিটায় কসাককে, কসাকরাও ছেড়ে কথা কয়না।

ময়দার কলে দাঙ্গার কয়েকদিন পরে শহর থেকে দারোগা আর গোয়েন্দা পুলিস আসে। প্রথম জবানবন্দী নেওয়া হয় স্টকম্যানের।

এখানে আসার আগে কোথায় ছিলে তুমি ?

রস্টোভে।

১৯০৭ সালে তোমার জেল হয়েছিল কেন ?

ধর্মঘটের জন্য।

হুম, তখন কোথায় কাজ করতে তুমি ?

রেলের কারখানায়।

তুমি ইহুদি···না ইহুদি-খৃস্টান ?

না, আমার মনে হয়...

কি তোমার মনে হয় তা আমি শুনতে বসিনি—তুমি নির্বাসনে ছিলে ?

হাঁ।

গোয়েন্দা ভ্রূকুটি করে।

এ জেলা ছেড়ে তোমাকে চলে যেতে হবে।

কারণ ?

দাঙ্গার দিন তুমি কসাকদের কি বলেছিলে ? দেখি, যাও কিনা তুমি !

আচ্ছা।

স্টকম্যান মোখোভের বারান্দায় বেরিয়ে আসে। ঘরের দিকে ফিরে একবার চায়। ঠোঁটের কোনে মৃদু হাসি।

দারোগা, পুলিস, সরকারী কর্মচারী যেখান থেকেই যে আসুক মোখোভের বাংলোতেই তারা আস্তানা গাড়ে।

আট

পঞ্চায়েতের বৈঠক থেকে ফিরে পেন্টিলিমন সোজা স্ত্রীর ঘরে যায়। কয়েকদিন থেকে ইলিনিচ্‌নার অসুখ।

"কেমন আছ এখন ?" স্বামী জিগ্যেস করে।

ডননদীর গতিপথে

"কাঠ কাটার কি ঠিক হল?" সেলাইয়ের কাঁটাগুলো বালিশের পাশে রাখতে রাখতে ইলিনিচ্না জিগ্যেস করে।

বৃহস্পতি বারেই দিন ঠিক হল।...তুমি কেমন? একটু উপশম মনে হচ্ছে?

বুঝিনা, ব্যথাটা তেমনই আছে।

বারে বারে বল্লেম তোমাকে, জলে ভিজোনা.. তা, কথাত কানে যাবে না। বাড়িতে আর লোক নেই নাকি? নাতালিয়া কেমন?

হঠাৎ সে জিগ্যেস করে।

"কি যে করব বুঝতে পাবি না।" ক্ষীণ কণ্ঠে বৃদ্ধা জবাব দেয়। "কালও দেখি কাঁদছে। বাগানের দরজা খোলা দেখে গেলাম, দেখি লাউ মাচাটার পাশে দাঁড়িয়ে ছোট বৌ। কি হয়েছে জিগ্যেস করি, বল্লে, 'মাথা ধরেছে।' কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে।"

"হয়ত অসুখই কিছু করেছে।" পেন্টিলিমন বলে।

তাত মনে হয় না, হয় কেউ কিছু বলেছে, না হয় গ্রীস্কাই ·

ওকি কিছু শুনেছে নাকি?

তাই-বা কেমন করে হবে···? কি যে করি।

আরও কিছুক্ষণ স্ত্রীর পাশে বসে থেকে পেন্টিলিমন বাইরে যায়। ঘরে বসে গ্রীগর বড়্শি সাফ্ করে, পাশে বসে নাতালিয়া বড়শিগুলিতে চর্বি মাথায়, দরজার কাছে একটু দাঁড়ায় পেণ্টিলিমন। কি রোগা হয়ে গেছে বৌটা! মুখে-চোখে দুঃখের করুণ ছাপ! মেয়েটাকে মেরেই ফেলবে হারামজাদা!

"ফেলে রাখ্ ও-সব।" হঠাৎ রেগে চিৎকার করে উঠে পেণ্টিলিমন।

"বড়শি ধার দিচ্ছি।" গ্রীগর অবাক হয়ে বাপের দিকে চায়।

ডনদীর গতিপথে

ফেলে রাখ্ ও-সব। বৃহস্পতিবারে কাঠ কাটতে যেতে হবে। গাড়িটাড়িগুলো কিছু ঠিক নেই, এখন বড়শি ধার দেবারই সময়!

"ওঠ বৌ, রান্না চাপাও।" শেষরাতে শাশুড়ী উঠে ডেরিয়াকে ডেকে তোলে। ভোর হওয়ার তখনও ঘণ্টা দুই দেরি। আজ বৃহস্পতি-বার কাঠ কাটতে যাবার দিন।

ডেরিয়া উঠে উনুন ধরায়।

"একটু তাড়াতাড়ি কোরো আজ।" উনুনের আগুন থেকে বিড়ি ধরাতে ধরাতে পিওট্রা তাগিদ দেয়।

"দশখানা হাত বের করব আমি?" রুখে উঠে ডেরিয়া, "কেন, ছোট বৌকে ডাকা যায় না একবার!

"তুমিও ত ডাক্‌তে পার।" পিওট্রা ভয়ে ভয়ে পরামর্শ দেয়।

ডাকতে হয়না। পাতলা একটা জ্যাকেট গায়ে দু'হাতে খড়ি আর ঘুঁটে নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে নাতালিয়াকে রান্নাঘরের দিকে আসতে দেখা যায়।

সবাই এসে রান্নাঘরে জড় হয়, আগুনের পাশে। ডেরিয়া ঘরময় ছুটাছুটি ক'রে কাজ করে। পরিশ্রমে হাঁপায়। কয়েক বছর বিয়ে হয়েছে, কিন্তু স্বাস্থ্য ওর অটুট এখনও। কুমারী মেয়ের মত বাঁধন দেহের।

রান্না শেষ হবার আগেই ভোর হয়ে যায়। পেন্টিলিমন তাড়াহুড়া ক'রে কোন মতে খাওয়া শেষ করে। গম্ভীর মুখে বসে ধীরে সুস্থে খায় গ্রীগর। ছোট বোন ডুনিয়াকে ক্ষেপায় পিওট্রা, "গালফোলা গোবিন্দের মা।" ডুনিয়ার দাঁতের ব্যথা হয়েছে, ফোলাগালে মাফ্‌লার জড়ানো।

রাস্তায় স্লেজগাড়ির শব্দ উঠে। গ্রীগর পিওট্রা নিজেদের গাড়ি ঠিক

করে। নাতালিয়ায় দেওয়া একটা কম্ফার্টার জড়ানো ওর গলায়। কা—কা—করে মাথার উপর দিয়ে কাক উড়ে যায়। দক্ষিণ দিকে পালাচ্ছে তারা। যে শীত। পিওট্রা চেয়ে দেখে।

পেন্টিলিমনের গাড়ি আগে চলে যায়, ছেলেদের গাড়ি পিছনে। নদীর ঢালু পাড়ির কাছে এসে তারা দেখে, বলদের পাশে পাশে এনিকুস্‌কা হেঁটে চলেছে। শ্লেজের ওপর বসে রোগা একটা মেয়ে—তার বৌ।

"কি ভাই, বৌকেও সাথে করে নিয়ে চল্লে নাকি?" পিওট্রা চিৎকার করে জিগ্যেস করে।

"হ্যাঁ। একটু গরমে থাকা যাবে।" এনিকুস্‌কা হাসিমুখে রসিকতা করে।

"গরম না ছাই, যে পাকাটির মত হ্যাংলা।" পিওট্রা এনিকুস্‌কার বৌটার দিকে চায়।

তা ঠিক ভাই, খায় দায় গায়ে লাগে না।

এক সঙ্গেই তারা চলতে থাকে। গাছ দেখলেই হাতের চাবুক দিয়ে এনিকুস্‌কা ডালে বাড়ি দেয়। ঝুড় ঝুড় করে বরফ ঝরে পড়ে বৌয়ের গায়ে।

"খেলা পেলে?" বৌ ক্ষেপে উঠে।

"বরফের মধ্যে ফেলে দে না।" পিওট্রা যুক্তি দেয়। সবাই মিলে আমোদ করে।

রাস্তার বাঁকে দেখে এক জোড়া বলদ তাড়িয়ে নিয়ে স্টি:পন আসছে ফিরে।

"স্টিপেন ভাই, পথ হারালে নাকি?" এনিকুস্‌কা হেঁকে জিগ্যেস করে।

"শালা পথের কিছু বলি! গাড়িখানা গেল ভেঙে। যাই দেখি আর একখানা আনতে হয়।" গ্রীগরের দিকে কঠোরভাবে একবার তাকিয়ে স্টিপেন পাশ কাটায়।

ডননদীর গতিপথে

একটু এগুতেই ওরা দেখতে পায় ভাঙা-গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আক্‌সিনিয়া। গায়ে একখানা ভেড়ার চামড়া জড়িয়ে ওদের দিকেই চেয়ে আছে।

"পথছাড়, পথ্‌ছাড়—গেল গায়ের উপর, আমার বৌ নও যে খাতির করব।" এনিকুস্‌কা রসিকতা করে। হাসিমুখে সরে দাঁড়ায় আক্‌সিনিয়া, ভাঙা গাড়িখানার উপরে। এনিকুস্‌কা হাঁকিয়ে যায়। গ্রীগর ছিল সবার পিছনে, পিওট্রা ওর দিকে একবার চায়। গ্রীগর কেমন যেন জড়সড় হয়ে পড়ে' বিব্রতভাবে হাসে।

'কি, গাড়ি ভেঙে গেছে?" পিওট্রা জিগ্যেস করে।

"হাঁ।" আক্‌সিনিয়া জবাব দেয়। তারপরে গ্রীগরের দিকে তাকিয়ে বলে, "গ্রীগর, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

পিওট্রা হেসে একবার গ্রীগরের দিকে তাকায়, তারপর গাড়ি হাঁকিয়ে দেয়। গ্রীগব নেমে আসে গাড়ি থেকে। আক্‌সিনিয়া কাছে এসে দাঁড়ায়। বুক দুর দুর করে উঠে আক্‌সিনিয়ার। ভয়ে, লজ্জায়, আনন্দে রাঙা হয়ে উঠে মুখ। সন্তর্পণে চেয়ে দেখে চারিদিকে। রাস্তার মোড়ে পিওট্রা, এনিকুস্‌কা অদৃশ্য হয়ে যায়। এক-পা এগিয়ে আসে আক্‌সিনিয়া। গ্রীগরের কালো চোখের উপব চোখ মেলে চায়।

"গ্রীস্‌কা, আর যে পারিনে আমি এমনি করে বাঁচতে"—প্রার্থনায় ভেঙে পড়ে আক্‌সিনিয়া। এক মুহূর্ত আগেও সে টের পায়নি, মনে মনে কতখানি কাঙাল হয়ে উঠেছে সে। নিঃশব্দে গ্রীগরের মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপে আক্‌সিনিয়া জবাবের প্রত্যাশায়।

গ্রীগর চোখ নামিয়ে নেয়। চারদিকে তুষারাবৃত সাদা মাঠ। শ্লেজের

ঘসায় ঘসায় রাস্তায় বরফ পালিশ হয়ে উঠে। কী যেন বল্‌তে চায় সে, ঠোঁট দুটো কাঁপে শুধু, উন্মাদের মত অর্থহীন দৃষ্টি ওর চোখে। হঠাৎ দু'হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে গ্রীগর। বুকে টেনে নেয় আক্‌সিনিয়াকে অসহ্য উত্তেজনায়, নিবিড় আলিঙ্গনে পিষে ফেলে ওর সমর্পিত কোমল দেহলতা।

ধীরে ধীরে স্টকম্যানের ঘরে আড্ডা জমতে থাকে। ক্রিশ্চিওনা আসে, ভ্যালেট আসে। বেকার ডেভিড মিস্ত্রি আসে। মুচি ফিল্‌কা আসে। মিশার সঙ্গে আরও অনেক কসাক যুবক আসে। প্রথমে তারা তাস খেলে, আড্ডা দেয়। তার পরে স্টকম্যান একদিন একখানা কবিতার বই বে'র করে। একজন চিৎকার করে পড়ে। সবাই শোনে। এমনি করে পড়াশুনা আলোচনার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়।

একদিন একখানা ইতিহাস পড়ে শোনায়। অতি কৌশলে লেখা বইখানি। কসাকদের অজ্ঞতা, অশিক্ষা, সামরিক দাসত্বের উপর তীব্র কশাঘাত। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় বৈষম্য এবং দুর্বলতার দিকটা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা।

"ঠিক, ঠিক, এই ত আমাদের জীবন।" ক্রিশ্চিওনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে।

"জাত-চাষা, কসাকত্বের মর্ম তুই বুঝবি কি?" একজন ভীষণভাবে আপত্তি করে।

"ওই দেমাক নিয়েই থাক।" ক্রিশ্চিওনা শ্লেষ করে।

থাম চাষা।

নাও, কসাকত্বের মহিমাও ত দেখে এসেছি। সেনাদলেও ছিলাম, রাজধানীতে গিয়ে রাজপ্রসাদও পাহারা দিয়ে এসেছি।

তাতে কি? ও কথার সঙ্গে এর সম্বন্ধ কোথায়, কি বলতে চাও তুমি!

"বল্‌তে চাই এই লোকগুলির সম্বন্ধে। সেবার ছাত্ররা এসে হাত চেপে ধরল আমাদের। একখানা করে দাড়িওয়ালা একটা বুড়োর ছবি দিয়ে বলে গেল, রেখে দিয়ো। কয়েক আনা করে পয়সাও তারা দিয়ে গেল মদ খেতে। পরে শুন্‌লাম ছবিখানা খুব নাম করা এক বিপ্লবীর। পরদিন শিবিরে টাঙানো ছবিখানা দেখে সেনাপতি রেগেই আগুন। কি যেন নাম বল্‌লে..." নাম ভুলে গিয়ে ক্রিশ্চিওনা তোতলায়।

কার্ল...কার্ল...

"কার্ল মার্ক্‌স্‌।" স্টকম্যান যোগ ক'রে দেয়।

হ্যাঁ, হাঁ কার্ল মার্ক্‌স্‌। ঠিক ঠিক।

"তা, টাঙিয়ে রাখার মত ছবিই বটে," স্টকম্যান বলে।

কেন?

"আর একদিন শুনো," সিগারেটের শেষটুকু ফেলে দিতে দিতে স্টকম্যান বলে, "আজ এম্‌নিই রাত হয়ে গেছে অনেক।"

ধীরে ধীরে আট দশজন কসাক যুবক স্টকম্যানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে। প্রথমে পড়াশুনা, তারপর আলোচনা, তারপর চলে কাজের পরামর্শ। নিজের মনোমত করে কয়েকজনকে স্টকম্যান গড়ে তোলে।

নয়

ডিসেম্বর মাস। সে দিন রবিবার। নির্দেশমত জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে দেড়হাজার কসাক যুবক এসে জড় হয় শহরে। গির্জার মাঠে এসে জমায়েৎ হয় তারা। একজন বয়স্ক প্রৌঢ় কসাক অফিসার এসে হুকুম দেন। অসংখ্য ক্রশ, মেডেল, সামরিক সম্মান-চিহ্ন ভূষিত তিনি।

সারি বেঁধে দাঁড়ায় কসাকেরা। পাদ্রি সাহেব প্রতিজ্ঞাপত্র প'ড়ে শোনায়। গ্রীগরের পাশে দাঁড়িয়ে মিট্কা। নূতন বুটে ফোস্কা উঠেছে পায়ে। খুঁড়িয়ে হাঁটে।

প্রতিজ্ঞা গ্রহণের পর যিশুর ক্রশবিদ্ধ মূর্তির পাশ দিয়ে তারা মার্চ করে যায়। বহু লোকের লালাসিক্ত ক্রশ চুম্বন করে গ্রীগর। আকৃসিনিয়ার কথা মনে হয়···নাতালিয়ার কথা তুষারাবৃত বন্ধুর প্রান্তর···নদীর ঢালু পাড়ি···ওড়নার আড়ালে আকৃসিনিয়ার চঞ্চল চোখের কাল দৃষ্টি!

প্রতিজ্ঞাপত্রের এক বর্ণও কানে ঢোকেনি ওর। অনুষ্ঠান শেষ হবার আগে অফিসার এসে বক্তৃতা দেন, "যুবকগণ, কসাকগণ, আজ যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলে তার গুরুত্ব তোমরা নিশ্চয়ই বুঝেছ। কসাকদেব কর্তব্য, কসাকত্বের গৌরব তোমরা রক্ষা করে চল্‌বে। বীবের জাতি তোমরা, রাজাব জন্যে, দেশের জন্যে প্রাণ বলি দিতে তোমরা কুণ্ঠিত হবেনা। এতদিন তোমরা হেসে খেলে বেড়িয়েছ। কিন্তু আজ থেকে সৈনিকের গুরু দায়িত্ব তোমরা গ্রহণ করলে। এক বৎসরের মধ্যেই তোমাদের সৈন্যদলে যোগ দিতে হবে। তার আগে অস্ত্রশস্ত্র এবং অশ্ব সংগ্রহ করে নিয়ো।"

গ্রামের আর সব ছেলেদের ডাকাডাকি ক'রে, সংগ্রহ ক'রে গ্রীগর ফিরে আসে। পথেই অন্ধকার হ'য়ে যায়। গ্রীগর এসে দেখে বাড়ির সবাই রান্নাঘরে গিয়ে জমা হয়েছে। বাতিটা কমিয়ে দেওয়া।

ডননদীর গতিপথে

বুটের শব্দ ক'রে গ্রীগর ঘরে ঢোকে। জামা জুতো থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলে।

"এত দেরি করলি কেন? যে বরফ পড়ছে বাইরে!" পিওট্রা সস্নেহে জিগ্যেস করে। গ্রীগর ঘরের মধ্যে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়।

হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বেঞ্চির উপর বসে আছে পেন্টিলিমন। ডেরিয়া চরকা কাটছে আর গুন গুন্ করে গান করছে। গ্রীগরের দিকে পিছনে ফিরে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে নাতালিয়া, একটা সেলাই হাতে। কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। গ্রীগর শংকিত হয়ে উঠে।

"সব হল?" পিওট্রা জিগ্যেস করে।

"হাঁ।"

পাশের ঘর থেকে গ্রীগরের মা বেরিয়ে আসে। তারও মুখ চোখের অবস্থা স্বাভাবিক নয়।

"ওকে কিছু খেতে দাও।" ডেরিয়ার দিকে চেয়ে সে বলে।

চরকা থামিয়ে ডেরিয়া উঠে।

খেতে খেতে অপাঙ্গে নাতালিয়ার দিকে একবার চায় গ্রীগর। কিন্তু ওর মুখ দেখা যায় না। পেন্টিলিমনই স্তব্ধতা ভঙ্গ করে। কেশে গলা একটু পরিষ্কার করে বলে, "নাতালিয়া বাপের বাড়ি যেতে চায়।"

কথাটা তাকে লক্ষ্য করে বলা হলেও গ্রীগর উত্তর দেয় না। রুটি দিয়ে থালার ঝোলটুকু মুছে মুছে খায়।

"কারণ, কি?" চাপা ক্রোধে বিকৃত হয়ে উঠে বৃদ্ধের মুখ।

"আমি কি জানি?"

"কিন্তু, আমি জানি।" ক্রোধে ফেটে পড়ে বৃদ্ধ।

ডনদীর গতিপথে

"চেচিয়োনা, চেচিয়োনা। ছিঃ ছিঃ, লোকে শুনবে।" গ্রীগরের মা দু'হাতে বাধা দেয়।

"তাইতো, চেচামেচির কি আছে এতে।" পিওট্রা যোগ দেয়।

মনের উপর ত জোর চলে না······মনের মিল যদি না হয় তাহলে সে যেতে পারে······ভগবান তার ভাল করুন।

নাতালিয়ার বিচার আমি করছিনা, ওর দোষও যদি থাকে তবু...

"আমার অপরাধ ?" উনানের পাশে গরম হতে হতে গ্রীগর বলে।

"তোর অপরাধ নেই ? হারামজাদা, জানিস্‌নে তুই ?" রুখে উঠে বৃদ্ধ।

"না।" অচঞ্চল উদ্ধতস্বরে গ্রীগর বলে। পেন্টিলিমন লাফিয়ে উঠে।

চাপা আর্তনাদ করে নাতালিয়া মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। উলের গুঁটিটা গড়িয়ে পড়ে নিচে।

গ্রীগরের সামনে গিয়া দাঁড়ায় বৃদ্ধ। "আমার কথা হচ্ছে, নাতালিয়ার সঙ্গে থাকতে যদি ভাল না লাগে, আমার বাড়ি থেকে দূরহ, বের হয়ে যা যেখানে ইচ্ছে—যেদিকে তোর চোখ যায়।"

"তবে আমার কথাও শোন, বাবা," অকম্পিত শুষ্ক কণ্ঠে গ্রীগর বলে, "আমি যা বলছি তা রাগের কথা নয়। স্বেচ্ছায় এ বিয়ে আমি করিনি। তোমরাই জোর করে বিয়ে দিয়েছ। ওকে আমি কোনদিনই ভালবাস্‌তে পারি নি। ওর যদি ইচ্ছে হয় তবে যেতেই দাও ওকে।"

"তুই বেরো, হারামজাদা," পেন্টিলিমন মার-মুখো হয়ে উঠে, "সে বুঝব আমি।"

আমি যাচ্ছি।

যাচ্ছি না, বেরো এখনই।

এখনই যাচ্ছি, ব্যস্ত হয়ো না।

চাপা ক্রোধে গ্রীগরের নাক ফুলে উঠে।

"কোথায় যাস্, বাবা ?" মা এসে হাত চেপে ধরে।

"যাক, যেতে দাও, হারামজাদা, কুলাঙ্গার, বেরো!" দু'হাতে পেন্টিলিমন দরজাটা মেলে ধরে! এক ঝট্‌কায় মায়ের হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে যায় গ্রীগর। বাইরে কালো রাত্রি।

ডনের বুকে বরফ-ফাটার শব্দ উঠে। আকৃসিনিয়ার জানালায় প্রদীপের শিখা জ্বলে।

"গ্রিস্‌কা! গ্রিস্‌কা!" পিছন থেকে নাতালিয়ার বুক-ভাঙা চিৎকার ভেসে আসে।

বাগান পেরিয়ে পথে এসে গ্রীগর দাঁড়ায়। টলতে টলতে চলে। গ্রামের প্রান্তে মিশাদের ঘরে আলো দেখা যায়। ধীরে ধীরে গ্রীগর গিয়ে দরজায় টোকা মারে।

"কে ?" মিশার বোন জানালা দিয়ে মুখ বের করে।

মিশা বাড়ি আছে ?

কে তুমি ?

আমি, গ্রীগর মিলিকোভ।

বোন গিয়ে মিশাকে ডেকে তোলে।

কে গ্রীস্‌কা ?

হু।

এত রাতে ?

চল, ভিতরে বসে বল্‌ছি সব।

বারান্দায় এসে ফিস্‌ ফিস করে গ্রীগর বলে, "রাতে তোর এখানে থাকতে চাই। ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি·· ...তোর এখানে জায়গা আছে? যে-কোন এক রকম হলেই হ'ল।"

সে এক রকম হবে।

বেঞ্চির উপর গ্রীগরের বিছানা হয়। ভেড়ার চামড়া মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে সে। মিশাব মার নাক-ডাকার শব্দ হতে থাকে। ঘুমাতে পারে না গ্রীগর। আবোল-তাবোল কত কথাই সে ভাবে। সমুখে অনাগত ভবিষ্যতের কালো অন্ধকার! আক্‌সিনিয়াকে নিয়ে পালিয়ে যাবে সে···দূরে...বহুদূরে। আবোল-তাবোল ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে উঠে মিশাকে ডেকে চুপি চুপি গ্রীগর বলে,"আক্‌সিনিয়াকে একটা খবর দিয়ে আসবি? বিকালে যেন ও একবার উইণ্ড মিলের পাশে যায়।

তাত বুঝলেম, স্টিপেন ?

সে এক রকম করে ফাঁকি দিস।

বিকালে উইণ্ড মিলের কাছে গিয়ে বসে গ্রীগর। শন্‌ শন্‌ বাতাস বয়। অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে। বিড়ির পর বিড়ি ধরায়। দিনের আলো নিভে যায়। অন্ধকার হয়ে আসে চারদিক। কোথায় আক্‌সিনিয়া? দুঃখিত হয়, বিরক্ত হয় গ্রীগর। এলনা তাহলে! একপা একপা করে মিশার কুটিরের দিকেই সে ফিরতে থাকে। বাগানের পাশে আক্‌সিনিয়ার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। দৌড়াতে দৌড়াতে এসেছে সে।

বসে থেকে থেকে ফিরে এলেম আমি।

স্টিপেন ছিল যে এতক্ষণ, তুমি ত জান সব।

ঠাণ্ডায় জমে গেছি আমি।

"আমার কোটের মধ্যে এসো।" দু'হাতে জড়িয়ে ধরে গ্রীগরকে সে লতার মত। পরিশ্রমে উষ্ণ তার কোমল দেহ।

কেন ডেকেছিলে?

এদিকে এস, কেউ এসে পড়তে পারে এখানে।

বাড়িতে ঝগড়া করেছ?

বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি। কাল রাতে মিশার ওখানে ছিলাম। পথের কুকুর এখন আমি।

পথ ছেড়ে ওরা বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

বেড়ায় ঠেস দিয়ে গ্রীগর জিগ্যেস করে, "নাতালিয়া চলে গেছে, জান?"

জানিনে ত; গেছে বুঝি!

আক্‌সিনিয়ার নরম হাতখানি বুকের মধ্যে টেনে নেয় গ্রীগর। আঙুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দেয়।

কি করা যায় এখন?

তুমি জান গ্রীগর, তুমি যা বল্‌বে তাই।

স্টিপেনকে ছেড়ে আসতে পারবে তুমি?

স্বচ্ছন্দে। এখুনি, এই মুহূর্তে।

যে-কোন এক দিক গিয়ে, যা-কিছু একটা করে খাব আমরা।

তোমার কাছে থাকতে পেলে গোয়াল ঘরও আমার স্বর্গ, গ্রীসকা।

গ্রীগরের পরিচিত বুকে মাথা রেখে সুখে, তৃপ্তিতে পূর্ণ হয় আক্‌সিনিয়া। ঠোঁটের কোনে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠে। গ্রীগর অবশ্য দেখ্‌তে পায় না।

ডনদীর গতিপথে

কাল আমি একবার মোখোভের কাছে যাব। তার ওখানে ত কত লোক খাটে। সে ইচ্ছা করলে একটা-না-একটা কিছু কাজ দিতেই পারে।

কিন্তু গ্রীগরের কোন কথাই কানে যায়না। আক্‌সিনিয়ার ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে যায়। গ্রীগরের বুকের মধ্যে কাঁপতে থাকে সে। ভীতা ত্রস্তা হরিণীর দৃষ্টি ওর চোখে। মনে পড়ে সে অন্তস্বত্ত্বা······বলবে নাকি ওকে ? এখনি ? বলতে হবেই······কিন্তু ওর নারী মনের সহজাত সংস্কার বাধা দেয় ওকে। না, এখন নয়। কিন্তু কার সন্তান ও—গ্রীগর না স্টিপেনের ? আক্‌সিনিয়া নিজেই জানে না।

"অমন করে কাঁপছ কেন ? শীত ?" আরও বুকের মধ্যে টেনে নেয় ওকে গ্রীগর। কোট্‌টা ভাল করে জড়িয়ে দেয়।

এখন যাই গ্রীগর ! স্টিপেন হয়ত ফিরে আসবে।

কোথায় গেছে সে ?

পাড়ার মধ্যে, তাস খেলতে।

আক্‌সিনিয়া বিদায় নেয়। ওর রাঙা ঠোঁটের উষ্ণ গন্ধ লেগে থাকে গ্রীগরের ঠোঁটে।

দৌড়াতে গিয়ে হোঁচোট খায় আক্‌সিনিয়া। পেটের মধ্যে ভীষণ ব্যথা ধরে উঠে। বাগানের বেড়া ধরে বসে পড়ে সে। আস্তে আস্তে ব্যথা কমে আসে। কিন্তু ওর পেটের মধ্যে কি যেন নড়াচড়া ক'রে উঠে, কি যেন বের হ'য়ে আসতে চায়·· জীবন্ত, সচল !

পরদিন সকালেই মোখোভের বাড়ি যায় গ্রীগর। সার্জি মোখোভ তখন চা খাচ্ছে।

"একটা কথা বল্‌তে চাই আপনাকে।" গ্রীগর বলে।

ডননদীর গতিপথে

তুমি পেন্টিলিমন মিলিকোভের ছেলে না? কি খবর?

"আপনার কারখানায় আমাকে একটা-কিছু কাজ দিন।" গ্রীগর অনুরোধ করে।

গ্রীগরের কথা শেষ না হতেই একজন তরুণ যুবক এসে ঢোকে। অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ জেনারেল নিস্টিনস্কর ছেলে, ইউজিন। প্রকাণ্ড জমিদারী ওদের। সম্ভ্রান্ত অভিজাত। ইউজিন নিজেও ক্যাপ্টেন হয়েছে। মোখোভ তাড়াতাড়ি উঠে চেয়ার দেয়। তারপর গ্রীগরের দিকে চেয়ে জিগ্যেস করে, "কি ব্যাপার? তুমি চাকরি চাও কোন্ দুঃখে?"

"কি ব্যাপার?" ইউজিন ভাল হয়ে বস্‌তে বস্‌তে জিগ্যেস করে, "ছোকরা চায় কি?"

চাকরি চায়।

"ঘোড়ার দেখাশুনা করতে পার হে—গাড়ি চালাতে পার?" গ্রীগরের দিকে চেয়ে ইউজিন জিগ্যেস করে।

হ্যাঁ, স্যার। আমাদের নিজেদেরই ছ'টা ঘোড়া, আমিই ত দেখাশুনো করতেম।

আমাদের একজন কোচ্‌ম্যান দরকার। কত মাইনে চাও তুমি?

সে যা হয় আপনারাই একটা ঠিক করে দেবেন।

তা বেশ কাল সকালে যেয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করো। চেনো ত আমাদের বাড়ি? এখান থেকে মাইল আটেক হবে।

'হ্যাঁ, চিনি।" গ্রীগর দরজার কাছে গিয়ে একটু ইতস্তত করে।

"আপনাকে একটা কথা বলতে চাই স্যার।" গ্রীগর বলে।

ইউজিন বারান্দায় উঠে আসে। "কি?"

"আমি একা নই, স্যার।" গ্রীগর সসংকোচে বলে। "আমার সঙ্গে

একজন স্ত্রীলোক আছে। তার জন্যেও একটা কাজটাজ কিছু হতে পারে না, স্যার?" কোনমতে গ্রীগর শেষ করে।

"তোমার স্ত্রী?" মৃদু হেসে ইউজিন জিগ্যেস করে।

"না। অন্য একজনের স্ত্রী।" কোনমতে গ্রীগর বলে।

ওঃ! আচ্ছা, চাকরদের রান্নাবান্নার কাজ তাকে দেওয়া যাবে। কিন্তু তার স্বামী থাকে কোথায়

এই গ্রামেই।

পরের স্ত্রী চুরি করে এনেছ তুমি?

না স্যার, ও নিজের ইচ্ছাতেই এসেছে।

তাহলে ত প্রেমের ব্যাপার দেখছি! তা যেয়ো কাল সকালে। আটটার মধ্যেই যেয়ো।

গ্রীগর সেলাম করে বিদায় নেয়।

পরদিন ঠিক ঠিক সময়েই পৌছায় গ্রীগর। উপত্যকার উপর প্রকাণ্ড প্রাসাদ লিস্টিনিস্কির। চারদিকে উঁচু ইটের প্রাচীর! লতা-ঘেরা প্রকাণ্ড পুরান দালান। দূরে চাকরদের থাকার জন্য টালির ঘর। গ্রীগর প্রথমে চাকরদের ঘরের দিকেই অগ্রসর হয়। দূর থেকেই সে দেখতে পায় বাবুর্চি এবং ঝি ঝগড়া করছে। বিড়ির ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার। পরিচারিকাই পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় গ্রীগরকে। দালানের বারান্দায় উঠতেই গ্রীগর কুকুরের গায়ের বোঁটকা গন্ধ পায়। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখে টেবিলের উপর দো-নালা বন্দুক আর শিকারের ব্যাগ।

"ছোট কর্তা তোমাকে ডাকছেন।" পরিচারিকা পাশের একটি দরজা দেখিয়ে দিয়ে চলে যায়।

কর্দমাক্ত বুটের দিকে চেয়ে গ্রীগর সংকুচিত হয়ে উঠে। জানালার ধারে

শুভ্র কোমল বিছানায় শুয়ে ইউজিন। পাতলা একটা সার্ট গায়ে। সিগারেট্ টানতে টানতে ইউজিন বলে, "ঠিক সময়েই এসেছ তুমি। দাঁড়াও, বাবা এখুনি আসবেন এখানে।"

গ্রীগর দরজার পাশে দাঁড়ায়। পাশের ঘরে জুতার শব্দ উঠে। মোটা গলায় বৃদ্ধ জেনারেল জিগ্যেস করেন, "ঘুম ভাঙল, ইউজিন, ?"

হ্যাঁ, এস।

জেনারেল লিস্টনিস্কি ভেতরে প্রবেশ করেন।

বাবা, কাল যে কোচ্ম্যানের কথা বলেছিলাম এ সেই।

গ্রীগরের দিকে চায় ইউজিন। বৃদ্ধ ওর পরিচয় নেন।

প্রোকোফি:কে আমি চিনতাম। আমার সেনাদলেই সে ছিল। পেন্টিলিমনকেও আমি জানি, একটু খুঁড়িয়ে চলে, না ?

হ্যাঁ, হুজুর।

গ্রাগবের মনে পড়ে, বাবার কাছে এই বৃদ্ধ জেনারেলেরই গল্প শুনেছে। রুশ-তুরস্ক যুদ্ধেব বীর যোদ্ধা !

"মিলিকোভদের ছেলে হয়ে তুমি কেন চাকরি খুঁজছ ?" বৃদ্ধ জিগ্যেস করেন।

বাবার সঙ্গে আর আমি নেই হুজুর।

চাকরি করে খাবে, কেমন কসাক হে তুমি ? জমি-জমা কিছু দেয়নি তোমাকে ?

না, হুজুর।

হ্যাঁ, এক কথা। তোমার বৌকেও ত কাজ দিতে হবে ?

ইউজিন বিছানার উপর নড়ে চড়ে বসে। গ্রীগর চট্ করে ছোটকর্তার মুখের দিকে একবার চেয়ে নেয়।

হাঁ, হুজুর।

তা বেশ, আট টাকা করে মাইনে পাবে দু'জনেই। তোমার বৌ চাকরদের আর খামারের সময় জন-মজুরদের রান্না করবে। কি হে, পোষাবে ত?

হ্যাঁ হুজুর!

বেশ, কাল সকাল থেকেই লেগে পড়, তাহলে।

সসম্মানে সেলাম ঠুকে গ্রীগর বেরিয়ে আসে।

দশ

সকাল-সকাল রান্নাঘরের কাজ সেরে আক্‌সিনিয়া সব ধুয়ে মুছে গুছিয়ে রাখে। নিটোল দুটি গাল পাকা আপেলের মত টুক্‌টুক করে।

"কি ব্যাপার আজ?" স্টিপেন জিগ্যেস করে।

কি?

গোলাপের রং লেগেছে গালে!

আগুনের তাতে অমনি হয়েছে।

জানালার দিকে চায় আক্‌সিনিয়া। দূরে মিশার বোনকে আসতে দেখে ভয়ে ওর বুক দুর দুর করে উঠে।

"আমার কাছে এসেছ?" জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আক্‌সিনিয়া জিগ্যেস করে।

"হু, বাইরে এস একটু।" মেয়েটি ফিস ফিস করে বলে।

ডননদীর গতিপথে

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্টিপেন চুল আঁচড়ায়। আক্‌সিনিয়া ভীরু চোখে চায় ওর দিকে।

"তুমি কি বাইরে যাচ্ছ ?" ভয়ে ভয়ে আক্‌সিনিয়া জিগ্যেস করে।

চিরুনিখানা পা-জামার পকেটে ভরে নিয়ে তাস জোড়া আর তামাকের পাইপটা তুলে নিয়ে ধীরে সুস্থে বলে স্টিপেন, "এনিকুস্‌কাদের বাড়ি যাচ্ছি একটু।"

"কবেই-বা তুমি বাড়ি থাক! সন্ধ্যা হলেই ত তাস নিয়ে দৌড়াও।" আক্‌সিনিয়া অনুযোগ করে।

"থাক্, হয়েছে!" শ্লেষের সুরে জবাব দেয় স্টিপেন।

আক্‌সিনিয়া বাইরে যায়। চোখের ইশারায় মিশার বোন তাকে কাছে ডাকে। চুপি চুপি বলে, "গ্রীগর বলেছে, অন্ধকার হতেই..."

"আস্তে! আস্তে!" মেয়েটির হাত: চেপে ধরে বেড়ার কাছে টেনে নিয়ে যায় আক্‌সিনিয়া। স্টিপেন তখনও ঘরে।

আর কিছু বলেছে—বল্‌তে ?

তোমার জিনিস-পত্র কিছু কিছু নিয়ে যেতে বলেছে।

"এখনই ?—এত শীগ্‌গীর—?" ভয়ে উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে আক্‌সিনিয়া, "কোথায় দেখা হবে ?"

আমাদের বাড়িতেই যেয়ো!

না না, সে আমি পারব না।

বেশ, তাকে বাইরে এসেই অপেক্ষা করতে বলব।

কোট গায়ে দিয়ে স্টিপেন বেরুচ্ছে এমন সময় আক্‌সিনিয়া ঘরে ঢোকে।

"কি জন্যে এসেছিলো ?" পাইপের মধ্যে তামাকের গুড়ো ভরতে ভরতে স্টিপেন জিগ্যেস করে।

এসেছিলো—এই একটা ব্লাউজ কেটে দিতে বলে।

"আমার জন্যে বসে থেকোনা।" স্টিপেন দরজা খুলে বাইরে যেতে যেতে বলে।

আক্‌সিনিয়া দৌড়ে জানালায় গিয়ে দাঁড়ায়। স্টিপেনের পদশব্দ রাস্তায় মিলিয়ে যেতে থাকে। অন্ধকারে দেখা যায় না কিছু। দূরে স্টিপেনের জ্বলন্ত পাইপ থেকে এক-আধটা করে ফুল্‌কি বাতাসে উড়তে থাকে।

উত্তেজনায় কাঁপে আক্‌সিনিয়া। ক্ষিপ্রহস্তে বাক্‌স খোলে। জ্যাকেট, শার্ট, ওড়না রুমাল, গয়নাপত্র যা পায় দু'হাতে সংগ্রহ করে একখানা শালের উপর জড় করে। শেষবারের মত রান্নাঘরটা একবার ঘুরে আসে। বাতিটা নিবিয়ে দেয়। শিকল টেনে ঘর বন্ধ করে। গুটি-গুটি পা ফেলে আগল ঠেলে উঠানের বাইরে আসে সে। তারপর ডন নদীর ঢালু পাড়ি বেয়ে মিশাদের কুটির লক্ষ্য করে অন্ধকারে ছুটতে থাকে। ঠাণ্ডা বাতাস লাগে চোখে মুখে। ওড়না উড়ে যায়। অলক-গুচ্ছ ভেঙে পড়ে গালে, চিবুকে।

পথে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে ছিল গ্রীগর। পুটুলিটা ওর হাত থেকে টেনে নেয়। মিশাদের বাড়ি ছাড়িয়ে একটু যেতেই আক্‌সিনিয়া আর চলতে পারে না।

"থাম একটু।" গ্রীগরের জামার কোন চেপে ধরে।

এখানে দাঁড়িয়ে কি হবে? চাঁদ উঠতে দেরি আছে আজ, পথও ত অনেক!

"থাম, গ্রাসকা।" ব্যথায় পাণ্ডুর হয়ে উঠে আক্‌সিনিয়া। চলার শক্তি নেই ওর।

"কি হল ?" গ্রীগর ফিরে তাকায়।

"ব্যথা···পেটে। এত বড় বোঝাটা নিয়ে দৌড়ে এসেছি।" দু'হাতে পেট চেপে ধরে। জিভ দিয়ে ভিজা ঠোঁট চাটে। অসহ্য ব্যথায় কুঁজো হয়ে পড়ে আক্‌সিনিয়া। নিঃশব্দে করুণ চোখে চেয়ে থাকে গ্রীগর। আস্তে আস্তে ব্যথা কমে আসে। এলোচুলগুলি রুমাল দিয়ে বেঁধে দিয়ে আক্‌সিনিয়া আবার যাত্রা শুরু করে।

"কোথায় নিয়ে যাচ্ছি একবার জিগ্যেসও করলে না। যদি পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিই ?" অন্ধকারে হাসে গ্রীগব।

"সবই সমান আমার কাছে। ফিরে যাবার পথ এখন বন্ধ।" আক্‌সিনিয়ার গলা কেঁপে উঠে। করুণ ভাবে হাসে সে।

গভীর রাতে বাড়ি ফিরে আসে স্টিপেন। প্রথমেই গোয়ালে যায়! গরু ঘোড়াগুলির তত্ত্ব নেয়। রান্নাঘরের শিকল বন্ধ। ঘরে ঢুকতে গিয়ে ভাবে, কোথাও হয়ত বেড়াতে গেছে আক্‌সিনিয়া। ম্যাচের কাঠি জ্বেলে আলো ধরায়। রান্নাঘরের বিশৃংখলা চোখে না-পড়ে তা নয়। তবে খেলায় জিতে মেজাজ খুব ভাল আজ। একটু অবাক হয়ে শোবার ঘরে ঢোকে গিয়ে। অন্ধকারে খালি বাক্সটা হা করে আছে। গায়ের ভেড়ার চামড়াটা একটানে ফেলে দিয়ে রান্নাঘরে দৌড়ে যায় স্টিপেন। আলো নিয়ে আসে। তাড়াতাড়িতে ফেলে-যাওয়া কালো একটা ব্লাউজ মেঝেতে পড়ে আছে। ঘরের চারদিকে চায় স্টিপেন। বুঝতে কিছুই বাকি থাকেনা। বাতিটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় ঘরের কোনে। টেনে নেয় দেওয়ালে ঝুলানো বাঁকা তলওয়ার। দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরে। শিরা-উপশিরাগুলি ফুলে উঠে প্রবল উত্তেজনায়! আক্‌সিনিয়ার কালো জ্যাকেটটা বারে বারে শূন্যে ছুঁড়ে দেয়। তলওয়ার দিয়ে কাটে কুচিকুচি করে। তারপর অসীম বিরক্তিতে তলওয়ার ছুঁড়ে

ফেলে দেয়। রান্নাঘরে গিয়ে বসে, টেবিলের পাশে। গভীর অবসাদে ভেঙে পড়ে, হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে। সমস্ত শরীর ওর কেঁপে উঠে।

এগার

প্রথম কয়েকদিন গ্রীগর ছোট-কর্তার ফরমাশ খেটেই বেড়ায়। ছোট কর্তার ঘরে হামেশাই ওর ডাক পড়ে।

"ছোট কর্তা তোমায় ডাকছেন।" হাসিমুখে বেঞ্জামিন এসে খবর দেয়।

ইউজিনের ঘরে ঢুকে দরজার কাছে দাঁড়ায় গ্রীগর। ইউজিন আঙুল দিয়ে একখানা চেয়ার দেখিয়ে বস্‌তে বলে। সসংকোচে চেয়ারের এক কোনে বসে গ্রীগর।

"ঘোড়াগুলো কেমন দেখছ?" ইউজিন জিগ্যেস করে।

বেশ ঘোড়া। মেটে রঙেরটা ত খুবই ভাল।

ভালো করে দেখাশুনো কোরো। ধাপে চালিয়োনা কিন্তু।

সাসকাও তাই বলেছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাঁকাচোখে চায় ইউজিন, "মে মাসে ত তোমাকে শিক্ষা-শিবিরে যেতে হবে?"

"হা! ক্ষুণ্ণমনে বলে গ্রীগর।

আচ্ছা, কর্তৃপক্ষকে বলে আমি ব্যবস্থা করে দেবো, এবার তোমাকে যেতে হবে না।

কৃতজ্ঞভাবে ধন্যবাদ দেয় গ্রীগর। কিছুক্ষণ চুপচাপ।

"আক্‌সিনিয়'র স্বামীকে নিশ্চয় তুমি ভয় পাও; সে যদি এসে ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়?" হঠাৎ ইউজিন জিগ্যেস করে।

সে ওকে ত্যাগ করেছে, ঘরে নেবেনা আর।

কি করে জানলে?

গ্রামের একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। স্টিপেনই তাকে বলেছে।

"বেশ একখানা বাগিয়েছ যা হোক।" ইউজিন হাসে।

"মন্দ নয়!" গ্রীগরের মুখ অন্ধকার হয়ে উঠে।

ইউজিনের ছুটি শেষ হতে খুব দেরি নেই। আজকাল সুযোগ পেলেই সে আক্‌সিনিয়ার ঘরে গিয়ে আড্ডা দেয়। পরিচ্ছন্ন ছোট্ট ঘরখানি। গ্রীগর যখন ঘোড়ার ওদিক আটকা তখনই সে সাধারণত আসে। রান্নাঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে লিউকেরিয়ার সঙ্গে এক-আধটু কথা বলেই সে সোজা আক্‌সিনিয়ার ঘরে গিয়ে ঢোকে। একখানি টুলের উপর বসে আক্‌সিনিয়ার দেহের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ওর দৃষ্টির সামনে শুকিয়ে উঠে আক্‌সিনিয়া। সেলাইয়ের কাঁটাগুলো ওর হাতের মধ্যে কাঁপতে থাকে।

"কেমন লাগছে এখানে?" সিগারেটের ধুয়া ছাড়তে ছাড়তে ইউজিন জিগ্যেস করে।

"বেশ ভাল, সেত আপনাদেরই দয়া।" চোখ তুলে চায় আক্‌সিনিয়া। ইউজিনের ক্ষুধিত চোখের দিকে চাইতেই আক্‌সিনিয়ার বুক কেঁপে উঠে লজ্জায়! ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাবার অজুহাত খোঁজে সে।

"যাই, হাঁস-মুরগিদের খাবার দেবার সময় হয়েছে।" আক্‌সিনিয়া উঠে দাঁড়ায়।

ডনদীর গতিপথে

"বস একটু।" ইউজিন জোর করে। "একমিনিটের দেরিতে ওরা মরে যাবে না।" কদর্য কামনা ফুটে উঠে ওর দৃষ্টিতে।

গ্রীগর এসে ঘরে ঢোকে। ইউজিন তাকে একটা সিগারেট দেয়। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বাইরে যায়।

"কি জন্যে এসেছিল?" আক্‌সিনিয়ার দিকে না চেয়েই গ্রীগর জিগ্যেস করে।

"আমি কি করে বলব? জোর করে আক্‌সিনিয়া হাসে একটু। "যখন-তখন এসে এমনি করে বসে থাকে। এলে আর উঠার নাম নেই।"

"তোমারও নিশ্চয় প্রশ্রয় আছে, নইলে কি আর…?" ক্রোধে চোখ পাকায় গ্রীগর। "এসব ভাল হচ্ছেনা বলে দিচ্ছি।"

নাতালিয়া সেই যে চলে এসেছে তারপর থেকে শ্বশুরবাড়ির কোন খবরই রাখেনা।

ইস্টারের কয়েকদিন আগে মোখোভের দোকানের সামনে পেন্টিলিমনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তার।

পেন্টিলিমনের ডাক শুনে থামে নাতালিয়া। শ্বশুরের দিকে চোখ তুলে চাইতে পারে না। আরও বেশি করে গ্রীগরের কথা মনে পড়ে।

"একদিনও কি যেতে নেই মা…?" ছেলের অপরাধে নিজেকেই বুড়ো অপরাধী মনে করে। "…যেয়ো একদিন। বুড়ি যে খুন তোমার জন্যে।"

আকুল হয়ে উঠে নাতালিয়া। কিন্তু কঠোরভাবে সংযত করে নিজেকে।

"নানা কাজে ব্যস্ত ছিলেম।" শুষ্ক কণ্ঠে বলে।

গ্রীস্‌কা এমন করে চালাকি করল? আমায় সাজান সংসার...কি ছিলনা আমার!

যা হবার নয় তা নিয়ে দুঃখ করে কি হবে, বাবা?

নাতালিয়ার দিকে চেয়ে বিব্রত হয়ে উঠে বৃদ্ধ। নাতালিয়ার চোখ চক্ চক্ করে উঠে। ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে সে।

"আজ তবে এস মা; ও হারামজাদার জন্যে মন খারাপ কোরনা··· শুয়োর মুক্তোর মালা চিনবে কি করে? হয়ত একদিন ফিরে আসবে··· একদিন যেতে চাই···কিন্তু···মুস্কিল হচ্ছে···" পেন্টিলিমন আম্‌তা আম্‌তা করে।

মাথা নিচু করে হাঁটে নাতালিয়া। একটু গিয়ে পিছন ফিরে চায়। বৃদ্ধ শ্বশুর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পথ চলে কোনমতে লাঠি ভর দিয়ে।

চাষ আবাদের সময়, সবাই ব্যস্ত। স্টকম্যানের ঘরে আজকাল আর আড্ডা জমেনা তেমন! কলের শ্রমিক দু'চারজন আসে।

জোর গুজব রট্‌ছে, শীঘ্রই নাকি যুদ্ধ হবে! আইভান যায় মোখোভের বাড়ি। সেখানেও যুদ্ধের আলোচনাই সে শুনে আসে।

"যুদ্ধ কি সত্যই হবে?" স্টকম্যানকে তারা জিগ্যেস করে।

"আমিত গণক নই!" স্টকম্যান হাসে।

"যার সঙ্গেই যার যুদ্ধে বাঁধুক, আমাদের যুদ্ধে যেতেই হবে!" সখেদে ভ্যালেট বলে।

"তা ঠিক!" গল্পচ্ছলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের স্বরূপ স্টকম্যান ওদের বুঝিয়ে বলে। পুঁজিপতিদের মতলব কি, বাজার নিয়ে, কাঁচামাল নিয়ে, উপনিবেশ নিয়ে কেন তারা হানাহানি করে ধীরে ধীরে স্টকম্যান সব ব্যাখ্যা করে।

বার

গ্রীগরকে সঙ্গে করে বৃদ্ধ জেনারেল লিস্টিনিস্কি বেরিয়ে ছিলেন শিকারে। একটা নেকড়ের পিছনে ছুটতে ছুটতে তারা বন ছেড়ে মাঠে এসে পড়ে। এ মাঠ চেনা গ্রীগরের। একটু দূরেই মিলিকোভদের খামার। এইত সেদিনের কথা, নাতালিয়াকে সঙ্গে নিয়ে সে খামারে এসেছিল।

নেকড়েটা আশ্রয় নেয় চষাজমির গর্তের মধ্যে। লাঙল ফেলে কসাকেরা ছুটে আসে। গ্রীগরদেরই গাঁয়ের লোক। স্টিপেনকে দেখে গ্রীগরের মুখ শুকিয়ে যায়।

স্টিপেন এসে গ্রীগরের ঘোড়ার রেকাব চেপে ধরে, "কি ভেবেছিস, হ্যা ?"

কি সম্বন্ধে ?

পরের বৌ নিয়ে... ?

ঘোড়া ছেড়ে দাও।

ভয় নেই, এখন কিছু বলছি না!

ভয় কিসের ? বাজে কথা ছাড়।

"আজ ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু তোকে খুন আমি কোরবই কোরব। আমার বংশে তুই কলঙ্ক দিয়েছিস···আমার জীবনটাকে তুই...আমি চাষ করতে এসেছি...কার জন্যে···হাঃ হাঃ হাঃ ·····আমার জীবন! আমার জীবন!" পাগলের মত হয়ে উঠে স্টিপেন।

আমাকে বলে কি হবে ? ভরাপেটে বুভুক্ষুর দুঃখ বুঝা যায় না।

"তা ঠিক! তা ঠিক!" অদ্ভুতভাবে হেসে উঠে স্টিপেন। "আমিই বোকা; সেবার ঘুষি-খেলার সময় বাগে পেয়েও তোকে রেয়াৎ করেছিলেম; একটি ঘুষি দিলে জন্মের মত তোকে আর উঠ্‌তে হোতনা।"

ডননদীর গতিপথে

দুঃখ কোরনা বন্ধু, দিন আরো পরে আছে।

কি যেন ভাবে স্টিপেন। বাঁ হাতে গোঁফের কোণ ধরে মোচড়ায়, কেমন যেন দুঃখী, রিক্ত মনে হয় ওকে। ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দেয় অন্যমনস্কভাবে।

"একটা কথা...এই।" গ্রীগর একটু যেতেই পিছু ডাকে স্টিপেন।

কি ?

"কেমন আছে ও, মানে·· আক্...মানে..." গ্রীগরের দিকে না চেয়েই আম্‌তা আম্‌তা করে স্টিপেন।

"বেশ আছে।" চাবুকের বাঁট দিয়ে বুকের কাদা ঝাড়তে ঝাড়তে গ্রীগর বলে।

কেমন যেন মমতা হয়, করুণা হয় গ্রীগরের। হতভাগ্য স্টিপেন ! পুরুষের ঈর্ষা মাথা চাড়া দিয়া উঠে পরমুহূর্তেই।

"তোমার জন্যে রাতে ঘুম হয় না তার ! বেহায়া।" নির্মমভাবে কশাঘাত করে গ্রীগর।

"হুম্ !" গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে স্টিপেন।

গ্রীগরের ঘোড়া অদৃশ্য হয়ে যায়।

কিছুদিন থেকেই ভেতরে ভেতরে নাতালিয়া ভেঙে পড়ছিল। সমবয়সী সখীদের দিকে চেয়ে দুঃখে, ঈর্ষায়, লজ্জায় ওর মাথা হেঁট হয়ে আসে। সুখে দুঃখে স্বাভাবিকতায় স্বার্থক তাদের নারী-জীবন।

আরো অসহ্য হত তাকে নিয়ে সখীদের হাসি-ঠাট্টা। বিষের ছুরির মত বিঁধত তার বুকে।

মরিয়া হয়ে গ্রীগরকে সে চিঠি লিখে, কী তার অপরাধ—জান্‌তে চায়

মিনতি করে। গ্রীগর কি আসবে না আর ফিরে ? ব্যর্থ নারী-জীবনের নগ্ন করুণ কাকুতি!

বহু কষ্টে এক বোতল ধেনো-মদ কবুল করে রাখাল ছোঁড়াকে দিয়ে চিঠিখানা পাঠায় সে। গ্রীগরের জবাব পেয়ে বুক ভেঙে যায় ওর, নির্মূল হয় শেষ আশাটুকুও। জন্মের মত ত্যাগ করেছে সে নাতালিয়াকে।

বিছানায় গিয়ে মূক কান্নায় ভেঙে পড়ে নাতালিয়া। রান্নাঘরের কাজে মা ডাকতে আসে।

"শরীরটা ভাল নেই, মাথা তুলতে পারছিনে!" মুখ না তুলেই নাতালিয়া বলে।

"বড় ভাল সময় বিছানা নিলে!" মা বিরক্ত হয়। "পাল-পার্বণের দিন!"

গির্জায় যাবার সময় বাপ ও ঠাকুরদা ডাকে ওকে।

তোমরা যাও, পরে আস্‌ছি আমি।

"আমার নীল ওড়নাখানা পর।" মা ডেকে বলে।

"এই-ই থাক।" একান্ত অবহেলায় নিজের সবুজ ওড়নাখানা টেনে নেয় সে। মনে পড়ে এই ওড়নাখানা পরেই গ্রীগরকে সে বিদায় দিতে যায় প্রথম দিন, গোয়ালঘরের পাশে! হঠাৎ বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে...কি লজ্জাই না দেয় গ্রীগর...প্রথম চুম্বনের মদির শিহরণ! খোলা বাক্সের সামনে বসে কাঁদে নাতালিয়া।

"কি হোলো তোর ?" মা এসে মাথায় হাত দেন।

শরীরটা ভাল নেই।

আমি তোর পেটে হয়েছি, না ? কিছু বুঝিনে আমি ?

কি ?

আমি তোর বিয়ে দেব আবার।

এ প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য নাতালিয়া তাড়াতাড়ি গির্জার দিকে রওয়ানা হয়। গির্জার দরজায় কতকগুলো ছোকরা ভিড় করে জটলা করে। পাশ কাটিয়ে নাতালিয়াকে যেতে দেখে একজন জিগ্যেস করে, "ও ছুঁড়ী কে রে ?"

"নাতালিয়া করস্নোভ।" একজন জবাব দেয়।

ওঃ, ওই বুঝি শ্বশুরবাড়ি থেকে ঝগড়া করে চলে এসেছে ?

"আরে নারে না...বুড়ো শ্বশুরের সাথে, বুঝলিনে......" চোখ টেপাটেপি করে ছোকরারা। কদর্য হাসিতে এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ে।

তাই বুঝি গ্রীগর লজ্জায় বিবাগী!

নাতালিয়ার কানে কে যেন গরম সীসা ঢেলে দেয়। এই তার জীবন! মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে সে বাড়ি ফিরে আসে। গোপন একটা দৃঢ়সংকল্পের ছাপ ওর মুখে। নির্জন ঘরে একখানা কাস্তে তুলে নিয়ে নিজের গলায় বসিয়ে দেয়।

তের

শেষপর্যন্ত আক্‌সিনিয়াকে প্রকাশ করতেই হয়। তখন ছ'মাস। স্পষ্ট বিরক্তি ফুটে উঠে গ্রীগরের মুখে। জানালায় গিয়ে দাঁড়ায়।

এতদিন বলনি কেন ?

সাহস পাইনি, যদি তুমি তাড়িয়ে দাও আমাকে !

কতদিন দেরি আছে ?

আগস্টের প্রথম দিক দিয়ে, তাইত মনে হয়।

স্টেপেনের ?

না, তোমার।

ঠিক বলছ ?

মাস হিসাব করনা, তুমি নিজেই দেখ……সেই-কাঠকাটার দিন থেকে।

মিথ্যা কথা বোলো না আক্‌সিনিয়া। স্টিপেনেরও যদি হয়, তবুও তোমাকে আজ ফেল্‌তে পারিনা আমি।

"স্টিপেনের সাথে বিয়ে ত আজ হয়নি…আমারও কোন রোগ বালাই নেই…তুমি নিজেই ভেবে দেখ…কোনদিন ত হয়নি এসব…এ তোমারই দেওয়া…আর তোমারই মুখে কিনা…" রাগে কেঁদে ফেলে আক্‌সিনিয়া।

গ্রীগর আর কিছু বলে না। আক্‌সিনিয়াও এর পর থেকে কেমন যেন একটু গম্ভীর হয়ে পড়ে।

ইউজিন কর্তৃপক্ষকে বলে ব্যবস্থা করে গেছে, আপাতত গ্রীগরকে শিক্ষা-শিবিরে যেতে হবে না। তবুও কয়েকমাস পরেই ত যেতে হবে! গ্রীগর ঘোড়া পাবে কোথায়? এক পয়সার বিড়ি পর্যন্ত সে কেনেনা আজকাল। দু'জনের বেতনের টাকাই জমায়।

পিওট্রা আসে একদিন দেখা করতে। বলে, পেন্টিলিমনের রাগ এখনও পড়েনি। গ্রীগরকে কোন সাহায্যই সে করবে না। গ্রীগরও জানিয়ে দেয় সাহায্যের ভিখারি সে নয়।

কিন্তু ঘোড়া পাবি কোথায় ?

কিন্‌তে না পারি ভিক্ষা করব, না হয় চুরি করব।

খুব বাহাদুর !

"বেতনের টাকা জমিয়ে ঘোড়া কিন্‌ব।" গ্রীগর দাদাকে আশ্বস্ত করে।

এমনি করেই কি জীবনটা কাটাবি ?

কাটছে ত !

বাড়ির কথা জিগ্যেস করে গ্রীগর। ক্ষেত-খামার গরু-বাছুরের কথা। মাদী ঘোড়াটার বাচ্চা হয়েছে কিনা? কেমন হয়েছে দেখতে? খড় পাওয়া গেছে কত আঁটি?

গ্রামের জন্য তার প্রাণ কাঁদে। সেই মাঠ, সেই নদী।

"যাস্ একদিন!" পিওট্রা বলে।

দেখি।

ঘোড়ায় উঠ্‌তে গিয়া পিওট্রা একটু থামে, নাতালিয়ার সংবাদটাও দেয়। চুপ করে শোনে গ্রীগর।

জন-মজুরদের সঙ্গে গ্রীগর ফসল কাটতে যায়, বারণ মানেনা, একখানা ওড়না জড়িয়ে আক্‌সিনিয়াও গাড়িতে উঠে বসে। সেও যাবে।

ক্ষেতে যাওয়ার একটু পরেই আক্‌সিনিয়ার প্রসব-বেদনা উঠে। ক্ষেতের এক কোণে শুয়ে গড়াতে থাকে। গ্রীগর ছুটে আসে।

কি হয়েছে?

...বে...দ...না।

ভাল করে কথা বলতে পারেন না আক্‌সিনিয়া!

"তখনই না আসতে বারণ করেছিলাম?" যা-মুখে আসে তাই বলে গালাগালি দেয় গ্রীগর গলা ফাটিয়ে।

"রাগ কোরোনা!" করুণভাবে মিনতি করে আক্‌সিনিয়া। "তাড়াতাড়ি গাড়ি ঠিক কর...এখানে ত হতে পারেনা...এই মাঠে ..কসাকদের সামনে।"

আক্‌সিনিয়াকে তুলে নিয়ে প্রাণপণে গাড়ি হাঁকায় গ্রীগর। ঝাঁকুনিতে ব্যথা আরও বাড়ে। আর্তভাবে চিৎকার করতে থাকে আক্‌সিনিয়া অসহ্য ব্যথার কাৎরানি!

মাঝে মাঝে পিছন ফিরে চায় গ্রীগর, ঘোড়ার পিঠে চাবুক ভাঙে।

ব্যথায় ছিঁড়ে পড়ে আক্‌সিনিয়া, টুকরা টুকরা হয়ে। আদর করে, সান্ত্বনা দেয়, মমতায় গলে পড়ে গ্রীগর। গলা শুকিয়ে উঠে আক্‌সিনিয়ার। দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে আসে, পেটের মধ্যে জ্যান্ত যেন কি একটা মুক্তির জন্যে মাথা খোঁড়ে। তীব্র একটা আর্তনাদ করে অসাড় হয়ে পড়ে আক্‌সিনিয়া। গ্রীগর ফিরে চায়। আক্‌সিনিয়ার সাদা উরুর ফাঁকে জ্যান্ত একটা মাংসের ডেলা। রক্তনদী বয়ে যায়।

বড়দিনের পরেই গ্রীগরকে শিক্ষা-শিবিরে যেতে হবে। সরকারী বরাদ্দ টাকার সঙ্গে নিজের জমান টাকা যোগ করে গ্রীগর ঘোড়া কিনে আনে। বেশ সুন্দর ঘোড়া। পায়ে সামান্য একটু খুঁৎ, তা সহজে ধরা যায় না।

বড়দিনের সপ্তাহ খানেক আগে হঠাৎ পেন্টিলিমন এসে হাজির। গ্রীগরের জন্যে বড় কোট, লাগাম, গদি সব-কিছুই সে নিয়ে আসে। পেন্টিলিমনকে আসতে দেখে আক্‌সিনিয়া দৌড়ে ঘরের মধ্যে ছুটে যায়। কেন যেন শিশুটিকে একখানা চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়। পেন্টিলিমন বেশিক্ষণ থাকেনা। তাড়াতাড়ি বিদায় নেয়। যাবার সময় বলে যায়, গ্রীগরের যাত্রার দিন সে আসবে, শহর পর্যন্ত সঙ্গে যাবে। আক্‌সিনিয়ার সঙ্গে একটি কথাও সে বলে না। যাবার সময় শুধু অপাঙ্গে চায় একবার।

"কাল সকালেই যাচ্ছ তাহলে?" বৃদ্ধ জেনারেল জিগ্যেস করে।

হ্যাঁ।

টাকা-পয়সার সব ব্যবস্থা হয়েছে?

মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় গ্রীগর।

যাও, তোমার বাপ-ঠাকুর্দার সুনাম রক্ষা কোরো। বৌয়ের জন্যে চিন্তা নেই, আমার এখানেই থাকবে।

ফিরে এসে গ্রীগর দেখে, বাবা এসেছে। আক্‌সিনিয়া চা করে দিয়েছে, রুটি কেটে দিচ্ছে। অনেকটা সহজ এবার। আক্‌সিনিয়াকে এটা-ওটা ফরমাশও করছে বুড়ো।

দোল্‌নার পাশ দিয়ে যাবার সময় দোলনাটা বুড়ো একটু নেড়ে দেয়। হঠাৎ যেন হাত লেগে গেছে, ভাবখানা এমনি।

ছেলে?

"না, মেয়ে।" গ্রীগরের হয়ে আক্‌সিনিয়া জবাব দেয়। "বেশ মোটা সোটা হয়েছে, গ্রিস্‌কার মতই দেখতে।"

গ্রীগরের মতই ওর চোখ, পেন্টিলিমন দেখে খুশিই হয়, ভাবে, "আমাদেরই বংশের রক্ত—।"

গ্রীগর তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে নেয়।

অনেক রাতে তারা শুতে যায়। আক্‌সিনিয়ার চোখের জলে সার্ট ভেজে গ্রীগরের।

কেমন করে কাটবে আমার দিন?

"আগের দিন হ'লে কি করতে? তখন ত সেনাদলে থাকতে হ'ত বিশ বছর।" গ্রীগর জবাব দেয়।

"মরুক্‌ গে তোমার সেনাদল।" আক্‌সিনিয়া আরও কাঁদে।

আসব ত মাঝে মাঝে ছুটিতে।

"ছুটিতে!" সান্ত্বনা পায়না আক্‌সিনিয়া।

"সারাদিন ভাল লাগেনা এই প্যান-প্যানানি।" বিরক্ত হয় গ্রীগর।

ডননদীর গতিপথে

"হতে যদি মেয়েমানুষ, বুঝতে তবে—" বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদে আক্‌সিনিয়া।

বিদায়ের সময় ভেঙে পড়ে আক্‌সিনিয়া। এক হাতে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে অন্য হাতে ঘোড়ার রেকাব চেপে ধরে। চোখের জল মুছতে পারেনা সে। মেয়ের নরম গালে চুমো খায় গ্রীগর।

"ভালো ভাবে থেকো, সাবধানে রেখো মেয়েকে।" গ্রীগর ঘোড়ায় উঠে।

পথে পেন্টিলিমন জিগ্যেস করে—"তাহলে নাতালিয়াকে তুই আর নিবিনে?"

সেত আমি স্পষ্টই বলে দিয়েছি।

ধর্ম বলেও ত একটা জিনিস আছে!

আমারও কর্তব্য আছে। সন্তানের বাপ আমি।

"বাপ," ভেংচে উঠে পেন্টিলিমন, "কার মেয়ে তার ঠিক নেই!"

গ্রীগরের সব চেয়ে নরম জায়গায় বৃদ্ধ আঘাত করে নির্মমভাবে। গ্রীগরের নিজের মনেও যে সন্দেহের অন্ত নেই! আক্‌সিনিয়াকে সে বলতে পারেনি কোনদিন! নিজের মনেই রক্ত ঝরেছে তার। গভীর রাতে আক্‌সিনিয়া ঘুমালে পরে কতদিন আলো জেলে মেয়ের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে। কার মেয়ে? কার রক্ত এর শিরায়? তার না স্টিপেনের? একবার মনে হয়েছে স্টিপেনের মতই যেন গায়ের রং, আবার ওর কালো তুর্কী-চোখের দিকে চেয়ে গ্রীগরের মন গভীর মমতায় ভরে উঠে—আমার, আমার মেয়ে! মেয়ের ছোট্ট পা দু'খানি ঠোঁটের উপর চেপে ধরে সে।

"যার মেয়েই হোক্ আমি ওকে ত্যাগ করতে পারব না।" অনেকক্ষণ পর গ্রীগর বাপের কথার জবাব দেয়।

"নাতালিয়ার সে চেহারা আর নেই," অনেকক্ষণ পর হঠাৎ বৃদ্ধ আরম্ভ করে। "বাপের বাড়ি থাকতে চায় না কিছুতেই। দেখি, আনতে হবে শীগগীরই!" কি জবাব দিবে গ্রীগর! নিঃশব্দে পথ চলে।

রংরুটদের পক্ষে ডাক্তারি পরীক্ষা যেমনি কঠোর তেমনি অপমানজনক। কথায় কথায় অপমান করে অফিসারেরা। মানুষ বলেই গণ্য করেনা যেন। দ্বাদশ-রেজিমেণ্টে ভর্তি করা হয় গ্রীগরকে।

ঘোড়া নিয়ে বিপদে পড়ে গ্রীগর। ঘোড়ার খুঁৎ ধরা পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত পিওট্রার ঘোড়াটা বদলে নিতে হয়।

কথায় কথায় ধমক খায় গ্রীগর। চাষা বলে গালাগালি দেয় অফিসারেরা। কসাকদের পক্ষে চাষা গালির চেয়ে বড় গালি আর নেই।

গ্রীগরের মন বিষিয়ে উঠে অফিসারদের বিরুদ্ধে।

পরদিন ট্রেন বোঝাই করে ঘোড়া সুদ্ধ রংরুটদের চালান দেওয়া হয় শহরের শিক্ষা-শিবিরে।

চৌদ্দ

নাতালিয়া শ্বশুর-বাড়িতে ফিরে আসে। খুশি হয়ে অভ্যর্থনা করে পেণ্টিলিমন। সস্নেহে অনুযোগ করে, "এতদিনে মনে পড়ল, মা?"

চলে এলাম বাবা, ওখানে ভাল লাগে না আমার।

শাশুড়ি এসে বুকে জড়িয়ে ধরে। চোখের জলে ভাসে দু'জনে। ডুনিয়া ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর বুকে, "বেহায়া, ভুলেই গেছিস আমাদের।" নাতালিয়া হাসে।

ডননদীর গতিপথে

"আর যাবি না ত চলে ?" ডুনিয়া জিগ্যেস করে।

কে জানে ?...

"যাবে কোথায় ?" মা ধমকে উঠে,..."এই ত ওর নিজের ঘর।"

পিওট্রাও খুশি হয়। বড় ভাইয়ের মত সস্নেহ তার ব্যবহার।

সেইদিনই ডুনিয়াকে দিয়ে গ্রীগরের কাছে চিঠি লেখায় পেন্টিলিমন। দীর্ঘ চিঠি। নাতালিয়া এসেছে, পিওট্রার খোকাটা মারা গেছে, কোন্ গরুটার বাচ্চা হয়েছে, খুঁটিনাটি সব খবরই থাকে। সৈনিকের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেয় : রাজার সেবা বৃথা যায় না কোনদিন! উপসংহারে পিতৃত্বের দোহাই দিয়ে আদেশ দেয়, ধর্মত বিবাহিতা পত্নীকে যেন গ্রীগর অবহেলা না করে।

গ্রীগর জবাব দেয় না। কিছুদিন পরে পেন্টিলিমন আবার লেখে। এবার স্পষ্টভাবে সে জানতে চায়, ফিরে এসে গ্রীগর কি করবে। তার বিবাহিত পত্নীকে গ্রহণ করবে, না আগের মত আক্‌সিনিয়াকে নিয়েই থাকবে। অনেক দেরি করে ভাসা-ভাসা জবাব দেয় গ্রীগর। আগে থেকেই কি করে সে বল্‌বে ভবিষ্যতের কথা। বিশেষ করে মেয়ে হওয়ার পর দায়িত্ব বেড়ে গেছে অনেক। তা' ছাড়া যুদ্ধ বাধারও সম্ভাবনা আছে। যুদ্ধ আরম্ভ হ'লে মরবে কি বাঁচবে তারই বা ঠিক কি ? কাজেই এসব প্রশ্ন বর্তমানে অবান্তর।

শীঘ্রই যুদ্ধ আরম্ভ হবে! পেন্টিলিমনের মুখে সবাই শুনে। অস্ট্রিয়া তোড়জোড় করছে—অস্ট্রিয়ার সম্রাট সীমান্তবাহিনী পরিদর্শন করে গেছেন। যে-কোনদিন তারা রুশদেশ আক্রমণ করতে পারে।

গ্রামে বিষাদময় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। যুদ্ধ বাধলে সবাইকে যেতে হবে, স্ত্রী-পুত্র, বাড়ি-ঘর, ক্ষেত-খামার সব ছেড়ে। চারদিকে কেমন যেন অমঙ্গলের

চিহ্ন। সন্ধ্যা হলেই পেঁচা ডাকে আজকাল। বৃদ্ধেরা বলে, রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের আগেও ঠিক এমনি করেই পেঁচা ডাকে।

শহর থেকে দারোগা, সেপাই এসে একদিন স্টকম্যানের বাসা ঘিরে ফেলে। লুকেস্কাকে সামনে পেয়ে দারোগা জিগ্যেস করে, "স্টকম্যান বাড়িতে আছে?

হাঁ হুজুর।

ওর কাছে লোকজন আসে, বৈঠক হয়?

তা আসে হুজুর, মাঝে মাঝে তাসের আড্ডা বসে।

কে কে আসে?

ময়দার কলের মজুরেরাই সাধারণত।

"কে কে নাম বল।" গোয়েন্দার দারোগা ধমকে উঠে।

ইঞ্জিনিয়ার, ওজনদার, ডেভিড, কসাকরাও দু'চারজন।

ইন্স্‌পেকটার আসে। হন্তদন্ত হয়ে পঞ্চায়েতও ছুটে আসে। "দুজন সেপাই নিয়ে গিয়ে ওকে গ্রেফ্‌তার কর" ইন্স্‌পেকটার হুকুম দেয়। পঞ্চায়েৎ কাঁপতে কাঁপতে আদেশ পালন করতে ছুটে।

এই দুটো ঘর তোমার?

হ্যাঁ।

আমরা খানাতালাস করব। বাক্সের চাবি দাও।

"কারণটা জানতে পারি কি?" স্টকম্যান জিগ্যেস করে।

"তার জন্য পরে ঢের সময় পাবে। এটা কি?" একখানা বই তুলে নিয়ে জিগ্যেস করে গোয়েন্দাটা।

বই।

"বই, সেত দেখতেই পাচ্ছি। ঠিকমতন জবাব দাও।" দারোগা ধমকে উঠে।

এই ধরণের বই আর কোথায় রেখেছ ?

যা আছে এইখানেই আছে।

"মিথ্যা কথা," অফিসার গর্জে উঠে।

ঘর খুঁজে দেখ।

তন্ন তন্ন করে তলাসী হয়, জামার সেলাই ছিড়ে দেখে। দেওয়ালের গায়ে টোকা মেরে পরীক্ষা করে। সশস্ত্র পুলিসের করা পাহারায় স্টকম্যানকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। আইভান, ডেভিড, ভ্যালেট, মিশা এদের আগেই ধরে আনা হয়।

স্টকম্যানের জবানবন্দী নেওয়া হয় সবার শেষে।

তুমি সোস্তাল ডিমক্রেটিক লেবার পার্টির সভ্য, এ কথা এতদিন গোপন করেছিলে কেন ?

স্টকম্যান বাইরের দিকে চেয়ে বসে থাকে, জবাব দেয় না।

"একথা অস্বীকার করে এখন আর লাভ নেই।" গোয়েন্দাটা বলে।

"আর কিছু জিগ্যেস করার আছে ?" ক্লান্তভাবে স্টকম্যান পাল্টা প্রশ্ন করে।

এখানে কতদিন এসেছ ?

গত বছর।

দলের আদেশে ?

কারো আদেশেই নয়।

কতদিন হল দলে ঢুকেছ ?

ঠিক বুঝতে পারছিনে।

মিথ্যা কথা বলে লাভ নেই। রস্‌টোভের রিপোর্ট আমার হাতে এসেগেছে।

স্টকম্যান কাগজগুলোর দিকে অপাঙ্গে চেয়ে নেয়, তার পরে বলে, "১৯০৭ সাল থেকে।"

তবে যে বলছিলে দলের নির্দেশে এখানে আসনি ?

ঠিকই বলেছি।

তবে এখানে কেন এসেছিলে ?

এখানে মিস্ত্রি নেই বলে।

বিশেষ করে এই গ্রামটাতেই-বা কেন ?

ওই একই কারণে।

দলের সঙ্গে খবর আদান-প্রদান হয় ?

না।

দলের কর্তারা জানে যে তুমি এখানে এসেছ ?

জানাই ত সম্ভব।

দলের অন্য কোন সভ্যের সঙ্গে তোমার চিঠিপত্রের যোগাযোগ আছে ?

না।

"তবে এ পত্র কার ?" একখানা চিঠি বার করে স্টকম্যানকে দেখায়।

আমার এক বন্ধুর চিঠি। রাজনীতির নামগন্ধও সে জানে না।

রস্‌টোভের কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ আছে ?

না।

তবে কলের মজুরেরা তোমার ঘরে আসে কেন ?

তাতে ক্ষতি কি! এমনিই আসে, গল্পগুজব করে, তাস খেলে।

বাজেয়াপ্ত বই এবং বিপ্লবীদের গুপ্ত ইস্তাহার পড়া হয় ?

বই আর পড়বে কি, ওদের সবই প্রায় নিরক্ষর।

ডননদীর গতিপথে

"অস্বীকার করে লাভ নেই।" গোয়েন্দা মুচ্‌কি হাসে। "তোমার সাকরেদরাই সব ফাঁস করে দিয়েছে।"

বিশ্বাস করিনে।

অস্বীকার করে নিজেরই সর্বনাশ করছ। ভাল চাও ত এখনও সব কথা স্বীকার কর।

ধন্যবাদ!

পরদিন ডাক-গাড়িতে করে স্টকম্যানকে শহরে নিয়ে যাওয়া হয়। হাতকড়ি লাগান, দু'পাশে খোলা তলোয়ার হাতে দু'জন সেপাই। মিলিকোভদের খামারের পাশে বেড়ায় ঠেস দিয়ে স্টকম্যানের বউ এসে দাঁড়ায় ভোর থেকেই। যাবার আগে একবার যদি দেখতে পায় এই আশায়। বৌকে দেখে স্টকম্যান হাত নাড়তে চায়।

"খবর্দার।" একসঙ্গে রুখে উঠে দুই সেপাই। তলোয়ারের বাঁট দিয়ে কনুইয়ের উপর গুতো মারে। স্বয়ং জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ! কি সাংঘাতিকই না এ লোকটা!

তরুণ বয়স। যুদ্ধ করবে, বীরের সম্মান লাভ করবে। দেশের সেবায়, জারের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে ধন্য হবে। কসাকত্বের গৌরবময় ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব তাদের। এম্‌নি কতসব কল্পনাই না ছিল তাদের! কিন্তু প্রথম থেকেই মন ভেঙে যায় ওদের, অফিসারদের ব্যবহারে। মানুষ বলেই যেন গণ্য করে না, কথায় কথায় গালাগালি, অপমান, বুটের গুতো, চাবুক।

ড্রিলের সময় প্রোখরের ঘোড়াটা সার্জেণ্ট-মেজরের ঘোড়াকে লাথি দিয়েছিল।

"তবে রে শুয়োর।" সার্জেণ্ট-মেজর ছুটে গিয়া সপাং সপাং চাবুক কশে

প্রোখরের মুখে চোখে। পাশ দিয়ে মার্চ করে যাওয়ার সময় গ্রীগর দেখে, বিকৃত হ'য়ে উঠেছে প্রোখরের মুখ। বাঁ হাত দিয়ে তাজা রক্ত মুছে ফেলছে সে। হাত কাঁপছে। একটু দূরেই অফিসারেরা দাঁড়িয়ে গল্প করছে আর সিগারেট ফুঁকছে। কিছুই যেন হয় নি, নির্বিকার স্বাভাবিক ভাব!

ডনের তীরে, পাহাড়ে, কান্তারে একদিন জীবন কাটে যাদের অবাধ স্বাধীনতায়, শিবিরের এই অপমানকর অস্বাভাবিক জীবন অসহ্য মনে হয় তাদের।

গোটা শিবিরটাতে মেয়েমানুষ মাত্র দু'জন। পাঁচকের বৃদ্ধা স্ত্রী আর ফ্রেনিয়া বলে একটি মেয়ে। রান্নাঘরেই ফাই-ফরমাশে খাটে।

লুব্ধ দৃষ্টিতে কসাক যুবকেরা ফ্রেনিয়ার দিকে চেয়ে থাকে। ঘাগ্‌ড়া প'রে, ওড়না উড়িয়ে, কোমর দুলিয়ে হাঁটে ফ্রেনিয়া, অকুণ্ঠ প্রশ্রয়ে উত্তেজিত করে তোলে যুবকদের। খাতির অবশ্য তার অফিসারদের সঙ্গেই।

একদিন অফিসারদের ঘোড়া পাহারা দেবার ডিউটি গ্রীগরের। সারাদিনের একঘেয়েমিতে বিরক্ত হ'য়ে উঠে সে। আস্তাবলের ওপাশ থেকে চাপা একটা গোলমালের শব্দ আসে। গ্রীগর ছুটে যায়। অন্ধকার একটা ঘরের মধ্যে অনেকগুলো কসাক এক সঙ্গে ঠেলাঠেলি করছে।

"কি ব্যাপার?" গ্রীগর জিগ্যেস করে।

"ফ্রেনিয়া, ফ্রেনিয়াকে ওরা……" কে একজন চুপি চুপি বলে। ভিড় ঠেলে গ্রীগরও ঢুকে পড়ে।

ঘোড়া সাফ করার একখানা নেকড়ায় মুখ বাঁধা। পাশবিক উত্তেজনায় উন্মত্ত কসাকের দল। অঙ্গের আবরণ ছিঁড়ে নিয়েছে ওর। অসাড়, নিস্পন্দ দেহ, বীভৎস, করুণ! কার আগে কে যাবে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি!…

যুদ্ধ

—এক—

প্রচণ্ড সূর্য আগুন ঢেলে দিচ্ছে। কসাকেরা ক্ষেতে গিয়েছে ফসল কাটতে। ডেরিয়া আর নাতালিয়াকে নিয়ে পিওট্রাও গিয়েছে মাঠে। রৌদ্রে তিষ্ঠান যায় না। জল খেতে না খেতেই গলা শুকিয়ে উঠে পিওট্রার। ঘামে নেয়ে উঠে যেন! ঘুরে ঘুরে কাটা ফসলের ডাঁটাগুলো জড় করে ডেরিয়া। জামা গায়ে রাখতে পারে না ও। বুক-খোলা সার্টের ফাঁকে মুক্তা-বিন্দুর মত ঘাম গড়িয়ে পড়ে। ঘোড়ার ভার ছিল নাতালিয়ার উপর। রৌদ্রে মুখ-চোখ লাল হ'য়ে উঠে তারও।

"আর পারা যায় না!" ক্লান্তিতে বিরক্তিতে ভেঙে পড়ে ডেরিয়া।

"এই ত আর গোটা দুই ফালি।" পিওট্রা বলে।

থাকগে এখন, রোদ পড়ুক আগে। এখান থেকে হ্রদ কত দূর?

মাইল দুই।

চলনা, স্নান করে আসি। বেশ আরাম হ'বে।

"যে রোদ!" নাতালিয়া বলে, "যেতে আসতেই স্নানের শোধ উঠে যাবে।"

নাঃ, ঘোড়ায় যাব ত।

ডেরিয়া এক লাফে ঘোড়ায় উঠে বসে। কসাক সৈনিকের মত গর্বিত ভাব। ক্ষেত ছেড়ে রাস্তায় এসে পড়তেই ওরা দেখে রাস্তার বাঁকে মেঘের মত ধুলি উড়ছে।

কে যেন তীব্র গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। দেখতে দেখতে সওয়ার কাছে এসে পড়ে। এক হাতে ঘোড়ার লাগাম অন্য হাতে ধুলায় বিবর্ণ একটা লাল নিশান। ঘোড়ার মুখে ফেনা ছিটছে।

ডননদীর গতিপথে

"হুশিয়ার!' পাশ দিয়ে যাবার সময় সওয়ার হাঁকে! ঘোড়ার পায়ের ধুলি মিলিয়ে যাবার আগেই কসাকেরা সব ক্ষেত ছেড়ে রাস্তায় উঠে আসে।

"কি ব্যাপার?" এ ওকে প্রশ্ন করে জটলা করে।

গির্জার মাঠে গোটা গ্রামটাই ভেঙে পড়ে। সবার মুখেই এক কথা— সেনা-সমাবেশের আদেশ এসেছে। চারদিকে উত্তেজনা। যে যার মত মন্তব্য করে।

"বাজে কথা, যুদ্ধ না ছাই হবে।" একজন বলে।

"ধর যদি যুদ্ধ হয়ই।" আর একজন বলে।

হয় হবে, কসাকদের সামনে দাঁড়াবে কে?

যুদ্ধের সাথে আমাদের কি? যাদের যুদ্ধ তারাই করুক্ গে।

পাকা ফসল ক্ষেতে পড়ে রয়েছে, এখন যাও যুদ্ধে!

এক তরুণ কসাক অসন্তোষের বিষ ছড়ায়।

কিন্তু পঞ্চায়েৎ ত বলেছে, সত্যি সত্যি যুদ্ধ না বাঁধলে ত আমাদের ডাকার নিয়ম নেই!

আর একটা বছর গেলেই ত হ'ত, তা'হলে তিন নম্বর রিজার্ভ দল থেকেও রেহাই পেতাম।

প্রৌঢ় এক কসাক আক্ষেপ করে।

ফেলে রাখো তোমার তিন নম্বর রিজার্ভ। যুদ্ধ বাঁধলে ওরা ঘাটের মড়াকেও টেনে নিয়ে যাবে।

অনেক রাত পর্যন্ত এমনি জটলা হয়।

প্রথম রিজার্ভবাহিনীর ডাক পড়ে। টাটারস্ক গ্রাম থেকে পিওট্রা, এনিকুস্কা, স্টিপেন, টমিলিনকেও যেতে হয়। ডন উপত্যকা থেকে সামরিক

হেড কোয়ার্টার কয়েকদিনের পথ। পথে এক বৃদ্ধ কসাকের গৃহে তারা অতিথি হয়। লোল-চর্ম বৃদ্ধ, তুর্কী-অভিযানে যুদ্ধ করে সে।

যুদ্ধে ত চল্‌লে, বাবা সকল, কিন্তু আজকাল শুনি সব কলের অস্ত্র হয়েছে।

সবই সমান, চাচা! মানুষ মারা দিয়ে ত কথা।

একটা কথা তোমাদের বলি, যুদ্ধে ত যাচ্ছ—যদি প্রাণ নিয়ে ফিরে আস্‌তে চাও তবে দু'টি কথা সব সময় মনে রাখ্‌বে।

বৃদ্ধ উপদেশ দেয়।

কি-কি?

কখনও লুঠতরাজ করবে না। আর দ্বিতীয়ত, মেয়ে মানুষের গায়ে হাত দিবে না।

লুঠতরাজের কথা ছেড়ে দাও। নিজের যা আছে তাই নিয়ে ফিরে আস্‌তে পারলেই বাঁচি কিন্তু মেয়ে মানুষের গায়ে হাত দিতে নিষেধ করছ কেন? সে কি কখনও পারা যায়?

"পারতেই হবে," দৃঢ়কণ্ঠে বৃদ্ধ বলে, "না হ'লে ফলও পাবে হাতে হাতে। আর এই প্রার্থনাটা লিখে নিয়ে যাও, রোজ একবার করে আওড়াবে। গায়ে আঁচড়টিও লাগবে না।"

যুবকেরা স্তোত্রটা লিখে নেয়। মায়ের আশীর্বাদী ইকন আর ভিটের মাটি এনেছে তারা যে কৌটায়, কাগজটুকুও সেই কৌটার মধ্যে ভরে ভিতরের দিকে বুক পকেটে রেখে দেয়। লেখেনা কেবল স্টিপেন, নিঃশব্দে ম্লান হাসে শুধু।

"যুদ্ধ!"

রুশ-অস্ট্রিয়ার সীমান্তে ট্রেন ভরে সৈন্য চালান দেওয়া হয়।

স্টেশনে স্টেশনে মেয়েরা রুমাল উড়িয়ে সম্বর্ধনা করে। গাড়ির মধ্যে বিড়ি আর মিষ্টি ছুঁড়ে দেয়।

ভোরোনেজ স্টেশনে এক বৃদ্ধ রেল শ্রমিক জানালার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে বলে, "চললে ?"

হ্যাঁ, চাচা, যাবে নাকি ?" এক কসাক ছোকরা জিগ্যেস করে। "ধরত বুড়োকে, তুলে নে টেনে," আর একজন রসিকতা করে।

"বলির পাঁঠা সব......হতভাগ্যের দল !" সখেদে মাথা নাড়ে বৃদ্ধ।

—দুই—

জুলাই মাস। ১৯১৪ সাল। অনবরত কুচকাওয়াজ আর পাঁয়তারায় হাঁপিয়ে উঠে কসাকেরা। এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই। একটা রাতও স্থির হয়ে কাটে না কোথাও। এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে চালান হচ্ছে রোজ।

অস্ট্রিয়ান সীমান্তের একটি স্টেশনে রাত্রির অন্ধকারে চার নম্বর কসাকবাহিনীকে নামান হয়। গ্রীগরও আছে এই দলে।

কসাকবাহিনী এগিয়ে চলে। তালে তালে ঘোড়ার পায়ের শব্দ উঠে। রাত্রি জাগরণে, পরিশ্রমে কেমন যেন শিথিল একটা অবসাদের ভাব। নিদ্রালু চোখে প্রভাত অরুণের আলো এসে পড়ে।

গুড়ুম্ গুড়ুম্! হঠাৎ কামানের শব্দ ! ঘোড়াগুলো থম্‌কে দাঁড়ায়, টেলিগ্রাফের তারে কি একটা পাখি বসে পুচ্ছ নাচাচ্ছিল, ভয় পেয়ে উড়ে যায়। ঘাড় উঁচু করে ঘোড়াগুলি লম্বা নিশ্বাস নেয়। বাতাসে বিপদের গন্ধ !

ডননদীর গতিপথে

"এগোও! এগোও!" অফিসার আদেশ দেয়।

সারাদিন পরিশ্রমে ক্লান্ত কসাকেরা ঘামে ভিজে উঠে, ঘোড়াগুলোর পা যেন আর উঠে না। দূরে ঢালু পাহাড়ের গায়ে একখানা গ্রাম। তার পাশেই বন। বনের মধ্যে অনবরত রাইফেলের শব্দ!

কসাকবাহিনী গ্রামে গিয়ে ঢোকে। গ্রীগর চেয়ে দেখে গ্রামবাসীরা সব পালিয়ে যাচ্ছে। একখানা চালায় আগুন দেয় সৈন্যরা, বাড়ির মালিক বৃদ্ধ কৃষক নির্লিপ্তভাবে চেয়ে থাকে। আকস্মিক সর্বনাশের গুরুত্ব এখনও যেন সে বুঝে উঠতে পারে নি। গ্রীগর আশ্চর্য হয়, দামি জিনিসপত্র ফেলে মেয়েরা হাঁড়িকুড়ি নিয়ে টানাটানি করে। ছেঁড়া একটা বালিশের তুলো বাতাসে উড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

অস্ট্রিয়ার সীমান্ত ভেদ করে চতুর্থ কসাকবাহিনী অগ্রসর হয়। কুড়িজন অশ্বারোহী সঙ্গে দিয়ে একজন অফিসারকে শত্রুর সন্ধান নিতে পাঠান হয়। কয়েক মাইল দূরে এসে সন্ধানী দল থামে। অফিসার দূরবীন কশে। কসাক দল আবার ঘোড়া ছুটায়। ঝোপ, ঝাড়, খানা ডোবাগুলোর দিকে ভয়ে ভয়ে চায়—কোথায়-বা লুকিয়ে আছে শত্রু! চোরের মত সতর্ক তাদের দৃষ্টি!

উঁচু একটা টিলার উপর উঠে অফিসার আবার দূরবীন কশে।

"ঐ যে!" অফিসারের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠে। সার্জেন্ট এগিয়ে যায়। কসাকরাও তাকায়। খালি চোখেই দেখা যায়। ছাই রংয়ের পোশাক-পরা অগণিত শত্রুসৈন্য একটা পরিখার পাশে কিলবিল করে। মুহূর্তের মধ্যে কসাকরা টিলার উপর থেকে নেমে আসে, অফিসার নোট বইয়ের পাতায় কি সব লেখে।

ডননদীর গতিপথে

মিলিকোভ !

স্যার।

তোমার ঘোড়া সব চেয়ে ভাল। ছুটে গিয়ে এই কাগজখানি সেনাপতির হাতে দেবে।

একলাফে ঘোড়ায় উঠে গ্রীগর চাবুক কশে। আফিসার হাত-ঘড়ির দিকে চায়।

চিঠি পড়েই ঘোড়ার উপর লাফিয়ে উঠে সেনাপতি। তলওয়ার ঘুরিয়ে আদেশ দেয়। সমস্ত বাহিনী চঞ্চল হ'য়ে উঠে। মুহূর্তের মধ্যে একহাজার কসাক অশ্বারোহীর পদভরে মাটি কেঁপে উঠে। তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে কসাকবাহিনী আক্রমণ শুরু করে। দূরে কামানের শব্দ হয়। মেসিনগান কড়্ কড় করে উঠে।

উল্কার মত কসাকদের মাথার উপর দিয়া গোলা ছুটে যায়। প্রথম ঢলে পরে পতাকাবাহী। ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিট্‌কে পড়ে প্রোখর। বিকট একটা চিৎকার করে ঘোড়াটাও লাফিয়ে উঠে। মুখ থুবড়ে পড়ে যায় প্রোখর, তার দেহের উপর দিয়ে পিছনের ঘোড়াগুলো এগিয়ে যায়, চিৎকার করারও অবসর পায় না বেচারী। মুহূর্তের জন্য ফিরে চায় গ্রীগর। চোখ দুটো প্রোখরের বেরিয়ে এসেছে ঠিক্‌রে। তার বীভৎস, ভয়ার্ত দৃষ্টি গ্রীগরের মনে দাগ কেটে বসে। বৃষ্টির মত মেসিনগানের গুলি ছোটে। দলে দলে ঢলে পড়ে কসাক। মারা পড়ে ঘোড়া। তবুও থামে না তারা। কামান আর মেসিনগানের ঘাঁটির উপর গিয়ে বিদ্যুৎগতিতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। একজন বুড়ো অস্ট্রিয়ান গ্রীগরের নাকের উপরে বন্দুক তোলে। গুড়ুম্ করে শব্দ হয়। ঘোড়ার পিঠের উপরে শুয়ে পড়ে গ্রীগর। ঘোড়ার ঘাম লাগে ওর গালে।

কানের পাশ দিয়ে শাঁ করে গুলি বেরিয়ে যায়। গরম সীসার ছ্যাঁকা লাগে কানে। হাতের লম্বা বর্শাটা নিয়ে গ্রীগর এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলে তাকে। কাঁপতে কাঁপতে ঢলে পড়ে অস্ট্রিয়ানটা।

শহরের মধ্যে পালিয়ে যায় অস্ট্রিয়ানরা। কসাক অশ্বারোহী তাড়া করে পিছনে। শহরের রাজপথ রাঙা হয়ে উঠে।

পার্কের লোহার রেলিঙের পাশ দিয়ে একজন অস্ট্রিয়ান সেনাকে পালাতে দেখে গ্রীগর ঘোড়া ছুটিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। মাথা লক্ষ্য করে তলোয়ার তোলে। দুই হাতে মাথা চেপে ধ'রে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে সে। ওর ঘামে-ভেজা বিবর্ণ পোশাক মুহূর্তের মধ্যে লাল হ'য়ে উঠে। পাথরের রাস্তায় একটি জড় পদার্থ ঢলে পড়ে। নিহত আর হত্যাকারীর চক্ষু মিলিত হয়। গলার মধ্যে ঘড়্ঘড়্ শব্দ উঠে। ভয় পেয়ে গ্রীগরের ঘোড়া রাস্তার মাঝখানে সবে আসে। চারদিকে গুলির শব্দ। গ্রীগরের পাশ দিয়ে ভয়ার্ত একটা ঘোড়া তীব্র গতিতে ছুটে যায়। রেকাবের সঙ্গে এক কসাকের ঠ্যাং বেধে আছে। মৃতদেহটা ছিঁচড়ে চলেছে পথে।

দূরে একদল বন্দীকে তাড়িয়ে নিয়ে কসাকরা ছুটে চলে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ে গ্রীগর। পায়ে পায়ে রেলিঙের ধারে সেই নিহত অস্ট্রিয়ানের কাছে ফিবে যায়। পাথরের উপর রক্ত জমে উঠে। নির্নিমেষে চেয়ে থাকে গ্রীগর, নিহত অস্ট্রিয়ানের বিকৃত বীভৎস মুখের দিকে। কেমন যেন করুণা হয় মনে। শিশুর মত অসহায়!

"এই!" দূর থেকে একজন কসাক অফিসার হাঁক দেয়। ঘোড়ার কাছে ফিরে যায় গ্রীগর। রেকাবের উপর পা তুলে দিয়ে বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থাকে। ঘোড়ায় উঠার শক্তি যেন ওর নিঃশেষ হ'য়ে যায়।

—তিন—

তৃতীয় ডন-কসাকবাহিনী ভিল্না শহরে এসে ঘাঁটি করে। অফিসারেরা আশ্রয় নেয় এক পোল জমিদারের শূন্য বাড়িতে। সারাদিন তাস খেলে, মদ খায়, নায়েবের মেয়েটাকে নিয়ে আড্ডা দেয়। মাইল দুয়েক দূরে কসাকদের তাঁবু। কসাকরা রোদে পোড়ে, ঘোড়ার ঘাস কাটে, গান গায় আর মাছি তাড়ায়।

একদিন খবর আসে স্বয়ং সম্রাট কসাকবাহিনী পরিদর্শন করবেন। ঘোড়ার খুর থেকে নিজেদের জামার বোতাম পর্যন্ত কসাকেরা ঘসে চক্চকে করে তোলে।

হঠাৎ একদিন কসাকদের জিনিসপত্র সব ব্যারাকের গুদামে জমা দেবার আদেশ হয়। কারণ কি? কসাকেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, অফিসারকে জিগ্যেস করে। গভীর উদ্বেগ ফুটে উঠে তাদের চোখে মুখে। অফিসার নিজেই কি জানেন? কিন্তু সে কথা ত আর স্বীকার করা যায় না কসাকদের কাছে!

পরদিন কুচ্কাওয়াজের কায়দায় কসাকবাহিনীকে মাঠে নিয়ে দাঁড় করান হয়। সেনাপতি এসে পরিদর্শন করেন। তাঁর মুখেই কসাকেরা শুন্তে পায় জার্মাণী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

দেশের নামে, জাতির নামে কসাকদের উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্য তিনি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। কসাকরা চুপ করে শোনে, কিন্তু উত্তেজনার সঞ্চার হয় না তাদের মনে। অন্যের দেশ জয় করার, অন্যের জাতীয়-পতাকা পদদলিত করার জন্য আগ্রহ জাগেনা তাদের। মনে জাগে তাদের পরিত্যক্ত নিভৃত গৃহ-কোনের ছবি, স্ত্রীপুত্র কন্যার কথা, মানসী

প্রিয়ার কথা। ভাবে তারা ডন নদীর কথা, পার্বত্য উপত্যকার কথা, ক্ষেত-খামার গরু-বাছুরের কথা, মাঠে-ফেলে-আসা পাকা ফসলের কথা।

ক্রচ্‌কোভ, পোপোভ্‌ এবং আরও তিনজন কসাককে পাঠান হয় সীমান্তের একটা ঘাঁটি পাহারা দিতে।

কসাকদের কেমন যেন ভয়-ভয় করে। সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে হটিয়ে আনা হয়েছে। আক্রমণের প্রথম ধাক্কা সামলাতে হবে এখন তাদেরই। হয়ও তাই। বিশজনের একটি জার্মাণ টহলদার দল এসে হাজির হয় একদিন। কসাক ঘাঁটির পাশ কাটিয়ে জার্মাণরা আরও এগিয়ে চলে। কসাকরাও পিছু-পিছু ঘোড়া ছুটায়। হঠাৎ জার্মাণরা ঘুরে দাঁড়িয়ে আক্রমণ করে। হাতাহাতি যুদ্ধ হয়, নৃশংস, ভীষণ। বুনো শুয়োরের মত আক্রমণ করে তারা পরস্পরকে। ক্রচ্‌কোভকে ঘিরে ফেলে জার্মাণরা, বন্দী করার চেষ্টা করে। একজন জার্মাণের বুকে বর্শা বিঁধিয়ে পথ করে নেয় ক্রচ্‌কোভ্‌। জার্মাণ অফিসার স্বয়ং মৃখিনকে তাড়া করে। ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলি ছোঁড়ে মৃখিন। অফিসারটি ঢলে পড়ে, জার্মাণরা পালিয়ে যায়। কসাকরাও প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে ঘাঁটিতে ফিরে আসে।

এক ঘণ্টার মধ্যে কসাকবাহিনী অগ্রসর হয়। তরুণ জার্মাণ অফিসারের মৃতদেহ ঘিরে দাঁড়ায় তারা। কেউ ছিঁড়ে নেয় বুট, কেউ পোশাক।

ঘড়িটা খুলে নিয়ে এক কসাক নগদ দামে সার্জেণ্টের কাছে সেখানেই বিক্রি করে। পকেট-বুকে পাওয়া যায় কয়েক আনা খুচরা পয়সা, একগুচ্ছ রেশমী সোণালী চুল, একটি মেয়ের ফটো, সুন্দর গর্বিত হাসি মুখ।

ক্রচকোভের কপাল ফিরে যায়। বীরত্বের শ্রেষ্ঠ সম্মান সেণ্ট জর্জের ক্রশ-চিহ্নে তাকে ভূষিত করা হয়। তাকে রাজধানীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। স্বয়ং জার তার পিঠ চাপ্‌ড়ে বাহ্‌বা দেন। কাগজে কাগজে তার ছবি ছাপা হয়। বণিক-সংঘ থেকে সোনা-বাঁধান একটা পিস্তল উপহার দেওয়া হয়।

কিন্তু কেন এই সব? বুনো শুয়োরের মত তারা পরস্পরকে আক্রমণ করে, ক্ষ্যাপা কুকুরের মত যুদ্ধ করে, তারপর ক্ষত-বিক্ষত দেহে, বিবর্ণ বিকৃত মুখে ফিরে আসে—এইজন্যে? এরই নাম বীরত্ব?

—চার—

সেই দিনের পর থেকে অদ্ভুতভাবে বদলে যায় গ্রীগর। নিহত অস্ট্রিয়ানের বীভৎস, বিকৃত মুখ ভুলতে পারে না সে। রাতে ঘুম হয় না। স্বপ্ন দেখে চম্‌কে উঠে। ঠক্ ঠক্ কাঁপে, সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে উঠে।

শুধু গ্রীগর নয়। অল্প বিস্তর পরিবর্তন হয় সবারই। প্রোখর হাসপাতাল থেকে ফিরে আসে। ঘোড়ার খুরের দাগ আঁকা ওর গালে। কসাকদের সে হাসি নেই, সে গান নেই। কেমন যেন হয়ে গেছে সবাই।

গ্রীগরদের বাহিনীকে তিন দিনের বিশ্রাম দেওয়া হয়। ডন কসাকদেরই আর একটা বাহিনী তাদের বদলীতে কাজ করবে। এই দলে আছে স্টিপেন, পিওট্রা, এনিকুস্‌কা এবং টাটারস্ক গ্রামের আরও অনেকে।

ডননদীর গতিপথে

পিওট্রাকে দেখে গ্রীগর ছুটে যায়। মুখে চোখে আনন্দের উত্তেজনা, "দাদা!"

গ্রীস্‌কা! কেমন আছিস?

ভাল।

বেঁচে আছিস তাহলে?

আছি তো।

বাড়ির সবাই ভালবাসা জানিয়েছে তোকে।'

কেমন আছে সবাই?

সব ভাল।

পিওট্রা বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারে না। ভিড়ের চাপে সরে যায়।

ভিজা চুলে, সার্ট গায়ে, পাজামার এক ঠ্যাঙের মধ্যে পা ঢুকাতে ঢুকাতে পড়ি-কি-মরি করে ঝারকোভ ছুটে আসে। "এই যে ঝারকোভ ভাই!" একজন উল্লাসে চিৎকার করে উঠে, "আমার মা আছে কেমন, ভাই?"

"ভালই আছে।" সরে যেতে যেতে সে জবাব দেয়।

জিনিসপত্র কিছু দিতে পারে নি, আজকাল পাওয়া যায় না কিছু। ততক্ষণে আর একখানা ঠ্যাং পা-জামার মধ্যে ঢুকিয়ে নেয় ঝারকোভ।

শেষ পর্যন্ত গ্রীগর আর পিওট্রাদের বাহিনী একখানে এসে মিলিত হয়। পিওট্রার পাশে ঝুপ করে বসে পড়ে' গ্রীগর বলে, "দাদা, মারা গেলাম ভাই, এ আর ভাল লাগে না আমার।"

গ্রীগরের কুঞ্চিত কপালের দিকে শঙ্কিত ভাবে চায় পিওট্রা।

কেন কি হয়েছে?

কি আর? ব্যাটারা নিজেরা আসবে না, আমাদের কাঁধে বন্দুক রেখে যুদ্ধ করছে। নেকড়ের চেয়েও হিংস্র হয়ে উঠেছি আমরা!

নিজের হাতে হত্যা করেছিস কাউকে?

"হ্যাঁ।" গ্রীগরের বুকের মধ্যে কি যেন ঠেলে উঠে।

"শুনি।". পিওট্রা জিগ্যেস করে।

বিবেকের দংশনে মরে যাচ্ছি আমি। প্রথম লোকটাকে না হয় উত্তেজনার মুখেই মেরেছি, সে না-হয় আত্মরক্ষার জন্য......কিন্তু দ্বিতীয় জনকে...... !"

হুঁ।

ভাল লাগে না, ওর বীভৎস মুখ, আর্ত চোখ স্বপ্নে দেখে চমকে উঠি আমি।

এ সব এখনও তোর রপ্ত হয়নি কিনা,:তাই!

"তোদের কি আমাদের সঙ্গেই রাখবে?" গ্রীগর আলোচনার মোড় ফিরিয়ে নেয়।

না, আমাদের অন্য একটা রেজিমেণ্টের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে।

দু'ভাই হ্রদে নেমে স্নান করে।

"একবার বাড়ি যেতে বড় ইচ্ছা করে।" গ্রীগর বলে, "ওরা সব কেমন আছে?"

নাতালিয়া আমাদের বাড়িতেই আছে।

বাবা মা কেমন আছেন?

"ভালই আছে। তুই ফিরে যাবি এই আশাতেই এখনও বুক বেঁধে আছে নাতালিয়া"। পিওট্রা ভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে আবার বলে, "তোর উচিত চিঠিতে তার কথা এক-আধটু লেখা। তোর জন্যই বেঁচে আছে সে।"

আশ্চর্য ! এখনও সে আশা করে ?

তা আশা নিয়েই ত মানুষ বেঁচে থাকে......চমৎকার মেয়ে কিন্তু ! যেমনি সংযম, তেমনি দৃঢ়তা......আশে পাশে ঘেঁষতে পারে না কেউ।

আবার বিয়ে করলেই ত পারে !

তোর যোগ্য কথাই বটে !

তাই ত স্বাভাবিক।

সে তুইই বুঝে দেখ্, আমি কি বলব ?

ডুনিয়া কেমন আছে ?

সে ডুনিয়া আর নেই, মস্ত ঢ্যাঙা হয়ে উঠেছে এখন, চিনতেই পারবিনে।

সত্যি !

ওর বিয়ে হবে শীগ্গীরই, কিন্তু আমরা তখন কোথায় থাকব কে জানে !

আক্সিনিয়ার কোন খবর জানিস ?

যুদ্ধ-ঘোষণার আগে গ্রামে এসেছিল একদিন।

গ্রামে কেন ?

কোন জিনিস-পত্র নিতে বোধ হয়।

তোর সঙ্গে কথাবার্তা হয় কিছু ?

না। তবে ভালই দেখলাম, আরামেই আছে মনে হয়। আর একটা কথা শোন্, স্টিপেন কিন্তু এখনও ভোলে নি তোকে। সুযোগ পেলেই শোধ নেবার চেষ্টা করবে।

"তা জানি। ক্ষেত-খামার কেমন হয়েছে ?" গ্রীগর জিগ্যেস করে।

হয়েছে ত ভালই, তবে পাকা ফসল কাটার আগেই ত' আমাদের টেনে এনেছে।

হঠাৎ টেলিফোনে আদেশ পেয়ে পনের মিনিটের মধ্যে গ্রীগরদের বাহিনী রণাঙ্গনে যাত্রা করে। বিদায়ের সময় পিওট্রা ভাইয়ের হাতে এক টুকরা কাগজ গুঁজে দেয়।

"কি ?" গ্রীগর জিগ্যেস করে।

তোর জন্য একটা প্রার্থনা লিখেছিলাম, নে।

"কোন লাভ আছে এতে ?" গ্রীগরহাসে

"হাসি-ঠাট্টার জিনিস নয়।" পিওট্রা ধমকে উঠে।

হাসি-ঠাট্টা ত' করছিনে···তবে···

"তা হোক হুঁশিয়ার থাকিস। উত্তেজিত হয়ে হোঁৎকার মত সামনে ঠেলে যাস্‌নে যখন-তখন। মাথা যাদের গরম হয়, মরে বেশি তারাই। সাবধানে থাকিস।" মলিন মুখে হাত নেড়ে ভাইকে বিদায় দেয় পিওট্রা।

বার নম্বর কসাক অশ্বারোহী-বাহিনী—তীব্র গতিতে শহরের পর শহর দখল করে চলে। এত উত্তেজনাতেও গ্রীগরের মানসিক অবসাদ কাটে না। গ্রীগরদের বাহিনীতে ইউরোপিন বলে এক কসাক ছোক্‌রা নূতন এসেছে।

"মনে মনে সারাদিন কি ভাবিস গ্রীগর ?" ইউরোপিন একদিন গ্রীগরকে জিগ্যেস করে।

কি আবার ভাবব ?

মিথ্যুক কোথাকার! মানুষের মুখ দেখলেই আমি বুঝতে পারি হে!

কি বুঝেছিস্ ?

তুই ভয় পেয়েছিস্, মরতে ভয় পাস!

মাথা খারাপ!

তবে? কাউকে হত্যা করেছিস নিজের হাতে?

হ্যাঁ, তাতে কি?

সে কথা বোধ হয় ভুলতে পারিস নি, মনে বোধ হয় দাগ কেটে বসেছে?

"দাগ আবার কাটবে কি?" গ্রীগর হাসে।

তোর মন এখনও নরম। তলোয়ার দিয়ে মানুষ কাটবি, তার আবার অতশত কী? মানুষ ত মানুষের মত নরম। তবে হ্যাঁ, ঘোড়ার গায়ে হাত দিসনে যেন, নিতান্ত না ঠেক্‌লে। যত নষ্টের গোড়া ত এই মানুষ! জানিস, মানুষ মারায় পুণ্যি আছে। একটা করে মানুষ কাটবি আর একটা করে পাপ ক্ষয় হবে।

ইউরোপিনের দয়ামায়া নেই, হয়ত মন বলেও কিছু নেই।

মূল বাহিনী পিছনে হটিয়ে নেওয়া হয়েছে। একজন সার্জেণ্টের অধীনে পাঁচজন কসাক কয়েকদিন ধরে একটা ঘাঁটি পাহারা দিচ্ছে। গ্রীগর এবং ইউরোপিনও আছে এই দলে।

সুন্দর পোশাক-পরা পাঁচজন টহলদার হুঙ্গেরিয়ান সৈন্য একদিন কসাক-ঘাঁটির কাছে এসে পড়ে। বন্দুকের পাল্লার মধ্যে এসে পড়তেই কসাকরা রাইফেল ছুঁড়তে আরম্ভ করে। ইউরোপিনই প্রথম লাফিয়ে নামে ঘোড়ার পিঠ থেকে। একটা হুঙ্গেরিয়ান ঘোড়া চিৎ হয়ে প'ড়ে পা ছুঁড়তে থাকে। হাঁটু চেপে ধরে পড়ে আরোহী। আর সবাই পালিয়ে যায়। ইউরোপিন আবার বন্দুক তাক করে। হুঙ্গেরিয়ান অশ্বারোহী আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত তোলে। ইউরোপিন তাকে বন্দী করে। কসাকেরা বন্দীর তলোয়ার কেড়ে নেয়। বন্দী আপত্তি করে না, খুশিই বরং হয়। এই তলোয়ারের ভার যেন অসহ্য হয়ে উঠেছিল তার। বিড়ির থলি বের করে কসাকদের সে বিড়ি দেয়।

"খাতির কচ্ছে!" সার্জেণ্ট হাসে। সবাই বিড়ি খায়।

"একে ত শিবিরে নিয়ে যেতে হয়, কে যাবে?" সার্জেণ্ট জিগ্যেস করে।

"আমি।" ইউরোপিন এগিয়ে আসে।

"বেশ, সঙ্গে পিস্তল-টিস্তল আছে নাকি হে?" সার্জেণ্ট বন্দীকে জিগ্যেস করে। বন্দী সার্জেণ্টের ভাষা বুঝে না। কসাকরা তার দেহ তল্লাস করে। বন্দী আপত্তি করে না, ছেলেমানুষ এখনও। গোল গোল ভরা-গাল, গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে কেবল।

বারে বারে রুমাল দিয়ে হাঁটুর রক্ত মোছে। ঘোড়ার কাছে সে একবার যেতে চায়, টুপি, কম্বল আর নোটবইখানা আনতে। নোটবইয়ের মধ্যে ওর বাড়ির সবার ফটো আছে। হাত নেড়ে কি যেন সে বলে, কসাকরা ওর ভাষা বুঝতে পারে না। ইউরোপিনের পাহারায় ওকে শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

একটু পরেই ইউরোপিন ফিরে আসে।

"এখনি ফিরে এলে যে, বন্দী কোথায়?" সার্জেণ্ট জিগ্যেস করে।

"দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল।" ইউরোপিন ধীরে সুস্থে বলে।

"আর তুমি যেতে দিলে!" একজন শ্লেষ করে।

"না, মাঠের মধ্যে কেটে রেখে এসেছি।"

"মিথ্যুক কোথাকার!" গ্রীগর ধমকে উঠে, "মিছিমিছি মেরে ফেললি ওকে!"

"তোর তাতে কি, চেঁচাস কেন?" ইউরোপিন চোখ পাকায়।

"কি !" গ্রীগর বন্দুক নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। রাগে ওর হাত কাঁপে।

"কি, হচ্ছে কি ?" সার্জেট এসে ধাকা মারে। বন্দুকের শব্দ হয়, একটা গাছের পাতা ছিঁড়ে পড়ে।

"করনা, আবার গুলি কর"। ইউরোপিন সামনে দাঁড়িয়ে হাসে। কোন চাঞ্চল্য নেই ওর।

"তোকে খুনই করব আমি।" গ্রীগর রুখে যায়।

"হচ্ছে কি ? কোর্ট মার্শাল হওয়ার ইচ্ছা আছে বুঝি ?" সার্জেন্ট ধমকে উঠে।

"মিথ্যা বড়াই করিসনে গ্রীগর। মারত দেখি !" ইউরোপিন দাঁত বের করে হাসে।

সন্ধ্যেবেলা ফেরার পথে কসাকরা দেখে মাঠের মধ্যে বন্দী যুবকের খণ্ডিতদেহ পড়ে আছে। পিছন থেকে এক কোপে ঘাড় থেকে কোমড় পর্য্যন্ত নেমে গেছে। সামনে এসে ঘোড়া থামিয়ে দাঁড়ায় গ্রীগর। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকে।

কয়েক দিন পরে অস্ট্রিয়ানদের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ হয়। পিছন থেকে মাথায় তলোয়ারের কোপ খেয়ে গ্রীগর ঢলে পড়ে।

—পাঁচ—

ক্যাপ্টেন ইউজিন স্বেচ্ছায় কসাকবাহিনীতে বদলী হয়। পিটার্সবার্গ থেকে একদিন সে ওয়ারশ-গামী ট্রেণে চেপে বসে। এক পাদ্রীও যায় সেই গাড়িতে। রণাঙ্গনের সৈন্যদেরও ধর্ম না হলে চলে না। মধ্যবিত্তদের মধ্যে যারা লেখাপড়া শিখেছে তাদের অবশ্য ধর্মবিশ্বাসের মূল শিথিল হয়ে এসেছে। কিন্তু কৃষকরা এখনও ঠিক আগের মত।

রেজিমেণ্টের সেনাপতির অফিসে গিয়ে ইউজিন এত্তালা দেয়। রণাঙ্গন থেকে বহুদূরে সাধারণত যা থাকে, বড় একটা গ্রামে এক পাদ্রীর বাড়িতে সেনাপতির অফিস। কেমন যেন ক্লান্ত বিষণ্ণ ভাব। কেরানীরা টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে কাজ করছে। সেনাপতির খাস কামরায় গিয়ে ইউজিন অভিবাদন করে। ঢ্যাঙ্গা প্রৌঢ় এক কর্ণেল তাকে অভ্যর্থনা করে। ক্লান্ত নিষ্প্রভ চোখ, লম্বা চুলগুলো বাঁ হাতে পিছনের দিকে ঠেলে দিতে দিতে কর্ণেল তাকে বসতে বলে। তারপর প্রয়োজনীয় দুয়েকটা কথা জিগ্যেস করে। রাজধানীর অবস্থা কি, পথে কষ্ট হয়েছে কিনা ইত্যাদি শুধু ভদ্রতাসূচক প্রশ্নও হয়। কিন্তু একবারও কর্ণেল মুখ তুলে চায়না ইউজিনের দিকে।

"যুদ্ধক্ষেত্রে খুব চোট গিয়েছে নিশ্চয়।" কর্ণেলের ক্লান্ত অবসন্ন দেহের দিকে চেয়ে ইউজিনের শ্রদ্ধা হয়, সহানুভূতি বোধ করে।

"আচ্ছা বেশ, অফিসারদের সঙ্গে সব আলাপ-পরিচয় কর। বড় ক্লান্ত আমি, তিন দিন ঘুমাইনি। রাতদিন পরিখার মধ্যে বসে থাকা। তাসখেলা আর মদ খাওয়া ছাড়া কিইবা করার আছে?"

ডননদীর গতিপথে

ইউজিন অভিবাদন করে বেরিয়ে আসে। ঘৃণার হাসি ফুটে ওঠে ওর মুখে। সবাই যেন কেমন হয়ে গেছে। কসাকরা কেয়ার করে না অফিসারদের, অফিসারেরা শ্রদ্ধা করেনা সেনাপতিদের।

একই তাঁবুর মধ্যে বারজন অফিসার। সারাদিন যুদ্ধের পরিশ্রম আর উত্তেজনার পর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে তারা। ক্ষুধায় পেট জ্বলে যায় কিন্তু দুপুর রাতের আগে খাবার পায় না তারা। বেশি রাতে খাবার পর তাদের তন্দ্রা কেটে যায়। সিগারেট ধরিয়ে চাঙা হয়ে ওঠে।

"এ যুগের উপযুক্ত লোক নই আমরা। আমার মনে হয়, এ যুদ্ধের শেষ আমি দেখতে পাব না।" একজন অফিসার সখেদে বলে।

"রেখে দাও তোমার জ্যোতিষি। একজন বিরক্ত হয়। 'জ্যোতিষির কথাই এ নয়···যুদ্ধ বল্‌তে আমরা বুঝি হাতাহাতি যুদ্ধ, কিন্তু একি! তুমি দেখতে পাবেনা, বুঝ্‌তে পারবে না, কয়েক মাইল দূর থেকে কামানের গোলা এসে পড়বে তোমার ঘাড়ে।"

"ভবিষ্যতের যুদ্ধে আর অশ্বারোহী থাক্‌বে না।" একজন অফিসার বলে।

"যন্ত্র দিয়ে ত আর মানুষের কাজ হবে না।" আর একজন প্রতিবাদ করে।

মানুষের কথা হচ্ছে না, হচ্ছে ঘোড়ার কথা। মোটর সাইকেল এবং সাঁজোয়া গাড়ি ঘোড়ার স্থান দখল করবে।

"যাক্ যাক, ঘুমুতে দাও এখন।" আর একজন বিরক্তি প্রকাশ করে।

একটু পরেই তর্কের বদলে নাসিকা-গর্জন শুরু হয়। ইউজিন আর কালমিকোভ পাশাপাশি শুয়ে মৃদুস্বরে কথাবার্তা বলে।

"আচ্ছা এ সম্বন্ধে তুমি ভলান্টিয়ার বান্‌চাকের সঙ্গে আলাপ কোরো; তোমার দলেই আছে! চমৎকার লোক।" কালমিকোভ বলে।

কেমন?

হুঁ, অদ্ভুত লোক। রুশ কসাক। যুদ্ধের আগে মস্কো কারখানার শ্রমিক ছিল। কলকব্জার কাজ খুব ভালো জানে। মেশিনগানও খুব ভাল চালাতে পারে।

এখন ঘুমান যাক্‌।

ইউজিন আগ্রহ বোধ করে না। ইউজিন বান্‌চাকের কথা ভুলেই গিয়েছিল। পরদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে সে জনকয়েক সৈন্য নিয়ে টহল দিতে বেরুবে এমন সময় একজন সৈনিক এসে সেলাম করে,......"হুজুর!"

কে?

আমি টহলে যেতে চাই, আমার পালা নয় বলে সার্জেন্ট যেতে দিচ্ছে না। আপনি যদি, স্যার, হুকুম দেন।

তোমারই-বা এত গরজ কেন হে? প্রমোশনের লোভ বুঝি?

না, স্যার।

"তা, যেতে পার।" বান্‌চাক খুশি হয়ে ফিরে আসে।

"ইউজিন দূরে থেকেই হেঁকে বলে, ওহে, এই সার্জেন্টটিকে...।"

"আমার নাম বান্‌চাক।" মাঝখানে বাধা দেয় বান্‌চাক।

ভলান্টিয়ার?

হ্যাঁ।

ইউজিন বিব্রত হয়। সম্বোধনের ধরণটা তাড়াতাড়ি শুধরে নেয়। "তা বান্‌চাক, সার্জেন্টকে একটু বলে রেখো......আচ্ছা যাক...আমিই বলব'খন।"

ভলান্টিয়ার হয়ে তুমি যুদ্ধে এসেছ কেন, জান্‌তে পারি কি ?

"নিশ্চয়।" বান্‌চাক্‌ মৃদু হাসে।

সমর-কৌশল শিখতে আমার খুব ইচ্ছা।

তার জন্য ত সামরিক বিদ্যালয়ই আছে।

হাতে-কলমে শেখাটাই, স্যার, বড় শেখা।

যুদ্ধের আগে তুমি কি করতে ?

সাধারণ শ্রমিক ছিলাম। ভাবছি, মেশিনগানবাহিনীতে বদলীর জন্য দরখাস্ত করব।

তুমি মেশিনগান চালাতে জান ?

প্রায় সবরকম মেশিনগানই চালাতে জানি।

ওঃ আচ্ছা, রেজিমেণ্টের সেনাপতিকে আমি বলব।

সেতো খুব ভালই হয়।

অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না, তবুও ইউজিন ওর মুখের দিকে চায়। ওর চোয়াল বের-করা গালে আর চোখে কেমন যেন একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ! সাধারণ কসাক সৈন্যদের চেয়ে এ যেন সম্পূর্ণ আলাদা।

—ছয়—

দুই এবং তিন নম্বর রিজার্ভদলকে একসঙ্গেই আহ্বান করা হয়। ডনপ্রান্তর জনশূন্য। অক্ষম, বৃদ্ধ, শিশু এবং মেয়েরা ছাড়া গ্রামে লোক দেখা যায় না আর। সব বাড়িতেই হাহাকার ওঠে। প্রতিদিনের

ডাকে একটা-না-একটা মৃত্যু সংবাদ আসেই। কেমন যেন থমথমে বিষণ্ণ আবহাওয়া।

ডুনিয়া ডাকঘর থেকে একখানা চিঠি নিয়ে আসে।

"কার চিঠি—গ্রীগর না পিওট্রার?" খোঁড়াতে খোঁড়াতে পেন্টিলিমন উঠানে নেমে আসে। বৃদ্ধা মা ছুটে আসে। লঘুপায়ে নাতালিয়াও এসে দাঁড়ায়।

"বড় বউ কই? বড় বউকে একটা ডাক দে।" ডুনিয়ার দিকে চেয়ে মা বলে।

"পড়্, পড়্ আগে!" পেন্টিলিমন ধম্‌কে উঠে। ডুনিয়া পড়তে আরম্ভ করে, "দুঃখের সঙ্গে তোমাকে জানাইতেছি..." এক লাইন পড়েই সে চিৎকার করে ওঠে, "মাগো, বাবাগো···" কান্নায় ভেঙে পড়ে ডুনিয়া... "ওঃ হোঃ হোঃ গ্রীস্‌কা নেই।"

মা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আর্তনাদ করে। বৃদ্ধ কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বসে পড়ে। হাসিমুখে এসে দাঁড়িয়েছিল নাতালিয়া। ওর সমস্ত বোধশক্তি এক মুহূর্তে লোপ পেয়ে যায়।

চিঠিখানা এই :—

"দুঃখের সঙ্গে তোমাকে জানাইতেছি, দ্বাদশ কসাক-বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত তোমার পুত্র গ্রীগর পেন্টালিভিচ্ মিলিকোভ গত ১৯শে আগস্ট কামেনকা ষ্টুমিলোভো শহরের নিকট যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। তোমার অসীম দুঃখে এইমাত্র সান্ত্বনা যে, তোমার পুত্র বীরের মত মৃত্যু বরণ করিয়াছে। তাহার জিনিসপত্র তাহার ভাই পিওট্রা মিলিকোভের নিকট অর্পণ করা হইবে। তাহার অশ্ব সেনাবাহিনীর সঙ্গেই থাকিবে। ইতি।

লেপ্টানাণ্ট—পোলকোভ নিকোভ

৩১শে আগস্ট, ১৯১৪। রণাঙ্গনের সেনা-নায়ক, চতুর্থবাহিনী

ডনদীর গতিপথে

কেমন যেন অথর্ব হয়ে পড়ে পেন্টিলিমন। কোন-কিছুতেই হুঁশ নেই। কিছু মনে থাকেনা আজকাল। খেতে বসে ত খেয়েই চলে। ইলিনিচনা দেখে আর কাঁদে।

"তুমি করছ কি বাবা! ওঠ, আর খেয়োনা।" মাঝে মাঝে হাত চেপে ধরে ডেরিয়া।

"খেয়েছি নাকি? আচ্ছা, আর খাবনা তা হলে।" অন্যমনস্কভাবে পেন্টিলিমন উঠে' পড়ে।

মাঝের বারান্দায় এসে বসে বৃদ্ধ। দিনের মধ্যে সাতবার মেয়েকে ডাকে।"চিঠিখানা একটু আন ত মা, পড়ে শোনা না একটু!" কাতরভাবে চায় মেয়ের দিকে।

বইয়ের ভাঁজ থেকে বের করে চিঠিখানা পড়তে শুরু করে ডুনিয়া—"দুঃখের সঙ্গে তোমাকে জানাইতেছি……….."

"থাক, থাক, আর পড়তে হবে না।" দু'হাত তুলে বাধা দেয় বৃদ্ধ। "রেখে আয়, রেখে আয়," চোরের মত বৃদ্ধ বলে। "তোর মা যেন না দেখে।"

বাগানে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে নাতালিয়া। কিসের আশায় আর বেঁচে থাকবে সে। মাঝে মাঝে মূর্ছা যায়। তার পক্ষে এই-ই ভাল। কিছুক্ষণের জন্য ত দুঃখের লাঘব হয়।

এমনি করে কাটে দিন।

কয়েকদিন পরে ডাকঘর থেকে আর একখানা চিঠি নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে আসে ডুনিয়া। আনন্দে, উত্তেজনায় ছিঁড়ে পড়ে যেন।

"গ্রীস্‌কা! গ্রীস্‌কা বেঁচে আছে।" দূর থেকেই সে চিৎকার করে

থাকে—পিওট্রা লিখেছে—"আমাদের গ্রীস্‌কা বেঁচে আছে। মরেই গিয়েছিল ভগবানের অসীম কৃপা, তিনিই ফিরিয়ে দিয়েছেন। কামেনকা স্ট্রমিলোভো শহরের কাছে তাদের বাহিনীর সঙ্গে হুঙ্গেরিয়ান অশ্বারোহীদের ভীষণ যুদ্ধ হয়। এক হুঙ্গেরিয়ান অশ্বারোহী তলওয়ার দিয়ে ওর মাথায় আঘাত করে। গ্রীস্‌কা ঢলে পড়ে যায়। তারপর থেকে আর কোন খবর পাওয়া যায় না। ওদের দলে অন্যান্য কসাকদের কাছে জিগ্যেস করেও আমি আর কিছু জানতে পারিনি। এখন মিশার কাছে শুনলাম, গ্রীস্‌কা বেঁচে আছে। হাসপাতালে তার সঙ্গে মিশার দেখা হ'য়েছে। সমস্তদিন যুদ্ধক্ষেত্রেই গ্রীস্‌কা অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল। রাত্রে জ্ঞান ফিরে এলে তারার আলোকে পথ দেখে কোনমতে হামাগুড়ি দিয়ে ও উঠে আসে। পাশেই একজন আহত অফিসারের কাতরানি শুনে তাকেও পিঠে বেঁধে নিয়ে চার মাইল হিঁচড়ে এসে শিবিরে হাজির হয়। পুরস্কারস্বরূপ গ্রীস্‌কাকে সেণ্টজর্জ পদকে ভূষিত করা হয়েছে এবং প্রমোশন দিয়ে কর্পোরাল করা হয়েছে। মিশার কাছেই শুনলাম, আঘাত খুব সাংঘাতিক নয় এবং শীঘ্রই সে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসবে। বিস্তারিত লেখার সময় নেই। ঘোড়ার পিঠে বসেই লিখছি........."

কয়েক দিন পরে আর একখানা চিঠি আসে পিওট্রার। বাগানের কিছু শুকনো চেরীফল সে চেয়ে পাঠিয়েছে। এই চিঠিতে পিওট্রা অনুযোগ করেছে যে গ্রীগর ঘোড়াটার বড় অযত্ন করছে। ঘোড়াটা ত আসলে পিওট্রারই! ঘোড়ার অযত্নের কথা ফের যদি ও শোনে তাহলে ঘুষিয়ে গ্রীস্‌কার নাক ভেঙে দেবে, তা ও সেণ্টজর্জ পদকই পেয়ে থাকুক আর কর্পোরালই হোক। পিওট্রা রেয়াৎ করবে না।

বুড়ো পেণ্টিলিমনের খোঁড়া পায়ে আজ খরগোসের গতি! দু'খানা চিঠি

নিয়ে সে গ্রামের মধ্যে ছুটে যায়। পথে যাকে পায় থামিয়ে চিঠি পড়ায়, "শুনেছ, আমার গ্রীসকার কথা, তার বীরত্বের কথা? এ গাঁয়ে সে-ই প্রথম সেণ্টজর্জের পদক পেয়েছে।" পড়া হলে আর একজন পাঠকের সন্ধানে পেণ্টিলিমন অগ্রসর হয়।

দোকানের জানালা দিয়ে সার্জি মোখোভও চিৎকার করে বৃদ্ধকে ডাকে।

সাবাস, সাবাস পেণ্টিলিমন, এমনি ছেলে পাওয়া ভাগ্যির কথা। এই মাত্র কাগজে পড়ছিলাম ওর বীরত্বের কথা।

কাগজেও বেরিয়েছে?

বৃদ্ধ পিতা গর্বে খুশিতে ছিঁড়ে পড়ে।

হ্যাঁ, এইমাত্র পড়লেম।

এক প্যাকেট সেরা তামাক আর কয়েক প্যাকেট ভাল চকলেট মোখোভ বুড়োর হাতে গুঁজে দেয়।

গ্রীস্‌কাকে যখন জিনিসপত্র পাঠাবে তখন আমার নাম করে এগুলো পাঠিয়ো।

এত সম্মান গ্রীস্‌কার! সবার মুখে আজ তারই কথা! এত সুখও ছিল কপালে। পুত্র-গর্বে ফুলে ওঠে বৃদ্ধের বুক। আনন্দে চোখে জল আসে।

পথে গ্রীগরের শ্বশুর মিরণ করসুনোভের সঙ্গে দেখা। দূর থেকেই করসুনোভ বৃদ্ধকে চিৎকার করে থাম্‌তে বলে।

গ্রীগর বাড়ি ছেড়ে যাবার পর থেকে এদের সম্বন্ধটা মোটেই মধুর নয়। নাতালিয়া শ্বশুর-বাড়িতে ফিরে যাওয়ায় মিরণ ভীষণ বিরক্ত হয়, অপমানিতও বোধ করে।

ডননদীর গতিপথে

কেমন আছ ?

আছি একরকম।

বাজার করতে বেরিয়েছিলে ?

না, গ্রীস্‌কাকে সার্জি মোখোভ উপহার দিয়েছে। তার বীরত্বে গাঁয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়েছে।

"ওঃ!" ঘৃণায় বিকৃত হয়ে ওঠে মিরণের মুখ।

"তাব মানে ? খেয়েই দেখ একটা, মধুর মত মিষ্টি।" পেন্টিলিমন রেগে একটা প্যাকেট খোলে, "নিজের ছেলের কপালে তো এ সম্মান হবেনা কোন দিন!"

তুমিই খাও, মিষ্টি খাওয়ার কপাল আমাদের নয়। তবু একটা কথা বলি তোমাকে, এমনিভাবে ভিক্ষা করা তোমার শোভা পায় না। অভাব হ'লে আমার কাছে এলেই পার! আমার মেয়ে তোমার ভাত খাচ্ছে, তোমার দুঃখে সাহায্য করা আমার কর্তব্য ত বটে।

চুপ! মিলিকোভ বংশে কেউ কোনদিন কারো কাছে হাত পাতে নি। এত অহংকার ভাল নয়। তোমার টাকার গরম সইতে না পেরেই বোধহয় তোমার মেয়ে আমার কুড়ে ঘরে চলে এসেছে!

পেন্টিলিমন মর্মান্তিক শ্লেষ করে।

"থাম", গম্ভীর ভাবে মিরণ বলে, "ঝগড়া করে লাভ নেই, ঝগড়া করার জন্য তোমাকে ডেকে থামাইনি। কাজের কথা আছে।"

কাজের কথা আর কি থাক্‌বে তোমার সাথে ?

"আছে।" বৃদ্ধকে টেনে নিয়ে যায় মিরণ। পথ ছেড়ে একখানা পাথরের ওপরে তারা বসে।

কতদিন আর আমার মেয়ের ভাগ্য নিয়ে এমনি উপহাস করবে? কি ঠিক করেছ তোমরা?

সে কথা গ্রীস্‌কাকে জিগ্যেস করো।

তাকে আমি জিগ্যেস করব কেন? বাড়ির কর্তা তুমি, আমি তোমাকেই বলব!

নিঃশব্দে বসে থাকে দু'জন। পেণ্টিলিমনের হাতের মধ্যে চকোলেটটা ঘেমে ওঠে। ফেলে দিয়ে ঘাসে হাত মোছে সে। তামাকের মোড়ক খুলে এক টিপ গুড়ো বের করে সিগারেট বানায়। মোড়কটা মিরণের দিকে এগিয়ে দেয়। বিনা আপত্তিতে মিরণ একটা সিগারেট বানিয়ে ধরায়।

কড়া না ছাই, পান্‌সে!

নাক দিয়ে ধুঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মিরণ বলে।

"কড়া না হ'লেও মিঠে।" পেন্টিলিমন বলে।

সিগারেট শেষ হ'য়ে আসে। ফেলে দেওয়া টুকরাটা পা দিয়ে ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে মিরণ বলে, "কি, জবাব দিলে না আমার কথার?"

কি জবাব দিতে পারি? গ্রীগর এ সম্বন্ধে কিছুই লেখেনা কোন দিন। তারপর এখন সে আহত, প্রাণ নিয়ে ফিরে আস্‌বে কিনা তাই-বা কে জানে?

কিন্তু এমনি করে কতদিন আর চলবে? সে কুমারী নয়, সধবা নয়, বিধবাও নয়! তার কথাটাও ভেবো একবার......যার ব্যথা সেই বোঝে পেন্টিলিমন!

আমি কি করব বল! ছেলে বাড়ি ছেড়ে গেছে তাতে আমিই কি খুশি হ'য়েছি?

চিঠি লেখ তাকে। যা হোক স্পষ্ট একটা জবাব দিক সে।

তার পরে সেই…ওর সন্তানও হ'য়েছে একটা!

পেন্টিলিমন আম্‌তা আম্‌তা করে।

সন্তান এরও হ'তে পারে……কিন্তু এমনি করে দিনের পর দিন দগ্ধে মারা…তুমিই ভেবে দেখ…। তোমার বাড়িতে দাসীর অধম হ'য়ে পড়ে থাকা!

"দাসীর অধম!" পেন্টিলিমন রুখে ওঠে, "তোমার বাড়ির চেয়ে এখানে ভালই আছে।"

দুই বেয়াই মুখ ঘুরিয়ে দু'দিকে চলে যায়। বিদায়সূচক একটা কথাও বলে না কেউ।

নাতালিয়া হঠাৎ ঠিক করে আক্‌সিনিয়ার সঙ্গে সে দেখা করবে। আক্‌সিনিয়ার পায়ে ধরে সে অনুরোধ করবে, ভিক্ষা চাইবে, স্বামীকে সে যেন ফিরিয়ে দেয়। তার কেমন যেন মনে হয়, আক্‌সিনিয়ার ওপরই সব-কিছু নির্ভর করে। একমাত্র আক্‌সিনিয়াই পারে তার স্বামীকে ফিরিয়ে দিতে।

মাসের শেষের দিকে পেন্টিলিমন গ্রীগরের একখানা চিঠি পায়। চিঠিতে নাতালিয়ার কথাও উল্লেখ আছে। নাতালিয়াকে গ্রীগর প্রীতি এবং শ্রদ্ধা জানিয়েছে। এই চিঠি পেয়ে নাতালিয়া আরও উতলা হয়ে ওঠে।

"কোথায় যাচ্ছিস নাতালিয়া?" নাতালিয়াকে বাইরে যাবার সাজ-পোশাক পরতে দেখে ডুনিয়া জিগ্যেস করে।

"অনেকদিন বাড়ির কাউকে দেখিনা, বেড়িয়ে আসি একটু।" নাতালিয়া মিছে কথা বলে।

"মনে করেছি একসঙ্গে একদিন বিকালে বেড়াতে যাব, তা কিছুতেই হয় না। ও বেলায়ই ফিরবি ত?" ডেরিয়া জিগ্যেস করে।

"বোধহয় না। রাতে ওখানেই থাকব হয়ত।"

ডনদীর গতিপথে

ঘাড়ের ওপর স্বামী নেই, এখনইত বেড়ানর দিন !

ডেরিয়া হাসে। ডেরিয়া আর নাতালিয়াব আগের সে সম্বন্ধ আর নেই। সখীর মত প্রীতির চোখে দেখে ওরা পরস্পরকে। পিওট্রা চলে যাওয়ায় ডেরিয়া কেমন যেন বদ্‌লে গেছে। চঞ্চল অস্থির একটা ভাব। সাজ-পোশাক করে বের হয় ডেরিয়া প্রায়ই, ফেরে অনেক রাতে।

"বুঝ্‌লি নাতালিয়া" প্রায়ই সে অনুযোগ করে, "গাঁয়ে মরদ নেই একটা। সব ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেছে যুদ্ধে।"

তোর তাতে কি-ই-বা যায় আসে ?

কেন, না ? কারো সাথে একটু হাসি-মস্করা করব তারই কি উপায় আছে ? পুরুষ বলতে যা আছে, তা হয় ঘাটের-মড়া না-হয় নাক টিপ্‌লে দুধ গলে !" ডেরিয়া গোপন করেনা কিছুই। "ধন্যি মেয়ে, কেমন করে যে আছিস তুই ! পুরুষ-মানুষ ছাড়া থাকা যায় নাকি ?"

মরণ আর কি ! তোর জিভে আটকায় না কিছুই !

নাতালিয়া লাল হয়ে ওঠে।

কেন, তোর ইচ্ছা করে না ?

যাঃ।

"গোপন করার কি আছে ?" ভ্রূ কুচকে হাসে ডেরিয়া, "ভেবে দেখ, সেই কবে গেছে পিওট্রা।"

নিজের দুঃখ তুই নিজে ডেকে আনছিস ডেরিয়া।

চুপ কর, সতীত্ব ফলাস নে, মুখে না বললেও তোর মনে কি হয় সে কি আমি জানিনে ?

ওসব বালাই-ই আমার নেই।

"শোন, সে দিনের কথা..." চটুল চোখে চেয়ে ডেরিয়া বলে, "সেদিন

নদীর ঘাটে গিয়ে বসেছিলুম একটু। টিমোথি ছোঁড়া এসে পাশে বসল। আস্তে আস্তে জড়িয়ে ধরল দু'হাতে, ভয়ে হাত কাঁপছে ওর। ভীষণ রাগ হল আমার, এতটুকু পুঁচকে ছোঁড়া, নাক টিপলে দুধ গলে এখনো—ষোল বছর মোটে বয়স! আর একটু বড় হলেও না হয়······দিলেম একটা লাগিয়ে।"

নাতালিয়ার কাপড় পরা শেষ হয়। বারান্দায় বেরিয়ে আসে সে। বারান্দায় এসে ওকে দৌড়ে ধরে ডেরিয়া,—"শোন, রাতে সদর দরজাটা যদি খুলে রাখিস্ একটু!" চুপি চুপি ডেরিয়া বলে।

রাতে বোধ হয় ফিরতে পারব না আমি।

তাইত! ডুনিয়াকে এসব বলতে চাইনে। তা লজ্জার মাথা খেয়ে বলতেই হবে দেখছি!

লিস্টনিস্কির প্রাসাদও এখন খা-খা করছে। বেঞ্জামিন গিয়েছে, টিখন গিয়েছে। আস্তাবল প্রায় খালি। বিশটা ঘোড়া বৃদ্ধ জেনারেল যুদ্ধে পাঠিয়েছেন। বুড়ো এক কসাক গ্রীগরের বদলে কোচ্‌ম্যানের কাজ করে। লোকের অভাবে, ঘোড়ার অভাবে, আবাদও বিশেষ নেই।

বেঞ্জামিনের পরিবর্তে আক্‌সিনিয়াই এখন জেনারেলের দেখাশোনা করে। লিউকেরিয়া রান্নাঘরের কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে হাঁস-মুরগি দেখে।

আক্‌সিনিয়াকেও গ্রাগর চিঠিপত্র খুব বেশি লেখে না। যা-ও লেখে তা-ও খুব সংক্ষিপ্ত। কেবল শেষের চিঠিতে সে লিখেছে—এমনি করে যুদ্ধ করা আর ভাল লাগে না, কেমন যেন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, মনে হয় মৃত্যু যেন প্রতি মুহূর্তে পিছন থেকে তাড়া করছে। প্রতি চিঠিতেই মেয়ের কথা লেখে। মেয়েকে সাবধানে রাখতে উপদেশ দেয়।

ডননদীর গতিপথে

গ্রীগর নাই, সমস্ত ভালবাসা উজার করে আক্‌সিনিয়া মেয়ের ওপরেই ঢেলে দেয়। গ্রীগরের মতই দেখতে হয়েছে ও। গ্রীগরের মতই কোঁকড়া চুল, টানা কালো চোখ। গ্রীগরেরই হাসি ওর ঠোঁটে।

দিন কাটে এক রকম কিন্তু রাত্রে আক্‌সিনিয়া ভেঙে পড়ে নিরুক্ত কান্নায়! চোখের জলে বালিশ ভেজে রোজ। মেয়েকে আরও বেশি করে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে।

বিনিদ্র রজনী নিঃশব্দে দাগ কেটে চলে ওর মুখে চোখে।

নাতালিয়াকে দেখে আক্‌সিনিয়ার বুক কেঁপে ওঠে।

"তোমার কাছেই এলাম।" শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে চাট্‌তে চাট্‌তে সে বলে।

আক্‌সিনিয়া তাড়াতাড়ি ওকে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে জিগ্যেস করে, "হঠাৎ কি মনে করে?"

"একটু জল দেবে খেতে?" ক্লান্ত চোখে নাতালিয়া চারদিকে চায়। "আমার স্বামীকে তুমি কেড়ে নিয়েছ," গলা ভিজিয়ে নিয়ে নাতালিয়া বলে, "আমার জীবনটাকে তুমি মরুভূমি করে দিয়েছ, স্বামীকে তুমি ফিরিয়ে দাও।"

তোমার স্বামী! ফিরিয়ে চাও? তাই এসেছ? কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে!

অদ্ভুতভাবে হাসে আক্‌সিনিয়া। বাঘিনীর দৃষ্টি ফুটে ওঠে ওর চোখে। তার সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ে, অপমানে, লজ্জায় শুকিয়ে ওঠে নাতালিয়া— গ্রীগরের বিবাহিতা স্ত্রী!

তুমিই ত আমার কাছ থেকে গ্রীগরকে কেড়ে নিয়েছিলে একদিন,

অভিশাপের আগুন জেলেছিলে আমার জীবনে। তুমি জান্‌তে সব, জেনে শুনে কেন তবে বিয়ে করেছিলে? সে আমার! গ্রীস্‌কা আমার! তারই সন্তানের জননী আমি।

একখানি বেঞ্চের উপর বসে পড়ে নাতালিয়া। দু'হাতে মুখ ঢাকে।

স্বামী ছেড়ে বংশের মুখে কালী দিয়ে বেরিয়ে এসেছ তুমি। এত বড় গলা তোমার শোভা পায় না।

গ্রীস্‌কাই আমার স্বামী, আর কোন স্বামী নেই আমার।

নিজের অধিকার রক্ষায় নিষ্করুণ হয়ে ওঠে আক্‌সিনিয়া।

তোর দিকে ফিরে চেয়েছে সে কোনও দিন? দেখেছিস্‌ নিজের চেহারা কোন দিন আয়নায়? তোর টুণ্ডা ঘাড়?

আক্‌সিনিয়া ভয় পায়। নাতালিয়ার ঘাড় একটু বেঁকে গেলেও ওর নিটোল দুটি গাল আর ঠোঁট যৌবনের রসে ভরপূর। আক্‌সিনিয়ারই বরং চোখের কোনে কালি পড়ে এসেছে, বয়সের চিহ্ন পড়েছে গালে, কপালে।

বেরিয়ে যা আমার ঘর থেকে।

নিজের দুর্বলতা টের পেয়ে আক্‌সিনিয়া আরও নির্মম হয়ে ওঠে।

চাইলেই যে পাব এ আশাও অবশ্য আমি করিনি।

বেদনাসিক্ত চোখ দুটি তুলে নাতালিয়া চায়।

তবে কেন এসেছিলি?

আক্‌সিনিয়া একটু নরম হয়।

কেন এসেছিলেম? না এসে থাক্‌তে পারি নি, তাই!

মেয়ে জেগে কেঁদে ওঠে। আক্‌সিনিয়া ছুটে যায়। মেয়ে কোলে নিয়ে

জানালার তাকে গিয়ে বসে। মেয়ের দিকে চায় নাতালিয়া, ওর মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে। মেয়ের চোখে গ্রীগরের দৃষ্টি! তেমনি কালো আয়ত দু'টি চোখ!

—সাত—

গ্রীগরের জ্ঞান ফিরে আসে। পরিত্যক্ত যুদ্ধক্ষেত্রের বীভৎস নিঃশব্দ রাত্রি। অন্ধকারে দেখা যায় না কিছু। চুপ করে পড়ে থাকে গ্রীগর। ধীরে ধীরে স্মৃতি ফিরে আসে। ডানহাতখানা তুলে মাথার ক্ষত সে অনুভব করে। রক্ত শুকিয়ে চুলগুলি জট হয়ে ওঠে।

বহুক্ষণ পরে দু'হাতে ভর করে উঠে বস্‌তে চেষ্টা করে, হাত কাঁপে। আবার ঢলে পড়ে। শন্ শন্ করে বাতাস বয়। গ্রীগর আবার উঠে, হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে চলে। ধ্রুবতারার আলোকে দিক ঠিক করে নেয়। অন্ধকারে একটা মৃতদেহের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। মৃত সৈনিকের পেটের ওপরে মাথা রেখে সে বিশ্রাম করে।

হামাগুড়ি দিয়ে আবার ছিঁচ্‌ড়ে চলে। সামনেই গোলা-বারুদের খালি একটা বাক্স উল্টে পড়ে আছে। বাক্‌সটা ধরে গ্রীগর উঠে দাঁড়ায়। পা অসম্ভব কাঁপে। অনেকক্ষণ এমনি করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর এক-পা এক-পা করে অগ্রসর হয়। আস্তে আস্তে পায়ে জোর ফিরে আসে।

দাঁড়াও, নইলে গুলি করবো।

ডন নদীর গতিপথে

এক ঝোঁপ পাইন গাছের পাশ থেকে একজন চিৎকার করে ওঠে।

"কে তুমি ?" গ্রীগর জিগ্যেস করে।

"তুমি রাশিয়ান! দোহাই তোমার, এস এদিকে।" টল্‌তে টল্‌তে গ্রীগর অগ্রসর হয়।

আমাকে সাহায্য কর।

শক্তি নেই। আহত আমি।

তুমি কোন্‌ দলের ?

বার নম্বর ডন-কসাক।

"আমাকে ফেলে যেয়ো না, কসাক!" লোকটা কাতর অনুনয় করে।

আমি নিজেই দাঁড়াতে পারছিনে, হুজুর।

পোশাক দেখে চেনে লোকটা অফিসার।

অন্তত হাতখানা একটু ধর, আমি উঠি।

বহু কষ্টে গ্রীগর ওকে টেনে তোলে। গ্রীগরের হাত ছাড়ে না সে। টল্‌তে টল্‌তে দু'জনে অগ্রসর হয়।

আর পারছিনে, কসাক!

একটু গিয়েই অফিসার বসে পড়ে, গ্রীগরের সার্টের খুট চেপে ধ'রে সে মূর্ছিত হ'য়ে পড়ে।

গ্রীগর ফেলে যেতে পারে না ওকে। দু'হাতে মূর্ছিত অফিসারকে তুলে নেয়। বারে বারে আছাড় খেয়ে পড়ে, আবার তুলে নেয়। এমনি ক'রে কতক্ষণ যে চলে ঠিক নেই। বহু রাত্রে টহলদার কসাক সৈনিকেরা ওদের দেখ্‌তে পেয়ে তুলে নেয়।

ডননদীর গতিপথে

হাসপাতাল-শিবির থেকে চুপ করে পালিয়ে আসে গ্রীগর। রক্তে ভেজা পটিটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে যেন একটু আরাম পায়।

কি ব্যাপার!

গ্রীগরকে ফিরতে দেখে ওর রেজিমেণ্টের সেনাপতি অবাক হয়।

আবার ডিউটিতে এলেম হুজুর!

গ্রীগরদের বাহিনীর ক্ষতি হয়েছিল বহু। দু'দিন বিশ্রাম দিয়ে সেনাদলকে আবার সুসজ্জিত করে নেওয়া হয়। গ্রীগর প্রথমেই ঘোড়ার কাছে যায়।

"কি মিলিকোভ, এখনও বেঁচে?" ইউরোপিন ছুটে আসে। ওর মাথার ক্ষত নিয়ে ঠাট্টা করে। মাকড়সার জাল, কার্তুজ-ভাঙা বারুদ আর মাটি একসঙ্গে করে চিবিয়ে কাদা করে ওর ক্ষতের ওপর লাগিয়ে দেয়।

"কোত্থেকে এসে হাজির হলি?" দলের আর সবাই এক কোনে বসে খানা খাচ্ছিল, সমস্বরে জিগ্যেস করে।

"আকাশ থেকে পড়লেম।" গ্রীগর হাসে।

"ওকে কিছু খাবার এনে দে।" ইউরোপিন তাড়া দেয়। প্রোখোর দৌড়ে গিয়ে এক মগ ঝোল নিয়ে আসে।

খেতে খেতে সবাই মিলে কথা কয় এক সঙ্গে। হঠাৎ মেশিনগান কড়্ কড় করে উঠে। ঝোলের মগ হাতেই কসাকেরা ছুটে আসে। সভয়ে তারা চেয়ে দেখে একখানা বিমান সশব্দে তাদের মাথার ওপর চক্কর দেয়।

"শুয়ে পড়, শুয়ে পড়, এখনি বোমা ফেলবে।" ইউরোপিন চিৎকার করে সবাইকে সাবধান করে।

ডননদীর গতিপথে

"ইগরকে ডেকে তোল, নইলে ঘুমের মধ্যেই মরে থাকবে, টেরও পাবে না" আর একজন বলে।

হঠাৎ ভীষণ একটা শব্দ হয়। এক ঢেলা মাটি ছিট্‌কে এসে গ্রীগরের চোখে মুখে লাগে। গ্রীগর টলে পড়ে। ইউরোপিন ওকে তুলে ধরে। গ্রীগর চোখ মেল্‌তে পারে না, অসহ্য যন্ত্রণা, বাঁ-চোখটা চেপে ধরে সে বসে পড়ে।

"ই—হিঃ—হিঃ—হিঃ" পাশেই অসহ্য যন্ত্রণায় ইগর কাত্‌রে ওঠে। কোনমতে এক চোখে চায় গ্রীগর। বীভৎস দৃশ্য দেখে শিউরে উঠে, ইগরের একটা চোখ উড়ে গেছে, গর্ত দিয়ে দর্‌দর্‌ করে রক্ত ঝরছে। হাঁটুর ওপর থেকে একখানা ঠ্যাং নেই, আর একখানাও ভেঙে ঝুল-ঝুল করছে। পেট চিড়ে নাড়িভুঁড়ি বের হ'য়ে এসেছে। তবু মরেনি হতভাগা। দু'হাতে ভর করে উঠতে চায়—"ভাইসব···ভাইসব···মেরে ফেল, মেরে ফেল আমাকে···আঃ—হাঃ—হাঃ"

"তোমাকে ফিরে যেতে হবে, তোমার চোখের অবস্থা ভাল নয়।" শিবির-হাসপাতালে এক ইহুদী ডাক্তার গ্রীগরের চোখ পরীক্ষা ক'রে মন্তব্য করে।

"চোখটা কি নষ্ট হ'য়ে যাবে ?" সভয়ে গ্রীগর প্রশ্ন করে।

"না, না, ভয় পাচ্ছ কেন অত ? চিকিৎসা করতে হবে—অস্ত্রোপচারও করতে হ'তে পারে। তোমাকে মস্কো বা পিটারস্‌বার্গে পাঠিয়ে দোবো।"

গাড়ি চলাচলের স্বাভাবিক অবস্থা ত নেই ! অনেক ঘুরিয়ে, অনেক জায়গায় বদলি করে গ্রীগরকে মস্কো আনা হয়। স্টেশন থেকে একটি নার্স ওকে হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালের দরজায় একা থামে।

"তোমার গায়ে সৈনিকের ঘামের গন্ধ!" গ্রীগরের হাত ধরে এক্কা থেকে নাম্‌তে নাম্‌তে মেয়েটি বলে।

"যুদ্ধক্ষেত্রে কয়েকদিন থাক্‌লে আরও অনেক গন্ধই পেতে!" গ্রীগরের ক্রোধ গোপন থাকে না।

কিছুক্ষণ পরে একজন আরদালী এসে ওকে স্নানের ঘরে নিয়ে যায়। আচ্ছা ক'রে স্নান করিয়ে ধোয়া-পোশাক আর চটি পরতে দেয়।

আমার জামা কাপড়?

এখান থেকে যাবার সময় পাবে।

দেয়াল-আয়নার সামনে দিয়ে যাবার সময় নিজের চেহারার দিকে চেয়ে গ্রীগর অবাক হ'য়ে যায়। অদ্ভুতভাবে চেহারা বদ্‌লে গেছে!

একজন সিস্টার এসে চোখ পরীক্ষার জন্য ওকে নিয়ে যায়।

—আট—

অস্ট্রিয়ান মেশিনগান-বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাতে গিয়ে সম্মিলিত কসাকবাহিনী বিধ্বস্ত ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়ে। লোকক্ষয় হয় অগণিত। একমাত্র ইউজিন লিস্টনিস্কির বাহিনীতেই চারশত কসাক এবং ষোলজন অফিসার নিহত হয়। মাথায় এবং পায়ে আহত হ'য়ে ইউজিনও টলে পড়ে। একজন সার্জেন্ট-মেজর দেখতে পেয়ে ওকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে পালিয়ে আসে।

ডনদীর গতিপথে

ওয়ারসর হাসপাতাল থেকে ইউজিন বাপকে লেখে, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে ছুটি নিয়ে কয়েকদিনের জন্য বাড়ি যাবে।

পুত্রের আহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে বৃদ্ধের মেজাজ আরও খিট্‌খিটে হ'য়ে উঠে।

"এসব কি হচ্ছে আজকাল?' আক্‌সিনিয়াকে ডেকে বৃদ্ধ জেনারেল ধমকান একদিন।

কাল সকালে খাবার ছিল ঠাণ্ডা, আজ গ্লাশ অপরিষ্কার। এম্‌নি গাফিলতি এখানে চল্‌বে না, বুঝেছ? আজকাল কাজকর্ম ঠিকমত করছনা তুমি।

"আমার মেয়ে যে বাঁচেনা কর্তা!" আক্‌সিনিয়া ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে। ইচ্ছা ক'রে ত গাফিলতি করেনি সে! "মেয়েকে ছেড়ে উঠতে পারিনা যে।"

কি হ'য়েছে মেয়ের?

খুব জ্বর, গলাফুলে শ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছে।

কি? ডিপথেরিয়া? আগে বলনি কেন? এমন মূর্খও ত দেখিনি। যাও, কোচম্যানকে ডাক, এখনি গাড়ি নিয়ে ছুটে যাক, শহর থেকে ডাক্তার নিয়ে আসুক। যাও, দেরি করো না, এখনি পাঠাও তাকে।

পরদিন সকালে আসে ডাক্তার। রোগী পরীক্ষা করে ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হ'য়ে ওঠে। ভয় পেয়ে আক্‌সিনিয়া বারে বারে জিগ্যেস করে, ডাক্তার জবাব দেয় না।

"রোগী দেখেছ? কি হয়েছে?" ডাক্তারের দিকে না চেয়েই জেনারেল জিগ্যেস করেন।

হ্যাঁ, হুজুর, ডিপথেরিয়া।

ভাল হ'বে? আশা আছে?

না, হুজুর, বিশেষ-কোন আশা নেই।

"মূর্খ কোথাকার! তবে ডাক্তারি পড়েছিলে কেন? মেয়েকে ভাল করতেই হ'বে।" বৃদ্ধ ধমকে উঠেন। ডাক্তারের মুখের ওপরেই দরজা বন্ধ করে দেন তিনি।

একটু পরে আক্‌সিনিয়া এসে দরজায় টোকা দেয়। "ডাক্তার ঘোড়া চাচ্ছে, যাবে এখনি।"

যেতে চায়! হুঁ···বলগে, ওর মাথা-ভরা গোবর! মেয়ে ভাল করে না দিয়ে এ-বাড়ি ছেড়ে সে যেতে পারবে না। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দাওগে।

রেগে ধমকে উঠেন বৃদ্ধ। দেয়ালে ঠাঙ্গান নিজের একমাত্র ছেলের ফটোর দিকে চেয়ে কি যেন ভাবেন। ধাত্রীর কোলে শিশু ইউজিন!

মেয়ের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হ'তে থাকে। আক্‌সিনিয়ার ভয় হয় নাতালিয়াকে সে মর্মান্তিক আঘাত করেছে, এবুঝি তারই প্রতিফল! না, না, মেয়ে বাঁচ্‌বে নিশ্চয়, ভগবান কি এত নিঠুরই হবেন!

জ্বরে ছট্‌ ফট্‌ করে মেয়ে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে যেন! কালো দু'টি চোখ বেয়ে ঘন জল গড়িয়ে পড়ে—নীল হয়ে ওঠে দুটো ঠোঁট।

"মা আমার···মণি আমার···সোনা আমার··চাঁদ আমার," কান্নায় আদরে বুক উজাড় করে দেয় আক্‌সিনিয়া।

মেয়ের ছোট্ট গলার মধ্যে ঘড়্‌ ঘড়্‌ করতে থাকে। সমস্ত রাত হাঁটু গেড়ে বসে থাকে আক্‌সিনিয়া, বিছানার পাশে, মেয়ের পাণ্ডুর রোগক্লিষ্ট ছোট্ট মুখখানির দিকে চেয়ে। মায়ের ভাঙা বুকের ব্যথা ঝরে দু'চোখে!

ডননদীর গতিপথে

পরদিন হ্রদের ধারে পপ্‌লার বনে ছোট্ট একটা কবরের ভিজা মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে আক্‌সিনিয়া।

তিন সপ্তাহ পরে ইউজিন বাড়ি আসে। বৃদ্ধের কী যে আনন্দ! ভাল ভাল হাঁস কাটা হয় সেদিন।

খাওয়ার জন্য ওদের ডাক্‌তে গিয়ে দরজার ফুটো দিয়ে আক্‌সিনিয়া দেখে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মত চুমা খাচ্ছে বৃদ্ধ! আক্‌সিনিয়া সরে আসে। একটু পরে আবার যায় আক্‌সিনিয়া। এবার দেখে একখানা মানচিত্র নিয়ে ইউজিন কি যেন সব দেখাচ্ছে।

উত্তেজিতভাবে ঘাড় নাড়ছে বৃদ্ধ জেনারেল। "এ হতে পারে না, হতেই পারেনা কখন!" কিন্তু ইউজিন শান্ত দৃঢ়ভাবে বুঝিয়ে বলে। মানচিত্রের ওপর আঙুল দিয়ে কি যেন সে দেখায়। "তা যদি হয়, দোষ ত বড়কর্তাদের, ভুল ত তাদেরই, এ যে চরম অদূরদর্শিতা! রুশ-তুরস্ক যুদ্ধেও এম্‌নি হয়েছিল, একবার···দাঁড়াও! বলছি আমি, দাঁড়াও।"

আক্‌সিনিয়া দরজায় টোকা দেয়।

পুত্রকে নিয়ে বৃদ্ধ জেনারেল খেতে বসেন। ১৮৭৯ সালের পুরান এক বোতল মদ ভেঙে নেয় তারা। পিতাপুত্রের পরিতৃপ্ত মুখের দিকে চেয়ে আক্‌সিনিয়ার বুকের মধ্যে হাহাকার করে ওঠে। কি যেন ঠেলে ওঠে ওর বুকের মধ্যে—পাথরের মত ভারি।

বুকের মত চোখও ওর মরুভূমি হয়ে গেছে। মেয়ে মারা যাবার পর এক ফোটা জল ঝরেনি কোনদিন। ঘুমের মধ্যে চম্‌কে চম্‌কে ওঠে আক্‌সিনিয়া, মনে হয় "মা" বলে কে যেন ডাকে ওকে। ঘুমের ঘোরে বিছানা হাৎরে ফেরে।

ডননদীর গতিপথে

বাড়ি আসার তিন দিন পরে, গভীর রাত্রে আক্সিনিয়ার ঘরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায় ইউজিন। একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘড়ির দিকে চায়। তারপর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকে। অন্ধকার ঘর, ম্যাচ জেলে ইউজিন চারদিক দেখে নেয় একবার।

কে? কে?

আক্সিনিয়া চম্‌কে উঠে। তাড়াতাড়ি কম্বলখানা গায়ের ওপর টেনে নেয়।

আমি ইউজিন।

কোন দরকার আছে? এক মিনিট দাঁড়ান বাইরে, জামা-কাপড় পরে নিচ্ছি আমি।

"ব্যস্ত হয়ো না, দু'এক মিনিট থেকেই চলে যাব আমি।" ওভারকোট নামিয়ে রেখে বিছানার পাশে গিয়ে বসে ইউজিন।

মেয়ে মরে গেল.........

"মরে গেল।" ক্ষীণ প্রতিধ্বনি করে আক্সিনিয়া।

অনেক বদলে গেছ তুমি। তোমার দুঃখ বুঝি, কিন্তু এমন করে নিজকে পীড়ন করলে ত মানুষ বাঁচতে পারে না, আক্সিনিয়া। যে যায় তাকে ত আর পাওয়া যায় না ফিরে। তোমাকে ত বাঁচতে হবে আক্সিনিয়া। বয়স আছে, স্বাস্থ্য আছে, সন্তান তোমার আরও হবে! গোটা জীবনটাই তোমার সুমুখে পড়ে।

ওর গালে, কপালে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয় ইউজিন।

কান্নায় ভেঙে পড়ে আক্সিনিয়া। ওর অশ্রুসিক্ত গালে, চোখে বারে বারে চুমা খায় ইউজিন। স্নেহ এবং সহানুভূতির স্পর্শে আক্-সিনিয়া সহজেই গলে যায়। ভাল করে বুঝতে পারে না, আচ্ছন্নের মত

ইউজিনের কাছে সে আত্মসমর্পণ করে। হঠাৎ শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটে যায়···সম্বিৎ ফিরে আসে আক্‌সিনিয়ার। একটানে অর্ধনগ্ন দেহ ছিনিয়ে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে যায় ছুটে।

ওভারকোটটা টেনে নিয়ে ইউজিনও বেরিয়ে আসে পেছনে। বিবেকের দংশন বোধ করে ইউজিন। বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে সে—আশ্রিতার গায়ে হাত দিয়েছে, কিন্তু পর মুহূর্তেই ভাবে, প্রতিটি মুহূর্ত আজ তার কাছে মূল্যবান। যুদ্ধক্ষেত্রে যে-কোন মুহূর্তেই জীবন বিপন্ন হতে পারে তার। সেদিন যদি আঘাতটা আর একটু বেশি হত তবে কোথায় থাকত আজ ইউজিন? যতটুকু পারা যায় জীবনটাকে উপভোগ করে নিতে ক্ষতি কি?

পরদিন প্রাতঃকালে খাবার ঘরে আক্‌সিনিয়াকে একা পেয়ে এগিয়ে যায় ইউজিন। ঠোঁঠে কুণ্ঠিত হাসির বাঁকা রেখা। দেয়ালের পাশে সরে যায় আক্‌সিনিয়া।

"দূর হ শয়তান!" চাপা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলে।

প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য বিধান অলক্ষিতে জাল বুনে চলে। তিন দিনের মধ্যেই আবার ইউজিন গভীর রাতে আক্‌সিনিয়ার ঘরে গিয়ে হাজির হয়। আক্‌সিনিয়া বাধা দেয় না আর!

—নয়—

চোখের হাসপাতালে এক তরুণ ইউক্রেনিয়ান সৈনিকের সহিত গ্রীগরের আলাপ হয়। সেও এসেছে চোখের চিকিৎসা করাতে। সমস্ত পৃথিবীর ওপর তার কেমন যেন একটা বিরক্তির ভাব। সব-কিছুকে সে অভিসম্পাত করে।

ডননদীর গতিপথে

"কেন আমরা যুদ্ধে এসেছি, কৃষক আমরা, যুদ্ধের সাথে আমাদের সম্বন্ধ কি ?" গ্রীগরকে সে প্রশ্ন করে।

সবাই যে জন্য এসেছে আমরাও তাই।

"মূর্খ কোথাকার !" ধমকে ওঠে যুবক।

"বুর্জোয়াদের জন্য আমরা যুদ্ধ করছি। বুর্জোয়া কারা জানিস ? তারা হচ্ছে পাকা ফলের বাগানের পাখির মত। তুমি মনে কর জারের জন্য যুদ্ধ করছ। জার কে, জারিনা কে ? আমাদের কে তারা ? আমাদের বুকে তারা পাষাণ-ভার ! শ্রমিকেরা খেটে মরছে আর কারখানার মালিকেরা পেট মোটা করছে ! এই ত আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা ! খুব যুদ্ধ কর কসাক, জারের জন্য যুদ্ধ কর, সেণ্টজর্জ পদক পুরস্কার পাবে— কসাকত্বের গর্বে বুক ফুলে উঠ্‌বে !" যুবক শ্লেষ করে।

এমনি করে দিনের পর দিন গ্রীগরের সঙ্গে সে আলাপ করে। গ্রীগরের মন সায় দেয় না। সংস্কার বাধা দেয়। প্রতিবাদ করে কিন্তু যুক্তি দেখাতে পারে না। গ্রীগরের নিজের মনেও সন্দেহ জাগে। তাইত! কেন তারা যুদ্ধে এসেছে ! এ যুদ্ধের সঙ্গে তাদের কি সম্বন্ধ ? তাদের কি লাভ ? এই কথাই গ্রীগর ভাবে। রাত্রে ঘুমাতে পারে না। গভীর রাত্রে ইউক্রেনিয়ান যুবককে ডেকে তুলে চাপাকণ্ঠে আলাপ করে গ্রীগর।

তাহলে তুমি বলছ যুদ্ধে একজনের সর্বনাশ আর একজনের পৌষ মাস ?

ঠিক তাই।

তা' হলে তুমি বলছ, পুঁজিপতিরাই বেঁটিয়ে আমাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় ? তা' যদি হয় তবে লোকে বোঝেনা কেন একথা ? তাদের কি বুঝান যায় না ?

কিন্তু সে বড় কঠিন কাজ ভাই। জনসাধারণ পাথরের মত জড়, তাদের

কিছু বুঝান সহজ নয়। তারপর প্রকাশ্যে কিছু বলতেও পারবেনা তুমি।

"তা হলে কি করা যাবে?" গ্রীগর অস্থির হয়ে ওঠে।

"যারা বন্দুক কাঁধে দিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে পাঠাচ্ছে......তুমি জান সে কারা?" দাঁত কড়্মড়্ করে যুবক—"প্রকাণ্ড একটা ধ্বংসের বন্যা নেমে এসে সব একাকার করে দেবে।" হাত নেড়ে সে বলে।

সব-কিছুর একটা ওলটপালট হয়ে যাবে, এই তুমি বলতে চাও?

নিশ্চয়! যুগ-যুগান্তরের শোষণের বনিয়াদ ভেঙে ফেল্‌তে হবেই ত!

জার যাবে, না-হয় নূতন গভর্ণমেণ্ট হবে, কিন্তু যুদ্ধ ত তারাও চালাবে। আবাহমানকাল ধরে পৃথিবীর বুকে যুদ্ধ চলে আস্‌ছে। আমাদের পরে যারা আসবে, তাদেরও হয়ত এমনি করেই মরতে হবে।

......তা ঠিক! এ ধরণের গভর্ণমেণ্ট থাকলে ত তা হবেই। শ্রমিক আর কৃষকের গভর্ণমেণ্ট গড়ে তুলতে হবে পৃথিবীর সব দেশে। তখন আর যুদ্ধের দরকারই হবে না। ভৌগলিক সীমারেখা থাকবে না তখন, কেউ কাউকে দ্বেষ করবে না। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এত সুন্দর স্বর্গরাজ্য গড়ে উঠবে।

যুবকের চোখ দু'টি স্বপ্নান্বিত হয়ে ওঠে।

"সেই দিনটি দেখার জন্য আমি বেঁচে থাক্‌ব, গ্রীস্‌কা।" আচ্ছন্নের মত সে বলে চলে।

উত্তেজিত হয়ে উঠে গ্রীগরও। ঘুম হয় না।

চোখের চিকিৎসা শেষ হয়। মাথার ক্ষত চিকিৎসার জন্য গ্রীগরকে অন্য একটা হাসপাতালে পাঠান হবে।

আমার চোখ খুলে দিয়েছ, মনে থাকবে একথা আমার।

ডননদীর গতিপথে

ইউক্রেনিয়ান যুবকটির নিকট বিদায় নিতে গিয়ে গ্রীগর বলে।

সেনা-বাহিনীতে যখন ফিরেযাবে তখন কসাকদের বোলো এই সব কথা।

নিশ্চয় !

পরস্পরকে আলিঙ্গন করে তারা বিদায় নেয়। বহুদিন পর্যন্ত এই যুবকের কথা ভুলতে পারেনা গ্রীগর।

দিন দশেক হয় গ্রীগরকে নূতন হাসপাতালে পাঠান হয়। হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখে ধোয়া-পোছার ধুম লেগে গেছে। সব-কিছু তক্‌তক্ ঝক্ ঝক্ করছে। বিছানার চাদর বদলান হচ্ছে। রাজপরিবারের একজন মহিলা আসবেন হাসপাতাল পরিদর্শন করতে। কেমন করে অভিবাদন করতে হবে, কেমন করে তাঁর কথার জবাব দিতে হবে একজন ছোকরা ডাক্তার সে সম্বন্ধে তালিম দিচ্ছে রোগীদের।

ঠিক সময়েই মোটরের হর্ণ বেজে ওঠে। বহুমূল্য অলংকারে, পরিচ্ছদে ভূষিত এক মহিলাকে দেখা যায়। বড় বড় সামরিক কর্মচারী আর ডাক্তার নিয়ে প্রায় ডজন খানেক তাঁর আশে পাশে।

গ্রীগর চেয়ে দেখে। সুসজ্জিত সামরিক পুরুষদের ইউনিফর্ম ঝক্‌ঝক্ করে। নাম-না-জানা দামী অঙ্গরাগের গন্ধ ভেসে আসে।

গ্রীগর উঠে দাঁড়ায় তার বিছানার পাশে। এক মুখ দাড়ি, জবাফুলের মত লাল দু'টি চোখ।—এরাইত, নিজেদের সুখের জন্য জোর করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে পাঠিয়ে দিচ্ছে তাদের। এদেরই সুখের জন্য অন্যের পাকা-ফসলের ওপর ঘোড়া চালায় তারা—যার সঙ্গে কোন শত্রুতা নেই তাকেও হত্যা করছে বিনা দ্বিধায়, নির্মমভাবে। ঐশ্বর্য উপচে পড়ে এদের, অথচ লোকে পায়না খেতে !

"সেণ্টজর্জের পদকপ্রাপ্ত ডন কসাক।" মহিলার দিকে চেয়ে বড় ডাক্তার গ্রীগরের পরিচয় দেন।

"কোন্ জেলার?" গ্রীগরের দিকে একটি 'ইকন' বাড়িয়ে ধরতে ধরতে তিনি জিগ্যেস করেন।

ভিসেনস্কা জেলার।

"কি ভাবে ক্রশ পেলে?"

ক্লান্ত চোখে চেয়ে শুষ্ককণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করেন।

গ্রীগরের সমস্ত মন কেমন যেন বিষিয়ে ওঠে। মনে পড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণে অগ্রসর হওয়ার সময় এমনি পাশবিক উত্তেজনাই অনুভব করে থাকে সে।

"মাপ করুন···বড় ক্লান্ত আমি···।" বিছানার পাশে ভেঙে পড়ে গ্রীগর।

রাজ-পরিবারে এই মহীয়সী মহিলার জীবনে এ অভিজ্ঞতা নূতন। ছোট্ট 'ইকনটা' তখনও হাতে ধরা, চোখ দু'টি বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। সব-চুল-পাকা এক বৃদ্ধ জেনারেলকে ইংরাজীতে তিনি কি যেন জিগ্যেস করেন। জেনারেলও ইংরাজীতে জবাব দেন। পারিষদেরা কেউ-বা ভয়ে, কেউ-বা বিস্ময়ে এ-ওর মুখের দিকে চায়। মহিলা 'ইকন'টি গ্রীগরের হাতের মধ্যে গুঁজে দেন, তার পরে গ্রীগরের কাঁধের ওপর আঙুলের স্পর্শ দিয়ে সম্মানিত করেন। কসাক সৈনিকের পক্ষে এ বড় কম সম্মান নয়! বালিশে মুখ গুঁজে কাঁপে গ্রীগর। হাসে কি কাঁদে ঠিক বোঝা যায় না।

পরিদর্শিকা মহিলা চলে যাওয়ার পর মুহূর্তেই বড় সার্জনের ঘরে ডাক

পড়ে গ্রীগরের। অকথ্য ভাষায় গ্রীগরকে তিনি গালাগালি দেন। গ্রীগরও জবাব দিতে কসুর করেনা। এত আর যুদ্ধক্ষেত্র নয়! রাজ-পরিবারের পরিদর্শিকা মহিলার সম্মুখে অসঙ্গত ব্যবহার করার অপরাধে তিন দিনের জন্য গ্রীগরের রসদ বন্ধের হুকুম হয়। গ্রীগরকে অবশ্য না খেয়ে থাকতে হয় না। পাচক এবং অন্যান্য রোগীরা গোপনে তাকে খাবার দেয়।

নবেম্বরের এক সন্ধ্যায় গ্রীগর কসাক প্রদেশে ফিরে আসে। পাহাড়ের ধারে কসাক ছেলে-মেয়ে গান গায়। গ্রীগরের মন উদাস হয়ে ওঠে। নিজের বিশৃংখল, অস্বাভাবিক জীবনের-গতি পীড়ন করতে থাকে। বাড়ি নেই, ঘর নেই, নিজের বলতে কিছুই নেই—পরস্ত্রীর সঙ্গে বাস করতে যাচ্ছে সে!

য়াগোড়নিতে পৌছাতে রাত হয়ে যায়। আস্তাবলের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে বৃদ্ধ সহিস সাস্‌কার কাশির শব্দ শুনতে পায়।

কি বুড়ো, ঘুমাওনি এখনো?

কে? চেনা গলা মনে হচ্ছে, গ্রীস্‌কা নাকি? দাঁড়া, দাঁড়া।

কাশতে কাশতে সাস্‌কা বের হয়ে আসে। পরস্পরকে আলিঙ্গন করে তারা।

আয় ভিতরে আয়, একটু তামাক খেয়ে যা!

এখন থাক্, কাল আসব।

আয়, আয়, কথা আছে।

অনিচ্ছায় সঙ্গে গ্রীগর ঘরে এসে বসে।

তারপরে কেমন আছ সব? আক্‌সিনিয়া কেমন আছে?

আক্সিনিয়া? সে ভালই আছে।

মেয়েকে কোথা কবর দিলে?

"হ্রদের ধারে পপ্লার গাছের নীচে।" সখেদে বুড়ো জবাব দেয়।

"বল্, কি কথা আছে?" গ্রীগর চঞ্চল হয়ে ওঠে।

"কি আর কথা!" টেনে টেনে কাশতে থাকে বৃদ্ধ, সবাই বেঁচে আছি, ভালও আছি। বুড়োকর্তা আজকাল খুব মদ চালাচ্ছে, প্রায়ই বেহুশ হয়ে পড়ে থাকে।"

আক্সিনিয়া কোথায়?

"আগের ঘরেই আছে।" জবাব দিতে দিতে বৃদ্ধ গ্রীগরের দিকে তামাক এগিয়ে দেয়। "এক টান খেয়ে দেখ, খুব ভাল।"

বলি-বলি করেও বৃদ্ধ কি যেন বল্তে পারে না। কৃত্রিম কাশি টেনে বিব্রত ভাবটা ঢাক্তে চায়। গ্রীগর বিরক্ত হয়।—"কি বল্বে বল্, নইলে উঠি এখন।"

বলব? সাহস পাইনে গ্রীস্কা। কথাটা বড়ই লজ্জায়।

বল।

সাপ পুষেছিলি গ্রীগর, দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পুষেছিলি ঘরে। ইউজিনের সাথে আজকাল .....।

সত্যি?

স্বচক্ষে দেখা আমার, রোজ রাতে ইউজিন যায় ওর ঘরে। এখন গেলেও বোধ হয় দেখ্তে পাবে।

"হুম্।" গ্রীগরের চোয়ালের পেশিগুলো শক্ত হয়ে ওঠে।

"মেয়েমানুষ বিড়ালের মত," বৃদ্ধ মন্তব্য করে, "গায়ে হাত বুলিয়ে যে একটু আদর করে তার পায়েই ঢলে পড়ে। ও জাতের বিশ্বাস করতে নেই

কোনদিন,—দেখ, একটান খেয়ে দেখ।” গ্রীগরের হাতে একটা সিগারেট গুঁজে দেয় বৃদ্ধ। নিঃশব্দে বসে অন্যমনস্কের মত টানে গ্রীগর।

আক্‌সিনিয়ার জানালায় এসে দাঁড়ায়। রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করে। জানালায় টোকা দিতে গিয়ে বারে বারে হাত নামিয়ে নেয়। তারপর হঠাৎ এক সময় ভীষণ জোরে ধাক্কা দিতে আরম্ভ করে। জানালার কাঁচ ঝন্ ঝন্ করে উঠে। আক্‌সিনিয়ার ভয়ার্ত মুখ জানালায় দেখা যায়। তারপর দৌড়ে গিয়ে সে দরজা খুলে দেয়।

গ্রীগরকে দেখে অস্ফুট চিৎকার করে উঠে আক্‌সিনিয়া। গ্রীগর দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ওকে।

মাগো! কি ভয়ই পেয়েছিলেম, এমন জোরেও নাকি কেউ জানালা ধাক্কায়!

শীতে জমে গেছি আমি।

আক্‌সিনিয়া আগুন জ্বালে। “হঠাৎ এমন করে যে আসবে তুমি তা' আমি ভাবতেও পারিনি! সেই কবে পেয়েছি তোমার শেষ চিঠি! তুমি যে আসবে ফিরে সেই আশাই ত আর করিনি। তোমাকে এ টি পার্শেল পাঠাব মনে করেছিলাম, তা আবার দেরী করছিলেম, দেখি চিঠি আসে কিনা......।”

ওভারকোট গায়েই বেঞ্চের ওপর চুপ করে ব'সে পড়ে গ্রীগর। বিশাল ছায়া পড়ে দেয়ালে। তৃষিত চোখে আক্‌সিনিয়ার দিকে চায় একবার।

কী সুন্দর হ'য়েছে দেখ্‌তে, কেমন যেন একটি গর্বিত ভদ্র ভাব। চোখ দুটি সেই আগের! বুকের মধ্যে মুচ্‌ড়ে উঠে গ্রীগরের।

আগুনের মত সৌন্দর্য ওর, গ্রীগরের ত কোন অধিকার নেই··· আক্‌সিনিয়া আজ অন্যের······জমিদারের ছেলের।

চেহারা দেখে মনে হয় না তুমি এ বাড়ির দাসী বরং মনে হয় তুমিই কত্রা।

চম্‌কে চায় আকৃসিনিয়া। তারপরে জোর করে হাসে। বেঞ্চের ওপর থেকে কাগজের মোড়কটা তুলে নিয়ে গ্রীগর দরজা খুলে বাইরে যায়।

যাও কোথায়?

"এই একটু বিড়ি খেয়ে আসি।" বারান্দার সিঁড়িতে নেমে গ্রীগর মোড়কটা খুলে ফেলে। ইস্ত্রী-করা একটা সার্টের পাট ভেঙে একখানা নক্সা-কাটা রুমাল বের করে। রামধনু রঙের সুন্দর রুমালখানি। এক ইহুদী ব্যবসায়ীর কাছ থেকে দু'টাকা দিয়ে সে কিনে। চোখের মণির মত এতদিন একে রক্ষা করে আসে! বের করে করে নিজেই সে দেখে কতদিন! কি খুশিই না হ'বে আকৃসিনিয়া! ভেবেছে, যেদিন সে বাড়ি যাবে, আকৃসিনিয়ার বিস্মিত চোখের সামনে তুলে ধরবে এই রাঙা রেশমী রুমালখানা! কী মূর্খ সে! জমিদারের ছেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে উপহার দিতে পারে? চোখ দিয়ে ওর আগুন বের হয়। টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলে রুমালখানা। সিঁড়ির নীচে লুকিয়ে ফেলে' সে ঘরে ফিরে আসে।

"বস, জুতো খুলে দি।" বহুদিন কঠোর কাজের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, নরম দু'খানি হাতে বুট নিয়ে টানাটানি করে আকৃসিনিয়া। ওর হাঁটুর উপরে মুখ রেখে নিঃশব্দে কাঁদে বহুক্ষণ। গ্রীগর বাধা দেয় না, প্রাণ ভরে কাঁদতে দেয়।

"কি ব্যাপার, আমি আসাতে কি তুমি খুশি হও নি?" অনেকক্ষণ পরে সে জিগ্যেস করে।

শুতে শুতেই ঘুমিয়ে পড়ে গ্রীগর। শয়নের পোশাক পরেই বিছানা ছেড়ে উঠে আসে আকৃসিনিয়া, বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। ভীষণ শীত, বরফ পড়ছে

বাইরে, কন্‌কনে উত্তুরে হাওয়া। ভেজা থাম্বাটা জড়িয়ে ধরে' শক্ত হয়ে দাঁড়ায় সে। শিট্‌কে হয়ে ওঠে দেহ। এমনি করে দাঁড়িয়ে থাকে সমস্ত রাত, একভাবে।

সকালে উঠে' ওভারকোট্‌টা গায়ে ফেলে গ্রীগর প্রাসাদের দিকে যায়। পশমের কোট গায়ে বৃদ্ধ জেনারেল বারান্দার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে।

"এই যে আমাদের বীর! এস, বন্ধু এস।" গ্রীগর সামরিক সম্মান লাভ করায় বৃদ্ধের ব্যবহারই বদ্‌লে গেছে। গ্রীগরের দিকে হাত এগিয়ে দিতে দিতে জেনারেল জিগ্যেস করেন, "আছ ত কয়েকদিন?"

দু'সপ্তাহ, হুজুর।

হাতে দস্তানা পর্‌তে পর্‌তে ছুটে আসে ইউজিন।

কে গ্রীগর? কোথা থেকে এলে?

"মস্কো থেকে, ছুটিতে।" কাঠ হাসি হাসে গ্রীগর।

তোমার চোখে চোট লেগেছিল না? তাইত শুনেছিলেম আমি! আমাদের গ্রীগর কিন্তু খুব বীর হয়েছে, তাই না বাবা?

বৃদ্ধ কোচম্যান এক্কা নিয়ে আসে। তেজী ঘোড়া দাঁড়িয়ে পা-ঠুক্‌তে থাকে। নূতন কোচম্যান আড়চোখে গ্রীগরের দিকে চায় একবার।

"আগের দিনের মত আমিই চালাই, হুজুর," ইউজিনের দিকে চেয়ে হাসে গ্রীগর।

"হতভাগা এখনও কিছু টের পায়নি।" ইউজিন হেসে সম্মতি দেয়। খুশিই হয় মনে মনে।

"সে কি? আস্‌তে না আসতেই বৌকে ছেড়ে চল্‌লে!" বৃদ্ধ জেনারেল উদারভাবে হেসে ঠাট্টা করেন।

ডননদীর গতিপথে

গ্রীগর হেসে কোচ্ বাক্সে উঠে বসে।

"ভাল করে চালাও, চা খাওয়ার জন্যে বক্‌শিশ দেব।" ইউজিন বলে

"না, না, বক্‌শিশে কি হবে? এমনিই ঢের ঋণী আছি আমি। ……আমার আক্‌সিনিয়াকে খেতে দিচ্ছেন……তাকে…" মাঝ পথে গ্রীগর থেমে যায়। কেমন যেন অস্বস্তিকর একটা সন্দেহ ইউজিনকে পীড়া দিতে থাকে।

"জানে না নিশ্চয়ই—কি করে জানবে?" গাড়ির গদীতে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরাতে ধরাতে ইউজিন ভাবে।

গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠের মধ্যে গিয়ে গ্রীগর গাড়ির মাথা থেকে নেমে আসে। চামড়ার চাবুকটা তার হাতে।

"কি করছ হে?" ইউজিন ভ্রূ কুচকায়।

"এই যে দেখাচ্ছি তোমাকে।" শপাং শপাং চাবুক কশে গ্রীগর ইউজিনের চোখে মুখে। দর্‌দর্ করে রক্ত পড়ে। পাগলের মত চাবুক চালায় গ্রীগর। আত্মরক্ষার অবসর পায় না ইউজিন। এক্কা থেকে টলে পড়ে পাথরের শক্ত রাস্তার ওপর। লোহার নাল-বাধান বুট দিয়ে বারে বারে পদাঘাত করে গ্রীগর ওর সর্বাঙ্গে, পা দিয়ে গড়িয়ে দেয় রাস্তার এক পাশে। তারপর এক্কায় উঠে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কশে। সদর দরজার বাইরে এক্কা রেখে, চাবুক হাতে দৌড়ে গিয়ে গ্রীগর ঘরে ঢোকে। ঝড়ের মত ওকে ঢুকতে দেখে আক্‌সিনিয়া ফিরে চায়।

"তবে রে?" গ্রীগরের হাতের চাবুক শিষ দিয়ে ওঠে। চামড়ার দড়িগুলি আক্‌সিনিয়ার কোমল মুখের ওপর জড়িয়ে পড়ে।

হাঁপাতে হাঁপাতে গ্রীগর উঠানে নেমে আসে, তারপর দৌড়ে পথে।

মাইলখানেক দূরে আক্‌সিনিয়া ওকে ধরে ফেলে। হাঁপাতে হাঁপাতে চলে ওর পাশাপাশি, মাঝে মাঝে জামার খুঁট ধরে টানে। গির্জার পাশে তে-মাথাটায় এসে অদ্ভুত ভাঙা গলায় সে বলে,—"ক্ষমা কর, গ্রীগর।" গ্রীগর ফিরে চায় না। তেম্‌নি ভাবে ছুটে চলে। গির্জার পাশে রাস্তার বাঁকে দাঁড়িয়ে থাকে আক্‌সিনিয়া। হাত দু'খানি দীন আগ্রহে তখনও প্রসারিত ওর দিকে।

বাড়ির দরজায় ডুনিয়া এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর বুকে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে পেন্টিলিমন ছুটে আসে, বৃদ্ধা জননী কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে ছেলেকে। দরজার কাছে চৌকাঠ ধরে শক্ত হয়ে' দাঁড়ায় নাতালিয়া। গ্রীগরের চঞ্চল বিভ্রান্ত দৃষ্টি ওর উপরও গিয়ে পড়ে।

মাঝ রাতে পেন্টিলিমন কনুই দিয়ে খোঁচা দেয় বুড়ির পাঁজরে, ফিস্ ফিস করে বলে—"পা টিপে টিপে গিয়ে দেখে আস একবার, ওরা একসঙ্গে শুয়েছে কি না।"

একসাথে শোবার মত করেই ত' আমি বিছানা করেছি।

তবু যাও, দেখ না একবার।

ইলিনিচনা পা টিপে-টিপে উঠে যায়, দরজার ফাঁক দিয়ে দেখে' তখনই ফিরে আসে।

এক সাথেই শুয়েছে।

ভগবান, ভগবান! তুমি করুণাময়!

খুশি মনে পেন্টিলিমন ভগবানের নাম করে।

———

—দশ—

১৯১৬ সাল। আক্টোবরের অন্ধকার রাত্রি। কন্‌কনে হাওয়া আর বৃষ্টি। অফিসারদের পরিখা, নীচের মাটি ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে।

"ইউজিন কৈ?" বান্‌চাক জিগ্যেস করে।

ঘুমুচ্ছে।

বান্‌চাক দাবা খেলার জন্য ওকে ডেকে তোলে। দাবা খেলা চল্‌ছে, এমন সময় ক্যাপ্টেন কাল্‌মিকোভ এসে ঢোকে।

খবর আছে হে, আমাদের সেনাদলকে এখান থেকে হটিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

বাঁচা যায়, কি ভেজা আর স্যাঁতসেঁতে।

"তবুত তোমাদের যুদ্ধ করতে হচ্ছেনা, সপ্তাহে একবার বন্দুক ভরতে হয় কি, হয় না।" বানচাক্ বলে।

এমনিভাবে গর্তে বসে পচে মরার চেয়ে যুদ্ধ ঢের ভাল।

"কসাক-বাহিনী নির্মূল হোক গভর্ণমেণ্ট তা চায় না, কি বল ক্যাপ্টেন মারকুলোভ?" বান্‌চাক মন্তব্য করে।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ শেষপর্যন্ত এই কসাকেরাই ত ভরসা, চিরদিনই ত এই হয়ে আসছে।

এ কিন্তু রাজদ্রোহ!

তার মানে, সত্যকে তুমি অস্বীকার করতে চাও?'

"শোন, শোন, সবাই," হাত তুলে নাটকীয় ভঙ্গিতে চুবোভ চিৎকার করে ওঠে, "বান্‌চাকের সমাজতন্ত্রবাদের আকাশ-কুসুমের ব্যাখ্যা এইবার আরম্ভ হল।"

"যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কসাকদের সব যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়েছে কেন, জান?" বান্‌চাক হাসে।

"কেন?" ইউজিন জিগ্যেস করে।

"যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলের মধ্যে যখন বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে এবং তা হতে বাধ্য, কারণ, সৈন্যেরা যেভাবে পালিয়ে যাচ্ছে তা থেকেই একথা বুঝা যায়—তখন সেনাদলে বিদ্রোহ দমনের জন্যে এই কসাকদের পাঠান হবে। এদের সাহায্যেই গভর্ণমেণ্ট বিপ্লবও দমন করতে চেষ্টা করবে।" বানচাক বলে।

"তোমার এ অনুমানের কোন অর্থ হয় না," ইউজিন বলে, "সেনাবাহিনীতে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হবে তাই-বা তোমাকে কে বল্লে?"

"তুমি ছুটিতে গিয়েছিলে না?" কাল্‌মিকোভ জিগ্যেস করে।

"এই ত দুদিন আগে ফিরেছি," বান্‌চাক বলে।

কোথায় কাটালে ছুটি?

পিটার্সবার্গে।

কি রকম দেখলে সেখানকার অবস্থা? ইচ্ছে হয় দু'চারদিন থেকে আসি গিয়ে।

"এখন আর গিয়ে আরাম পাবে না!" বান্‌চাক ওজন করে করে

কথা বলে, "খাবার জিনিস মোটেই পাওয়া যায় না। শ্রমিক-এলাকাতে লোকে না খেয়েই আছে। চারদিকে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।"

"এ যুদ্ধে আমাদের মঙ্গল নেই।" মারকুলোভ সহকর্মীদের দিকে চেয়ে মন্তব্য করে।

"রুশ-জাপান যুদ্ধের ফলে ১৯০৫ সালের বিপ্লব হয়েছিল। এবারও আর একটা বিপ্লব হবে—শুধু বিপ্লব নয়, গৃহযুদ্ধও।" বান্‌চাক জবাব দেয়।

"আশ্চর্য! এমন লোককে কি করে অফিসার করা হল, তাই আমি ভাবি!" বান্‌চাকের দিকে চেয়ে চাপা ক্রুদ্ধকণ্ঠে ইউজিন লিস্টনিস্কি বলে।

"প্রথমদিন থেকেই আমি লক্ষ্য করছি, মাতৃভূমি এবং যুদ্ধ সম্পর্কে এর মতামত মোটেই সুবিধার নয়, আগে অবশ্য এমন খোলাখুলি বোঝা যায় নি, এখন দেখছি যুদ্ধে আমাদের পরাজয় হলেই যেন এ খুশি হয়। কি বল বান্‌চাক, ঠিক বুঝেছি কি না তোমাকে?" ইউজিন জিগ্যেস করে।

ঠিক! যুদ্ধে পরাজয় হলেই আমি খুশি হব।

কারণ? তোমার রাজনৈতিক মতবাদ যাই কেননা হোক, মাতৃভূমির পরাজয় কামনা করার মত জঘন্য কাজও আর কিছু নেই। যে-কোন লোকের পক্ষেই ত এ লজ্জার কথা।

"মনে আছে, ডুমার সোশ্যাল ডিমক্রেটিক দলের সদস্যেরা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন ক'রে পরাজয়ের পথ আরো পরিষ্কার করে দিয়েছে?" মারকুলোভে মাঝখানে বলে ওঠে।

"তুমিও কি তাদের মতই সমর্থন কর?" লিস্টনিস্কি প্রশ্ন করে।

সে কথা ত আমি আগেই বলেছি! বলশেভিক দলের সভ্য হয়ে দলের সঙ্গে ত আমার মতভেদ থাকতে পারেনা। এত বুদ্ধিমান হয়েও যে এই সাধারণ কথাটা তুমি কেন বুঝতে পারনা তাই আমি ভাবি।

প্রথম কারণ, আমি সৈনিক এবং রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। সোস্যালিস্ট দেখলেই আমার মাথা গরম হয়ে ওঠে।

"তাত নয়, প্রথমত তুমি একটি নীরেট; দ্বিতীয়ত, সেনাদলে থেকে পশু বনে গেছ।" বান্‌চাক মনে মনে ভাবে।

ক্যাপ্টেন চুবোভ কথা বলেনা, শুয়ে শুয়ে মারকুলোভের আঁকা অর্ধনগ্ন একটি মেয়েব ছবির দিকে চেয়ে থাকে। কয়েকটি রেখার টানে কি অনবদ্য সৌন্দর্যই না ফুটে উঠেছে!

"চমৎকার!" চুবোভ হঠাৎ তারিফ করে উঠে।

ইউজিন অবাক হয়ে একবার ওর দিকে আর একবার বান্‌চাকের দিকে চায়।

"জারতন্ত্র যে ধ্বংস হবে তাতে কোন সন্দেহই নেই।" এই বলে বান্‌চাক তার বক্তৃতা শেষ করে।

"কয়েক লক্ষ সৈন্য হয়ত মরবে, তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করতেই হবে।" বান্‌চাকের দিকে আড়চোখে চেয়ে ইউজিন বলে।

"শ্রমিকদের কোন মাতৃভূমি নেই।" অসম্ভব জোর দিয়ে বান্‌চাক কথাটা উচ্চারণ করে। "এই দেশ তোমাদের আহার জুগিয়েছে...বিলাস ব্যসনের ব্যয় জুগিয়েছে...কিন্তু আমাদের, শ্রমিকদের?...তোমরা আর আমরা একসঙ্গে বাঁচতে পারিনে।

ব্যাগের মধ্য থেকে বান্‌চাক একখানা ময়লা পুরানো খবরের কাগজ বের করে ইউজিনের সামনে মেলে ধরে।

শুন্‌বে ?

কি ?

যুদ্ধ সম্পর্কে একটা লেখা।...বুর্জোয়ার দল জাতীয় যুদ্ধের ধুঁয়া তুলে তাদের সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধিকে আড়াল করে রেখেছে। শ্রমিকশ্রেণীকেই আজ অগ্রসর হ'য়ে যুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করে দিতে হবে।...বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যদি এই যুদ্ধের অবসান না হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আবার যুদ্ধ বাধবে। এই যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ বলে যারা প্রচার করছে তাদের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

বান্‌চাক ধীরে ধীরে পড়ে চলে।

আজ যদি নাও হয়, কাল হবে, এ যুদ্ধে যদি নাও হয়, এর পরের যুদ্ধে নিশ্চয়ই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শ্রেণী-চেতন সর্বহারা গৃহ-যুদ্ধ এবং শ্রেণী-সংগ্রামের ঝাণ্ডা তুলে ধরবে। লক্ষ লক্ষ নিম্ন-মধ্যবিত্তেরও চৈতন্য হবে। তারাও এসে জুটবে এই পতাকা-তলে। দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে এই বিপ্লবের বারবানল।

"এ নিশ্চয়ই রুশিয়াতে ছাপা নয়?" মারকুলোভ জিগ্যেস করে।

না, জেনেভাতে। সোস্যাল-ডিমোক্র্যাট্ পত্রিকার একটা প্রবন্ধ।

কে লিখেছে ?

লেনিন।

লেনিন ত সোস্যাল-ডিমোক্র্যাটদের নেতা, তাই না ?

বান্‌চাক জবাব দেয় না। কাগজখানা আগের মত ভাঁজ করে সযত্নে গুছিয়ে রাখে।

"লোকটার লেখার শক্তি আছে, আর ভাব্‌বার কথাও এতে যথেষ্ট আছে।" মারকুলোভ বলে।

উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে করতে ইউজিন বলে,..."নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত এক ভবঘুরের পক্ষে ইতিহাসের গতি-নিয়ন্ত্রণের করুণ প্রচেষ্টা! জাতীয় যুদ্ধকে শ্রেণী-সংগ্রামে পরিণত করতে হবে, কী জঘন্য মতবাদ।"

"আচ্ছা বান্‌চাক," কাল্‌মিকোভ বলে, "ধর, এই যুদ্ধ গৃহযুদ্ধে পরিণত হল এবং রাজতন্ত্র ধ্বংস হল, তখন তোমরা কি ধরণের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কর্‌তে চাও?"

শ্রমিকশ্রেণীর গভর্ণমেণ্ট।

কি ধরণের? পার্লামেণ্ট থাক্‌বে?

"না।" বান্‌চাক হাসে।

তবে?

শ্রমিকদের ডিক্‌টেটরসিপ।

কৃষক এবং মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের কি হবে?

"কৃষকরা থাকবে আমাদের সঙ্গে, মধ্যবিত্তেরাও কতক থাকবে। যারা আস্‌বে না, তাদের সোজা কোতল করতে হবে।" বান্‌চাক হাসে।

তবে তুমি ইচ্ছা করে যুদ্ধে এসেছিলে কেন? অফিসারই বা হলে কি ক'রে? তোমার মতবাদের সঙ্গে ত একাজ খাপ খায় না।

ক্যাপ্টেন কাল্‌মিকোভ আশ্চর্য হয়ে জিগ্যেস করে।

"মেশিনগানের গুলিতে কতজন জার্মাণ শ্রমিকের খুলি উড়িয়েছ?" ইউজিন ঠাট্টা করে।

"সে একটা প্রশ্ন বটে! তবে স্বেচ্ছায় এসেছি, কারণ পরে বাধ্য হ'য়ে

আসতেই হত। আর এখানকার অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে কাজে লাগতেও পারে। শোন বল্‌ছি।” বান্‌চাক আর একখানা কাগজ টেনে বের করে পড়ে শোনায়।

…আধুনিক সেনাদলের কথাই ধর, সংঘশক্তির এত বড় উদাহরণ আর নেই! লক্ষ লক্ষ লোক আজ দেশময় ছড়িয়ে আছে, গৃহকোনে, কৃষিক্ষেত্রে, নানা জীবিকায়। সমাবেশের আদেশ হল আর সবাই এক সঙ্গে এসে এক জায়গায় জড় হল। আজ পরিখায় তারা লুকিয়ে আছে, কালই হয়ত আদেশ পেয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে যাবে, কামানের গোলা, বিমানের বোমাবর্ষণ তুচ্ছ করে অসাধ্য সাধন করবে। একেই বলে সংঘশক্তি আর শৃঙ্খলা। সকলে একই আদর্শে অনুপ্রাণিত। মুহূর্তের মধ্যে অভ্যস্ত জীবন ছেড়ে এসে বন্দুক কাঁধে তুলে নিয়েছে, পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে প্রতিনিয়ত নিজেদের ভেঙেগড়ে নিচ্ছে; বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের শ্রেণী-যুদ্ধেও এমনি শৃঙ্খলার প্রয়োজন। বিপ্লবের অনুকূল পরিস্থিতি আজ হয়ত নেই…

“পরিস্থিতি বল্‌তে তুমি কি বোঝ?” চুবোভ জিগ্যেস করে।

“আমি ঠিকই বুঝি, কিন্তু ঠিক মত বোঝাবার শক্তি আমার নেই।” বান্‌চাকের মুখে সরল নিরভিমান হাসি।

“আচ্ছা, পড়ে যাও, পড়ে যাও।” হাত নেড়ে ইউজিন বলে।

…বিপ্লবের অনুকূল পরিস্থিতি আজ হয়ত নেই, আজ যদি তোমাদের ভোটের অধিকার দেয় তবে তাই নেবে। তাকে উপলক্ষ্য করেই নিজেদের সংঘবদ্ধ করে তুলবে। কাল যদি ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, তোমাদের কাঁধে বন্দুক তুলে দেয়, তবে তাতেও তোমরা কুণ্ঠিত হয়ো না। যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তিবাদীদের প্রচার-কার্যে তোমরা ভুলো না। মনে………

একজন সার্জেণ্ট মেজর এসে পড়াতে বান্‌চাকের থামতে হয়।

"হুজুর" কালমিকোভের দিকে চেয়ে সার্জেণ্ট বলে—"রেজিমেণ্টাল স্টাফ থেকে একজন আর্দালী এসেছে।"

কালমিকোভ এবং চুবোভ সার্জেণ্ট মেজরের সঙ্গে বের হয়ে যায়। একটু পরে বান্‌চাকও চলে যায়।

ইউজিন পায়চারি করতে করতে মারকুলোভের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

"তোমার কি মনে হয়?" ইউজিন বলে।

"কে জানে? অদ্ভুত লোক! আগে কেমন যেন হেঁয়ালি লাগত; আজ অবশ্য স্বরূপ প্রকাশ পেল। কসাকদের মধ্যে, বিশেষ করে মেশিনগানারদের মধ্যে লোকটার ভীষণ প্রভাব।" মারকুলোভ বলে।

হবে। মেশিনগানাররা সবাই বলশেভিক। কিন্তু যেভাবে ও হাত খেলাল আজ, তাই দেখে আমি অবাক! হঠাৎ কিছু করার লোকও ত ও নয়। অত্যন্ত সাংঘাতিক লোক।

সেই রাতেই ইউজিন উচ্চতন কর্তৃপক্ষকে সমস্ত ঘটনা লিখে জানায়। বান্‌চাক কি জন্য সেনাদলে যোগ দিয়েছে এবং কিভাবে সেনাদলে বিপ্লবী প্রচার-কার্য চালায় তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়। উপসংহারে জানায় বান্‌চাককে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে কোর্টমার্শাল করা দরকার এবং মেশিনগান দলকে ভেঙে সৈন্যদের বিভিন্ন বাহিনীতে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া দরকার।

ভোর হতেই ইউজিন পরিখাতে টহল দিতে বের হয়।

পরিখার লোহার পাতের ওপর আগুন জ্বেলে কয়েকজন কসাক গোল হয়ে বসে চায়ের জল ফুটায়।

"কতবার বলেছি, লোহার পাতের উপর আগুন জ্বালবিনে, সে কথা কানে যায় না? শূয়োর কোথাকার!" ইউজিন দূর থেকেই চিৎকার করে ওঠে। দু'জন কসাক বিব্রতভাবে উঠে দাঁড়ায়, আর সবাই বসে বসেই বিড়ি টানতে থাকে।

"সাধে কি আর লোহার পাত নিয়ে টানাটানি করি হুজুর! দেখছেন না, কি কাদা! আগুন জ্বালব কোথায়?" একজন বৃদ্ধ কসাক উঠে জবাবদিহি করে।

"তোল্, লোহার পাত এখনি তুলে ফেল্।" ইউজিন হুকুম করে।

"তার মানে, আমরা না খেয়েই থাকি?" একজন কসাক ইউজিনের মুখের উপরেই ভ্রূকুটি করে।

"তোল্ বলছি!" ভারি বুট দিয়ে চায়ের পাত্রটা ইউজিন উল্টে ফেলে দেয়।

"বাছাধনদের ত দিব্যি চা খাওয়া হয়েছে।" কসাকেরা গজরাতে থাকে। চোখে আগুনের ফুলকি!

ইউজিন একটু এগিয়ে যেতেই মারকুলোভ হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসে, "শুনেছ, বান্‌চাক কাল রাতে পালিয়ে গেছে?"

পালিয়ে গেছে? বান্‌চাক?

হ্যাঁ, আমাদের এখান থেকে কাল আর শিবিরে ফিরে যায় নি!

দুয়েকদিন পরে সার্জেণ্ট মেজর এসে কুণ্ঠিত মুখে ইউজিনের সামনে দাঁড়ায়।

হুজুর! পরিখার মধ্যে এই সব ইস্তাহার পাওয়া গেছে।

"দেখি।" কাগজখানা টেনে নিয়ে ইউজিন পড়ে,

ডনদীর গতিপথে

কমরেড সৈন্যগণ, দু'বছর হল এই অভিশপ্ত যুদ্ধ চলছে। দু'বছর ধরে অন্যের স্বার্থ রক্ষার জন্য তোমরা এই পরিখার মধ্যে পচে মরছ! দু'বছর ধরে বিভিন্ন দেশের কৃষক শ্রমিকের রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে লক্ষ লক্ষ গৃহে হাহাকার উঠেছে কিন্তু কিসের জন্য এই যুদ্ধ? কার স্বার্থের জন্য?···বড় বড় শিল্পপতিরা দুনিয়ার বাজার দখল করার জন্য এই যুদ্ধ আরম্ভ করেছে, কিন্তু তোমরা কেন এই যুদ্ধে আত্মবলি দিচ্ছ? তোমাদের মতই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা খায় নির্বিচারে কেন তাদের হত্যা করছ? যথেষ্ট হয়েছে, আর না।......

ক্রোধে ফেটে পড়ে ইউজিন। "আরম্ভ হল তবে!" ইউজিন তৎক্ষণাৎ রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডারকে টেলিফোন করে।

"সমস্ত সৈন্যদের তল্লাসী কর, অফিসারদেরও বাদ দেবে না!" ওপর থেকে হুকুম আসে। অফিসারদের ডেকে ইউজিন আদেশের কথা জানায়।

"কি জঘন্য!" মারকুলোভ রুখে ওঠে—"পরস্পরকে তল্লাসী করতে হবে আমাদের?"

"প্রথমেই তোমার পালা হে ইউজিন!" একজন ঠাট্টা করে।

নাহে, এস লটারী করা যাক্।

প্রথমে কসাকদের তল্লাসী আরম্ভ হয়। কোথাও কিছু নেই। কেবল একজন কসাকের পকেটে এক টুকরা ইস্তাহার পাওয়া যায়।

"তুমি পড়েছ এখানা?" মারকুলোভ জিগ্যেস করে।

"আজ্ঞে না, বিড়ি ধরানর জন্য রেখেছি। আমি পড়তে জানি নে।

পরদিন কসাকদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। দু'জন মেশিনগানারকে গ্রেফ্‌তার করে কোর্টমার্শাল করা হয়। বাইরে থেকে

ডনদীর গতিপথে

কসাকদের শান্তই দেখা যায়। কিন্তু অফিসারেরা ভয় পায়। কসাকদের চোখে বিদ্রোহের প্রচ্ছন্ন স্ফুলিঙ্গ।

—এগার—

অন্য একজন কসাককে সঙ্গে নিয়ে চুপি চুপি ভ্যালেট ঢোকে একটা পরিত্যক্ত জার্মান-পরিখার মধ্যে আহারের সন্ধানে। দু'জন দু'দিক থেকে সন্ধান করতে আরম্ভ করে।

পরিখার মধ্যে মৃত দেহের স্তূপ। ভ্যালেটের গা কেমন যেন ছম্ ছম্ করে।

"কে, অটো ?" মানুষের সাড়া পেয়ে ভাঙা গলায় জার্মান ভাষায় কে যেন জিগ্যেস করে। জামার বোতাম আটতে আটতে একজন জার্মান সৈন্য উঠে আসে।

"হাত তোল, হাত তোল, আত্মসমর্পণ কর!" ওর বুকের ওপর বন্দুক চেপে ধ'রে ভ্যালেট চিৎকার ক'রে ওঠে। জার্মানটা হতভম্ভ হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে হাত তুলে ধরে মাথার ওপর। হাত দু'খানি ওর কাঁপতে থাকে। বিহ্বলের মত একবার ভ্যালেটের দিকে আর একবার ওর চক্ চকে সঙিনের দিকে চায়।

"পালাও জার্মান! পালাও!" হঠাৎ ভ্যালেটের মুখের ভাব পরিবর্তিত হয়, "তোমার বিরুদ্ধে আমার কোন আক্রোশ নেই। আমি তোমাকে হত্যা করব না।"

ভ্যালেটের ভাষা জার্মান বুঝতে পারে না। তেমনি ভাবেই চেয়ে থাকে। হঠাৎ ভ্যালেট ওর হাত চেপে ধরে একান্ত মমতায়—"আমিও শ্রমিক, তোমাকে কেন আমি হত্যা করতে যাব? পালাও তুমি, পালাও, এখনি আমাদের লোকজন এসে পড়বে হয়ত।"

ভ্যালেটের ভাষা বোঝে না কিন্তু ওর চোখের দিকে চেয়ে জার্মানটা সব বুঝতে পারে।

আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ? যেতে দেবে আমাকে?

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বন্দী।

তুমিও বুঝি শ্রমিক? আমারই মত সোস্যাল ডিমোক্র্যাট?

কেউ কারো ভাষা বোঝে না। কেবল সোস্যাল ডিমোক্র্যাট শব্দটা বোঝে!

"হ্যাঁ, আমিও সোস্যাল ডিমোক্র্যাট, কিন্তু পালাও বন্ধু, আর নয়।" ভ্যালেট তাড়া দেয়।

পরস্পরকে ওরা আলিঙ্গন করে। "ভাবি শ্রেণী-সংগ্রামে আমরা হয়ত একই পরিখাতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করব!"

বিদায় নিতে গিয়ে জার্মান-বন্দী অসীম কৃতজ্ঞতায় ভ্যালেটের হাত চেপে ধরে।

—বার—

গ্রীগর আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এসেছে। আবার পরিখায় সেই বিনিদ্র রজনী, অতন্দ্র সতর্কতা। নিঝুম রাতে ধ্রুবতারার দিকে চেয়ে থাকে গ্রীগর।

ধ্রুবতারার পাশে ভেসে ওঠে আক্‌সিনিয়ার মুখ! কী যেন একটা অবুঝ কান্না গুমরে ওঠে ওর বুকে। চোখে নামে অশ্রুর বন্যা। শেষবার দেখা আক্‌সিনিয়ার সেই বিবর্ণ, বিকৃত, রক্তাক্ত মুখখানি মনে পড়ে যে! কত সুখ-স্মৃতি, মদির রাত্রি! শঙ্খের মত সাদা আক্‌সিনিয়ার বঙ্কিম গ্রীবা, গ্রীগরের, শত চুম্বনের দাগ আঁকা!

গ্রীগর পাগল হ'য়ে ওঠে। আক্‌সিনিয়ার চুলের মদিরগন্ধ এখনও যে লেগে আছে ওর নাকে! সমস্ত শরীর ওর থর্ থর্ করে কাঁপে।

এমনি করে কাটে রাত, প্রহরের গায়ে প্রহর গড়িয়ে চলে। মনে হয় আরও কত কথা, নাতালিয়ার কথা, গ্রামের সকলের ব্যবহারের কথা। সবাই তাকে সম্মান করেছে, সমীহ করেছে এবার—গ্রামের প্রথম বীর! সেণ্টজর্জের পদক পাওয়ার পর লোকের কাছে মূল্য তার বেড়ে গেছে বহুগুণ! সম্মানের মোহ, কসাকত্বের মহিমা আবার ওর মনে মাথা-চাড়া দিয়ে ওঠে। যুদ্ধের উদ্দেশ্য নিয়ে সংশয় তার কাটেনি কিন্তু কসাকত্বের মর্যাদা সে রক্ষা করবে।

পূর্ব-প্রাসিয়ার প্রান্তরে সম্মিলিত কসাকবাহিনী আক্রমণে অগ্রসর হয়। কসাক-অশ্বের পায়ের নীচে জার্মান কৃষকদের শস্যক্ষেত্র দলিত মথিত হ'য়ে যায়। আক্রমণ করতে গিয়ে ২৭ নম্বর ডন-কসাকবাহিনী একদিন বিপর্যস্ত হয়। জার্মান-বাহিনী তাদের ঘিরে ফেলে। এই দলে আছে পিওট্রা, স্টিপেন এবং গ্রিগরদেব গ্রামেরই আরো অনেকে। ২৭ নম্বর বাহিনীকে উদ্ধারের জন্য গ্রীগরদের দল তীব্র গতিতে অগ্রসর হয়। জার্মান-ব্যূহ ভেদ করে কসাকদের পলায়নের পথ করে দিতে হবে। হঠাৎ বিকট একটা চিৎকার করে স্টিপেনের ঘোড়া মাটিতে পড়ে যায়। আহত স্টিপেনও ঢলে পড়ে।

পাশবিক উল্লাসে গ্রীগর এগিয়ে যায়। পলায়নপর কসাকেরা ভ্রূক্ষেপও করে না। আহত স্টিপেনের দিকে ফিরেও কেউ চায়না। হঠাৎ কি ভেবে গ্রীগর থমকে দাঁড়ায়।

"শক্ত করে আমার ঘোড়ার রেকাব চেপে ধরে ঝুলে পড়!" স্টিপেন প্রাণপণ শক্তিতে গ্রীগরের রেকাব চেপে ধরে। ব্যূহ ভেদ করে গ্রীগর বনের দিকে ঘোড়া ছুটায়।

"দোহাই তোমার, আস্তে চালাও, আস্তে চালাও!" স্টিপেন হাঁপাতে থাকে। বৃষ্টিধারার মত জার্মাণদের গুলি এসে পড়তে থাকে। স্টিপেনের পায়ে একটা বুলেট লেগে সে ছিট্‌কে পড়ে। এক লাফে গ্রীগরও নেমে পড়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে।

দমকা বাতাসে ওর লম্বা চুলগুলো চোখে মুখে এসে পড়ে। বাঁ হাত দিয়ে চুল সবাতে সরাতে সে দেখে, হামাগুড়ি দিয়ে ছিঁচ্‌ড়ে স্টিপেন একটা ঝোপের দিকে এগোচ্ছে এবং এক হাতে সৈনিকের পোশাক খুলে ফেলছে। মরার ইচ্ছা স্টিপেনেরও নেই! এত দুঃখেও গ্রীগরের হাসি পায়। পোশাক খুলে ফেল্‌লেই কি আর জার্মানরা কসাককে রেয়াত কর্‌বে?

"আমার ঘোড়ায় উঠে বস!" দৃঢ়স্বরে গ্রীগর আদেশ দেয়। করুণ ভীত চোখ, আহত মুমূর্ষু জানোয়ারের মত অসহায় দৃষ্টি স্টিপেনের চোখে!

ঘোড়ার পিঠে ওকে তুলে নিয়ে আবার ঘোড়া ছুটায় গ্রীগর। বনের মধ্যে এসে তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে ওরা। একটি গাছের গুঁড়িতে ভর দিয়ে স্টিপেন উঠে দাঁড়ায়। রক্তে ওর বুট ভরে ওঠে।

"গ্রীস্‌কা! আজ যুদ্ধের সময়...গ্রীগর শোন..." স্টিপেন ওর চোখে তাকাবার চেষ্টা করে,—

আজ যুদ্ধের সময় তিন-তিনবার তোমাকে লক্ষ্য করে আমি গুলি ছুঁড়েছি, কিন্তু ভগবান তোমাকে রক্ষা করেছেন।

পরস্পরের চোখে চোখে চায় ওরা। স্টিপেনের গর্তে-পড়া চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ করে। ধীরে ধীরে সে বলে, "তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ...ধন্যবাদ......কিন্তু তোমাকে আমি ক্ষমা করতে পারিনে...আমার আক্‌সিনিয়াকে তুমি...এম্‌নি করে আমাকে ক্ষমা করতে বাধ্য কোরোনা গ্রীগর......।"

"ক্ষমা করতে তোমাকে বল্‌ছে কে?" শত্রুর মতই আবার তাদের ছাড়াছাড়ি হয়।

কসাকত্বের গৌরব রক্ষার জন্য গ্রীগর যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পাগলের মত মরিয়া হয়ে সে যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে যায়। যেখানে বিপদ সেখানেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিজের জীবনেও যেমন সে পরোয়া করে না, অন্যের জীবন নিয়েও তেমনি খেলা করে একান্ত অবহেলায়। আগের সে কোমলতার ছাপও আর নেই। গ্রীগর এখন পাকা, ঝানু কসাক, নির্মম, নির্বিকার। বীরত্বের শ্রেষ্ঠ সম্মানেও সে ভূষিত হয়েছে—চারটি সেণ্টজর্জের ক্রশ আর চারটি পদক! বহু যুদ্ধের বহু বীরত্বের বহু রেখা ফুটে উঠেছে ওর মুখে। আগের সে হাসি নেই, সে দৃষ্টি নেই! সামরিক সম্মানের জন্য মূল্য সে কম দেয়নি!

রাত্রে তার ঘুম হয় না। বসে বসে একটার পর একটা সুধু সিগারেট টানে। অন্ধকার, আকাশ-ভরা তারা। দূরে আস্ট্রিয়ান পরিখা থেকে ম্যাণ্ডোলিনের সুর ভেসে আসে।

ইউরোপিন সেই অগের মতই আছে।

ডননদীর গতিপথে

"কি হে, রাতে বাড়ির স্বপ্ন দেখেছ নাকি ?"
ইউরোপিন ঠাট্টা করে।

ঠিকই বলেছ হে, ভাল লাগে না আর······বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছা করে।······বিরক্তি ধরে গেছে।

"কি যে হবে ভাই! এই যে সব বিপ্লবের ধুঁয়া উঠেছে এতে সর্বনাশ ছাড়া আর কিছু হ'বে ভেবেছ? শক্ত একজন জার চাই আমাদের। কৃষকদের সঙ্গে আমাদের স্বার্থের কোন মিল নেই। তারা চায় জমি, শ্রমিকেরা চায় ভাল হারে মজুরি কিন্তু তার বদলে কি দেবে আমাদের? জমি আমাদের যথেষ্ট আছে। জারকে তাড়াতে পারলে তারা তখন আমাদের ঘাড়ে এসে পড়বে। আমাদের জমি কেড়ে নিয়ে তারা কৃষকদের দেবে। আমাদের স্বার্থের জন্যই ত শক্ত একজন জার চাই।

হঠাৎ একদিন কসাকদল উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে।

আমরা কি কুকুর? মানুষ নই?

ক্রুদ্ধ রোষে কসাকেরা চিৎকার করে। মরা ঘোড়ার মাংসের স্তূপ খেতে দিচ্ছ তাদের, তার মধ্যেও আবার কিল্‌বিল্ করছে সাদা সাদা পোকা: দল বেঁধে কসাকেরা অফিসারের তাঁবুতে গিয়ে হাজির হয়। গ্রীগর যায় সবার আগে।

ক্রমাগত সতের দিন ধরে কসাক অশ্বারোহীবাহিনী অগ্রসর হয়। অনাহারে, পরিশ্রমে ঘোড়াগুলো শুকিয়ে ওঠে। রুমানিয়ার সীমান্তে এক ক্ষেতে ঢুকে ইউরোপিন এক আঁটি কাঁচা যবের গাছ কেটে আনে। অফিসার দেখতে পেয়ে তাড়া ক'রে আসে।

"ইউরোপিন! শূয়োর কোথাকার! কোর্ট মার্শাল হবার ইচ্ছা

আছে ?" ইউরোপিন অপাঙ্গে একবার চায়, তারপর তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে—"কোর্ট মার্শাল করবে? গুলি করবে? কর, কর, এই মুহূর্তেই কর।···একটা ঘাসও আমি দেব না। ঘোড়া আমার না খেয়ে মরবে?"

ঘোড়াটার হাড়-বেরকরা পাঁজরের দিকে চেয়ে অফিসার কেমন যেন বিব্রত হ'য়ে ওঠে।

"গায়ের ঘামটা মরুক, তার পরে খেতে দিয়ো।" অফিসার আস্তে আস্তে বলে।

"হ্যাঁ, জুড়িয়েছে এতক্ষণে।" ইউরোপিন ঘোড়াটাকে খেতে দেয়।

কসাকবাহিনী আরও এগিয়ে চলে। ট্রান্‌সেলভিনিয়ার পাহাড়ে ভীষণ যুদ্ধ হয়। অস্ট্রিয়ান রাইফেল আর মেশিনগানের মুখে কসাকবাহিনী দাঁড়াতে পারে না। শৃঙ্খলা ভেঙে বনের মধ্যে পালিয়ে যায়। পলায়নপর কসাকেরা দলে দলে ঢলে পড়ে। আহত হয়ে গ্রীগরও ছিট্‌কে পড়ে! মিশার বাহু আশ্রয় করে আহত গ্রীগরও কোনমতে বনের মধ্যে গিয়ে ঢোকে।

"মরুক, মরুক ওরা, এমনি করে মরাই এদের দরকার," গ্রীগরকে মাটিতে নামিয়ে দিতে দিতে মিশা চিৎকার করে ওঠে, "না মরলে শিক্ষা হ'বে না ওদের।"

"কি চেঁচাচ্ছ?" ইউরোপিন ভ্রূকুটি করে।

"মগজে কিছু থাক্‌লে বুঝ্‌তে।" মিশাও রুখে ওঠে।

শপথের কথা মনে আছে? সৈনিকের শপথ নিয়েছ না?

ইউরোপিন ধম্‌কে উঠে। মিশা আর জবাব দেয় না। এক টুকরো বরফ তুলে চিবাতে থাকে।

—তের—

টাটারাস্ক পল্লির সে চেহারা আর নেই। তিন বছর ধরে যুদ্ধ চলে। গ্রামে জোয়ান পুরুষ বলতে কেউ নেই। কোন বাড়িতেই ঘরের চালে খড় নেই, বেড়া ভেঙে পড়েছ, দাওয়া ধ্বসে যায়। কে দেখে এসব? ক্রিশ্চিয়ানার বউ ন'বছরের ছেলেটাকে নিয়ে ক'দিক সামলাবে? আনিকুস্‌কার বউয়ের ত আজকাল প্রসাধনের দিকেই নজর বেশি!

তবু ত সব ভিটেয় প্রদীপ জ্বলে কিন্তু স্টিপেনের বাড়িটাই একেবারে খাঁ খাঁ করে। ঘরখানা কাত হ'য়ে পড়েছে। বেড়া বলতে কিছুই নেই। রোদ-বৃষ্টির সময় গরু, ঘোড়া, এসে আশ্রয় নেয়। উঠানে এক হাঁটু ঘাস আর আ-গাছা। আইভান টমিলিনের ঘরখানা রাস্তার উপরে ঝুঁকে পড়েছে। খুঁটি দিয়ে কোন রকমে খাড়া রাখা হ'য়েছে। কতশত রুশ আর জার্মান-পল্লি টমিলিনের গোলার মুখে উড়ে গেছে। সেই অভিশাপেই হয়ত তার নিজের ঘর আজ ভেঙে পড়ছে, দেখার কেউ নেই।

এক পেন্টিলিমন মিলিকোভের বাড়িরই যা-কিছু শ্রী এখনও আছে। বুড়ো সব দিক বজায় রেখেছে।

নাতালিয়ার জমজ সন্তান হ'য়েছে। একটা ছেলে একটা মেয়ে। বুড়ো বুড়ির আনন্দ আর ধরে না। নাতালিয়ারও আগের সে ভীত ত্রস্ত ভাব আর নেই! গ্রীগরের সন্তানের জননী সে। নিজের শক্তিতে প্রতিষ্ঠিতা, মাতৃত্বে মহীয়সী সে আজ!

গ্রীগর আর পিওট্রা দু'ভাই-ই চিঠি দেয় বাড়িতে। মাঝে মাঝে টাকাও পাঠায় গ্রীগর। বীর বলে নাম হয়েছে গ্রীগরের। সম্মান আর পুরস্কার পেয়েছে

বহু, কিন্তু যুদ্ধ, এখনও তার ধাত-সহা হ'য়ে উঠেনি। দিন দিন কেমন যেন শুকিয়ে উঠ্ছে সে।

পিওট্রার ভাব কিন্তু আলাদা। পিওট্রা এখন কর্পোরাল হ'য়েছে দু'টো ক্রশও পেয়েছে পুরস্কার। যুদ্ধের কাজটা বেশ রপ্ত করে নিয়েছে সে। যুদ্ধই তার জীবনে অভাবনীয় সুযোগ এনে দিয়েছে। অতি সাধারণ নগণ্য কৃষক সে, এত সম্মান সে যে কল্পনাও করতে পারে নি কোনদিন! সে চেষ্টা করছে, সামরিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা নিয়ে বড় অফিসার হ'বে। যুদ্ধে গিয়ে পিওট্রা ভালই আছে। একমাত্র দুঃখ তার বউকে নিয়ে! ডেরিয়ার হাবভাব আজকাল মোটেই ভাল নয়। নানা গুজব তার কানে আসে। আর কত করে সে নিজেও ত লিখেছে বউকে—এসব স্বভাব ছাড়তে!

স্টিপেন গিয়েছিল ছুটিতে। ফিরে এসে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়েই সে বড়াই করে, পিওট্রার বউ ডেরিয়াকে নিয়ে ছুটির দিন ক'টা তার মন্দ কাটেনি। পিওট্রা শুনে, কিন্তু বিশ্বাস করতে মন সরে না।

"স্টিপেন মিথ্যুক!" পিওট্রাও বলে, "আক্সিনিয়ার দাগা এখনও ভুলতে পারেনি, এইসব রটিয়ে তাই মনের ঝাল ঝারে আর কি!"

কিন্তু পিওট্রাও একদিন নিঃসন্দেহ হয়। স্টিপেনের পকেট থেকে একখানা রুমাল পড়ে যায় একদিন। রেশমের টুকরার ওপর ডেরিয়ার সূচীশিল্প! এতো পিওট্রার ভুল হবার কথা নয়!

স্টিপেনকে খুন করবে পিওট্রা। ওদের পুরান শত্রুতা আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। স্টিপেনকে খুনই করবে সে! কিন্তু খুন আর করতে হয় না। জার্মান ঘাঁটি আক্রমণ করতে গিয়ে স্টিপেন একদিন সাংঘাতিকভাবে আহত হ'য়ে পড়ে। অন্যান্য-সব কসাকরা তাকে ফেলেই পালিয়ে আসে। আপনি বাঁচলে ত বাপের নাম।

ভাবে বাড়ি ফিরে ডেরিয়াকে খুন করবে সে। কিন্তু তাতে তার লাভ কি? সমস্ত জীবন জেলে পচে মরা! এই সম্মান, এই পদ, উজ্জ্বলতর ভবিষ্যত! দুঃখ হয় পিওট্রার। তবে খুন না করুক সাপের লেজ সে ভেঙে দেবে একেবারে জন্মের মত!

ডেরিয়া একটু বেপরোয়াই হ'য়ে উঠেছে আজকাল। রাতে সে বাড়ি থাকে না প্রায়ই। পেন্টিলিমন ধরে একদিন আচ্ছা করে চাবুক কশে। জামা ছিঁড়ে ডেরিয়ার সাদা পিঠে রক্ত ঝরে। ডেরিয়া কথা বলে না। মুখ বুঁজে কাজ করে সারাদিন, আর মনে মনে গজরায়।

একদিন গোয়াল ঘরে পেন্টিলিমনকে একলা পেয়ে ডেরিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর ওপর। বুভুক্ষিত নারীত্বের নগ্ন কুৎসিৎ আত্মপ্রকাশ!

"নিজের বয়সকালে কি করতে তুমি? আজ শক্তি নেই, তাই সাধু সেজেছ, ইচ্ছা কি আর নেই?...সেই কবে গেছে স্বামী...মানুষ আমি, মেয়ে মানুষ...আমি বাঁচি কি নিয়ে...এ আমার চাই-ই, চাই... পুরুষ একজন...কসাক একজন...ফের যদি কথা বলতে এস ত দেখে নেবো।" ঘাগরাটা ঠিক করতে করতে ডেরিয়া বেরিয়ে যায়।

বিহ্বলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে পেন্টিলিমন। মুখে কথা সরে না।—"হয়ত ওর কথাই ঠিক!" দুর্বলভাবে সে ভাবে।

মিট্‌কা এসেছে ছুটিতে। করসুনোভদের বাড়িতে উৎসব শুরু হ'য়েছে। মিট্‌কাও একটা ক্রশ পেয়েছে, আর কসাকদের মধ্যে কেই বা ক্রশ পায়নি এবার! মিট্‌কা সেই আগের মতই আছে। দু'হাতে জীবনকে সে ভোগ করে চলে। কাল কপালে কি আছে কে জানে? সৈনিকের

জীবন, যে-কোন মুহূর্তে সব শেষ হ'য়ে যেতে পারে। আর কতবার ও এমনি মরতেও বসেছিল। জার্মানদের হাতে বন্দী হয়েছিল একবার, ছু'বার হয়েছিল তার কোর্ট মার্শালের আদেশ—একবার চুরি আর একবার এক পোল রমণীর সম্ভ্রম হানির অপরাধে।

পাঁচ দিন সে বাড়িতে থাকে। রাত্রে অবশ্য সে দয়া করে আনি-কুস্কার বিরহিনী স্ত্রীর বিরহের ভার লাঘব করে। মিলিকোভদের বাড়িতেও একদিন দেখা করতে যায়। ডেরিয়ার দিকেই তার চোখ। ডেরিয়াও চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। কিন্তু বুড়ি শাশুড়ি ওর পায়ে পায়ে ফেরে। পেন্টিলিমন সব দেখেও মাথা গুঁজে বসে থাকে। কথা বলে না।

ছ'দিন পর ছেলেকে নিয়ে মিরন গাড়িতে উঠে বসে। শহর পর্যন্ত এগিয়ে দেবে। মিট্কার মা কেঁদে লুটিয়ে পড়ে। বুড়ো ঠাকুর্দা বারে বারে নাক ঝাড়ে। আনিকুস্কার বিরহিনী বউ মিট্কার বিশাল শরীরটার জন্য কাঁদে।—আরো কাঁদে মিট্কার শরীর থেকে যে কুৎসিত ব্যাধি সংক্রামিত হয়েছে তার দেহে তারই জ্বালায়!

বিপ্লব

—এক—

জারতন্ত্র ধ্বংস হয়েছে। বিদ্যুৎগতিতে দেশময় খবর ছড়িয়ে পড়ে। কসাকেরা হতভম্ব। সার্জি মোখভ শঙ্কিত হয়ে ওঠে। বহুপুরুষের সমস্ত সঞ্চয় তার ব্যাঙ্কে জমা।

"কি হবে মোখভ?" কসাকেরা উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করে।

"জার নেই।" ভাঙা গলায় মোখভ জবাব দেয়।

"বল কি!" বুড়ো কসাকদের চোখ যেন ঠিক্‌রে বের হয়ে আসে।

কি গতি হবে? দেশ শাসন করবে কে?

"ডুমা। দেশে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। জান, তোমরা কি হতে যাচ্ছ? তোমাদের জোত-খামার সব কেড়ে নিয়ে কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হবে। আমাদের সবারই সর্বনাশ, ভরাডুবি হবে এবার।" কথা বল্‌তে বল্‌তে মোখভ অন্যমনস্ক হয়ে ওঠে। ছেলেমেয়ে দু'টি তার বিদেশে, কি হচ্ছে সে সব জায়গায় কে জানে?

রাতে ঘুম হয় না মোখভের। তার এই কলকারখানা, দোকান-পশার কে জানে কাল কি আছে কপালে! ইউজিন লিস্টনিস্কি ছুটিতে বাড়ি আসে। মোখভ ছুটে যায় দেখা করতে। সঠিক খবর অন্তত পাওয়া যাবে।

আক্‌সিনিয়ার কাছে খবর পেয়ে বৃদ্ধ জেনারেল এসে মোখভকে অভ্যর্থনা করেন। ইউজিনও আসে। মোখভের উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের জবাবে ইউজিন যা বলে তাতে মোখভের অন্তরাত্মা শুকিয়ে ওঠে।

"সেনাদলে আর শৃঙ্খলার লেশমাত্র নাই, তারা আর যুদ্ধ করতে রাজি নয়। যখন-তখন পালিয়ে যায়। তারা নাগরিকদের হত্যা করে,

লুণ্ঠন করে, মেয়েদের ওপর অত্যাচার করে। অফিসারদের কথা ত গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না কেউ।

"মাছ যখন পচে, তখন পচা শুরু হয় মাথা থেকেই।" বৃদ্ধ জেনারেল মন্তব্য করেন।

"এ কিন্তু তা' নয়," ইউজিন প্রতিবাদ করে। "নীচের দিক থেকেই সেনাদলে ভাঙন ধরেছে। আর, এই বলশেভিকরাই তার জন্য দায়ী!"

"তারা কি চায়?" মোখভ দুর্বলভাবে জিগ্যেস করে।

"কি চায়!" ইউজিন হাসে, "তারা কলেরার জীবাণুর চেয়েও মারাত্মক। তাদের মতবাদ অতি সাঙ্ঘাতিক, তাদের মধ্যে ধূর্ত লোকের অভাব নেই—প্রচ্ছন্নভাবে তারা এতদিন সৈন্যদের কানে বিষ ঢেলে এসেছে।"

"সৈন্যেরা অবশ্য তাদের মতবাদের ধার ধারে না, তারা চায় কোন মতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসতে। বল্‌শেভিকরা বলে, এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, এ-যুদ্ধ তারা বন্ধ করবে, যে-কোন মূল্যে তারা যুদ্ধ বন্ধ করতে চায়—দরকার হলে পৃথক ভাবে সন্ধি করেও। তারা রাষ্ট্রশক্তি দখল করতে চায়, জমি তারা কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দেবে, কারখানাগুলো দিয়ে দেবে শ্রমিকদের।"

ভয়ে পাংশু হয়ে ওঠে মোখভ।

"তুমি না মোটে রঙের ঘোড়াটা কিনতে চেয়েছিলে, কিনবে এখন?" বৃদ্ধ জেনারেল হঠাৎ মোখভকে জিগ্যেস করেন।

"ঘোড়া কেনারই দিন বটে!" মোখভের চাপা ক্রোধ গোপন থাকে না।

—দুই—

মার্চ বিপ্লবের আগ দিয়ে ২৭ নম্বর ডন-কসাকবাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে হটিয়ে আনা হয়। নূতন পোশাক দেওয়া হয়। ক'দিন খুব ভাল করে খাইয়ে দাইয়ে কসাকদের তোয়াজ করা হয়। পেট্রাগ্রাডে পাঠান হবে তাদের বিপ্লব দমন করতে।

সৈন্য-বোঝাই ট্রেন দ্রুতগতিতে রাজধানীর দিকে ছুটে চলে, কিন্তু ঘটনার পরিবর্তন হয় আরও দ্রুত। মাঝ পথে একটা স্টেশনে কসাকদের নামিয়ে রাখা হয়।

সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করেছেন। সারি বেধে কসাকদের দাঁড় করান হয়। ঘোড়ার পিঠে বসেই সেনাপতি বক্তৃতা করেন।

"কসাকগণ, জনসাধারণের ইচ্ছাক্রমে সম্রাট নিকোলাসের রাজ-শক্তির অবসান হয়েছে। ডুমার অস্থায়ী কমিটি রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নিয়েছেন। এ সংবাদে তোমাদের বিচলিত হবার কোন কারণ নেই। বহির্শক্রর থেকে দেশ রক্ষা করাই আজ তোমাদের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। সৈনিক হিসাবে তোমাদের প্রথম কর্তব্য, অফিসারদের আদেশ মেনে চলা। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অন্য-কোন কাজ নেই। রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামান সৈনিকের কাজ নয়।" বক্তৃতা করা সেনাপতির অভ্যাস নেই। আড়ষ্টভাবে কোনমতে এই গুরুদায়িত্ব তিনি শেষ করেন।

কয়েকদিন ধরে কসাকদের সেই স্টেশনেই রাখা হয়। কসাকেরা জটলা করে, সভা-সমিতি করে, বক্তৃতা করে। যুদ্ধক্ষেত্রে আর ফিরে যাবে না, এই তাদের কথা। কিন্তু আবার তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যাবার আদেশ হয়। মাঝ পথে একটা স্টেশনে নেমে কসাকেরা সভা করে। সবাই উত্তেজিত,

গড়ির সঙ্গে ইঞ্জিনই তারা জুড়তে দেবে না। বৃদ্ধ স্টেশন মাস্টার এসে কত অনুনয়-বিনয় করে। কে শোনে কার কথা! সত্যি-সত্যিই যে তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যেতে বলা হয়েছে তার প্রমাণ কি? তারা আদেশপত্র দেখতে চায়। কমাণ্ডারকে বাধ্য হয়ে টেলিগ্রামখানা পড়ে শুনাতে হয়।

এই বাহিনীতে পিওট্রা, আনিকুস্‌কা, ফিওডোট্‌ প্রভৃতি টাটারাস্ক গ্রামের আরও অনেকে আছে।

পিওট্রা এখন কর্পোরাল। সেনাপতির সামনে তার ডাক পড়ে। কসাকদের ওপর কড়া নজর রাখার হুকুম হয়। 'কার উপরে কে নজর রাখবে?' ভাবতে ভাবতে পিওট্রা ফিরে আসে।

হঠাৎ একখানা গাড়ির আড়াল থেকে সাদা শালে গা-ঢেকে একটি মেয়ে বের হয়ে আসে। কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হয় পিওট্রার। তারই দিকে এগিয়ে আসে মেয়েটি, সুন্দরী, পূর্ণযৌবনা। পিওট্রার রক্তধারা নেচে উঠে—ডেরিয়া!—তার স্ত্রী! ইচ্ছা করে ছুটে যেতে কিন্তু চারদিকে লোকজন। শান্ত পদে এগিয়ে যায় পিওট্রা, নিবিড় আলিঙ্গনে ডেরিয়াকে সে জড়িয়ে ধরে। হঠাৎ মনে পড়ে ওর অবিশ্বস্ততার কথা……স্টিপেনের কথা…

"হঠাৎ! কি করে এলে?" পিওট্রা ভাল করে কথা বলতে পারে না।

"কি ভীষণ বদলে গেছ তুমি, চেনাই যে যায় না!" ডেরিয়া ওর হাত ধরে বলে—"তোমার সাথে দেখা করতেই যে এসেছি, বাড়ির লোকে কি আস্‌তে দেয়!" ডেরিয়ার চোখ ভিজে ওঠে।

কসাকরা সব উঁকি-ঝুঁকি মারে। কদর্য রসিকতাও করে।

পিওট্রা ভুলে যায় এই ডেরিয়ার সম্পর্কে কি কঠোর সংকল্পই না সে করেছিল। সব ভুলে যায় পিওট্রা। স্ত্রীকে সে আদর করে, গালে কপালে

হাত বুলিয়ে দেয়। পিওট্রা সুখী। ডেরিয়াও ভুলে যায় মাত্র দু'দিন আগে এক ডাক্তারের গাড়িতে রাত কাটিয়েছে সে।

কিন্তু সে ত দুদিন আগে! পরম বিশ্বস্ততায় স্বামীকে সে আলিঙ্গন করে। কোথাও ত এর মধ্যে ফাঁকি নেই। স্বামীর মুখের দিকে সে চায় পবিত্র স্বচ্ছ দু'টি চোখ নিয়ে!

জেনারেল কর্ণিলোভ প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছেন। সেনা-নায়করা এই নিয়োগে খুশিই হয়েছে। কসাকদের মনের ভাবটাও সেনানায়কেরা আঁচ করতে চায়। কিন্তু কসাকরা নির্লিপ্ত, কে এল, কে গেল তা বড় কথা নয় তাদের কাছে। যুদ্ধ বন্ধ হবে কিনা সেই হচ্ছে আসল কথা।

কয়েকদিন পরেই গুজব উঠে সেনাবাহিনীতে প্রাণদণ্ড প্রচলনের জন্য কর্ণিলোভ অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের ওপর চাপ দিচ্চেন। কেরেনস্কি বাধা দিচ্ছেন এবং তাঁকে পদচ্যুত করে অন্য-কাউকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করার চেষ্টায় আছেন কিন্তু সেনানায়কেরা সব কর্ণিলোভের পক্ষে। এই নিয়ে অফিসার মহলে তুমুল আলোচনা চলে। "জেনারেল কর্ণিলোভের জন্য আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি। রাশিয়াকে একমাত্র তিনিই রক্ষা করতে পারেন।" লেফ্‌টানাণ্ট আটাসিকোভ বলে।

"যদি বলশেভিকদল, কেরেন্‌স্কি আর কর্ণিলোভের মধ্যে বেছে নিতে হয় তবে আমি কর্ণিলোভের পক্ষে।" আর একজন বলে।

"তবে কর্ণিলোভ কি চায় বুঝে উঠা কঠিন······শান্তি ফিরিয়ে আন্‌তে চায়, না অন্য-কিছু ফিরিয়ে আন্‌তে চায়······"একজন ইতস্তত করে।

অন্য কিছু মানে? তুমি বল্‌তে চাও রাজতন্ত্র? তাতে কি তুমি ভয় পাও?

আমার তা'তে ভয়ের কি আছে ?

"বন্ধুগণ, অত কথায় কাজ কি ?" ডলগোভ বলে—"এককথায় বল যে আমরা কর্ণিলোভকে চাই। সে যেখানে আমরাও সেখানে, ব্যাস।"

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।" সবাই সমর্থন করে।

কিন্তু বন্ধুগণ! কেবল নিজেদের কথা ভাবলে হবে না, কসাকদের মনের ভাবটাও জান্‌তে হবে। তাদেরও টেনে আনতে হবে আমাদের সঙ্গে।

ঠিক। প্রকৃত অবস্থাটা তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। এখন থেকে নূতন ভাবে তাদের সঙ্গে মিশতে হবে! আগের সে দিন-কাল আর নেই। এখন কাঁধে হাত দিয়ে খাতির করতে হবে ওদের সঙ্গে। বিপ্লবী কমিটির ছোঁয়াচ থেকে ওদের দূরে রাখতে হবে। এই ত আমাদের প্রকৃত কাজ।

ইউজিন লিষ্টনিস্কি ধীরভাবে বলে।

কর্ণিলোভের পাশে দাঁড়িয়ে সেনাবাহিনীর এই বৈপ্লবিক উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতে হ'বে; না হ'লে বলশেভিকরা আর একটা বিপ্লব বাধিয়ে ফেলবে।

তা ঠিক!

রাশিয়া ত' ধ্বংসের দিকে এক, পা বাড়িয়েই আছে।

আমি বলছি, যখন গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হবে এবং অদূর ভবিষ্যতে তা' অবশ্যম্ভাবী, তখন এই বিশ্বাসী কসাকদের সাহায্য দরকার হবে। অথচ কসাকদের মতিগতি বদলে গেছে—এক নম্বর এবং চার নম্বর বাহিনীর কথা ত জান—নূতন কিছু গোলমাল হলে আফিসারদের ওরা কুকুরের মত গুলি করে মারবে। এসব দেখেও যদি আমাদের চোখ না খোলে!

কসাকদের চিরদিন অবহেলা করা হয়েছে, ওদের ন্যায্য সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। সেই জন্যই ত রাজতন্ত্রের এত বড় ভাগ্যবিপর্যয়েও ওরা নির্লিপ্ত।

একজন বৃদ্ধ জেনারেল বলেন।

"বুঝলে ইউজিন?" রাত্রে ইউজিনের শয্যার পাশে বসে ধীরে ধীরে আটাসিকোভ বলে—"কসাকদের আমি ভালবাসি। আমি ভালবাসি কসাক মেয়েদের, আমি ভালবাসি ডনের জলধারা, বালুচর, পর্বত, কান্তার, বনভূমি, কসাকদের সব-কিছুর ওপর অসীম মায়া আমার—সেই সূর্যমুখীর ক্ষেত, আঙুর দোলান-দ্রাক্ষালতা—কিছুই যে আমি ভুলতে পারিনে—তাই ভাবি আমি, সেই কসাকদের আমরা যে পথে নিয়ে যাচ্ছি সেই কি ঠিক পথ?"

"তবে তুমি কি বলতে চাও?" ইউজিনের কণ্ঠে সন্দেহ ফুটে উঠে।

তাই ত,ঠিক বুঝ্তে পারছি না। তবে এটা ঠিক, বিপ্লবের ফলে আমাদের আর কসাকদের মধ্যে যেন অহি-নকুল সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে।

"সে হচ্ছে আমাদের সঙ্গে তাদের শিক্ষা আর সংস্কৃতির পার্থক্য।" ইউজিন মেপে কথা বলে, "আমরা বিচার ক'রে বিশ্লেষণ করে যা' বুঝতে পারি কসাকেরা তা পারেনা। তা ছাড়া, বলশেভিকরা অনবরত তাদের কানে বিষমন্ত্র দিচ্ছে। যুদ্ধ তারা বন্ধ করতে চায়—বন্ধ ঠিক নয়—যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত করতে চায়। কসাকদের ত বিবেকবুদ্ধির বালাই নেই, পশু বল্লেও হয়। বিপ্লবীরাও খাসা পেয়ে বসেছে ওদের। এই কথাই এখন বুঝাতে হবে কসাকদের যে, গৃহযুদ্ধে বিপদ তাদেরও কম নয়। আমাদের প্রধান দায়িত্বই হচ্ছে তাই।" ইউজিনের সব কথা আটাসি-কোভের কানে যায় না। আচ্ছন্নের মত বসে সে ভাবে। তার পরে ধীরে ধীরে এক সময় উঠে যায়।

ইউজিনও ঘুমাতে পারেনা। সত্যিই যে কি হবে ইউজিন নিজেও

ঠাওর পায়না। অন্ধকার বিনিদ্র রাত্রি। নিঃশব্দে সে একটার পর একটা সিগারেট টেনে চলে। হঠাৎ মনে হয় আক্‌সিনিয়ার কথা—মনে পড়ে ছুটির মধুর দিন ক'টির কথা! মনে পড়ে আরও অনেক মেয়ের কথা—তার জীবনে যাদের ছায়া পড়েছিল একদিন-না-একদিন! এমনি-সব এলোমেলো চিন্তার মাঝে কখন সে ঘুমিয়ে পড়ে।

লিস্টনিস্কি শোনে তার বাহিনীতেই একজন কসাক আছে আইভান লাগুটিন তার নাম, বলশেভিকদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সংশ্রব! সৈন্যেরা আজকাল অবাধ্যতার যে-ভাব দেখায় তার মূলেও নাকি এই লাগুটিন। লোকটাকে ভাল করে জানতে হবে, ইউজিন ভাবে।

ক'দিন পরে পুটিলোভ কারখানার প্রহরী সৈন্যদের তদারক করতে ইউজিন নিজেই যায়। পথে লাগুটিনকে সে আলাদা ডেকে আলাপ করে। হঠাৎ কি ব্যাপাব! লাগুটিন জিজ্ঞাসুনেত্রে ইউজিনের দিকে চায়।

তোমাদের কমিটির খবর কি আজকাল?

ইউজিন জিগ্যেস করে।

'বিশেষ-কিছু নেই।" লাগুটিন জবাব দেয়।

তোমার বাড়ি কোন্ জেলায়, লাগুটিন?

বুকানোভস্কে।

বিয়ে করেছ?

হ্যাঁ, ছেলে-মেয়েও হয়েছে দু'টি।

জোত-জমি আছে?

জোত-জমি! দিন আনি, দিন খাই; জোত-জমি পাব কোথায়? তা'ছাড়া যাও-বা আছে একেবারে বালি—ঘাসও জন্মে না।

তোমার বুঝি খুব বাড়ি যেতে ইচ্ছা করে?

তা' ত করেই। পারলে এখনই ছুটে যাই।

তা' আর যাবে কি করে! যুদ্ধ শেষ হতে দেরি আছে এখনও।

না, আমরা যাবই, যুদ্ধ শেষ হবে বৈকি!

দৃঢ়কণ্ঠে লাগুটিন জবাব দেয়।

শাগগীরই বোধ হয় আমরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ করে দেবো! তোমার কি মনে হয়?

তবে আর কার সঙ্গে যুদ্ধ করব?

মাথা না তুলেই লাগুটিন জবাব দেয়!

কেন, অভাব কি তার—এই ধর বলশেভিকরা আছে।

বলশেভিকদের সঙ্গে ত আমাদের কোন শত্রুতা নেই।

জান, বলশেভিকরা কি চায়?

কিছু-কিছু জানি।

জমির কি ব্যবস্থা হবে?

কেন জমির অভাব কি! যারা চাষ করবে তাদের সবাই জমি পাবে।

জান, জোর করে বলশেভিকরা কসাকদের জমি কেড়ে নেবে?

তারা ত' আর সকলের জমিই কেড়ে নেবে না! যাদের বেশি আছে, যা' প্রয়োজন তার চেয়েও অনেক বেশি, নিলে তাদের জমিই তারা নেবে। যদি কিছু না মনে করেন ত বলি…এই ধরুন আপনার বাবার বিশ হাজার বিঘে……

বিশ নয় আট হাজার......

ইউজিন সংশোধন করে দেয়।

আচ্ছা, আট হাজারই হল, তাই-বা কম কি? আর এমনি জমিদার দেশে আরও অনেক আছে। এত ঐশ্বর্য এরা ভোগ করবে কোন্ অধিকারে! আপনারা যেমন খেতে চান অন্যেও ত তেমনি চায়। জারের আমলে সব-কিছু ছিল গলদে-ভরা, বলশেভিকদের পথই ঠিক। আর আপনি কিনা চান যে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করি!

তুমিও তবে বলশেভিক?

ক্রোধে কালো হ'য়ে ওঠে ইউজিন।

নামে কি আসে যায়। নামের প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন অধিকারের। জনসাধারণ তাদের ন্যায্য অধিকার পেতে চায়।

বলশেভিকদের কাছেই শেখা এসব বুলি, তাদের সাথে মেলামেশা দেখছি বৃথা যায় নি।

না, ক্যাপ্টেন, এ শিক্ষা পেয়েছি আমরা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। বারুদ শুকিয়েই ছিল, বলশেভিকরা শুধু আগুন দিয়েছে একটু।

থাম, বক্তৃতা রাখ তোমার। যা বলি তার জবাব দাও।

ইউজিন ধমকে ওঠে, "আমার বাবা এবং সাধারণভাবে সব জমিদারের জমির কথা বলছিলে না? জান, সে ব্যক্তিগত সম্পত্তি? ধর তোমার দুটো সার্ট আছে, আমার একটাও নেই, তখন আমি কি তোমার সার্ট কেড়ে নিতে যাব?"

কেড়ে নিতে হবে কেন? বাড়্তি সার্টটা আমি নিজেই ত দিয়ে দেবো। যুদ্ধক্ষেত্রে এমন হ'য়েছে না কতদিন? শেষ সার্টটা পর্যন্ত অন্যকে

দিয়ে খালি গায়ে ওভারকোট পরে থাকিনি আমরা? তাই বাড়্তি জমিও এক-আধটু গেলে কারো ক্ষতি হ'বে না।

ইউজিন কড়া একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল কিন্তু পুটিলোভ কারখানার পাশ থেকে একটা গোলমাল শোনা যায়। ইউজিন ঘোড়া ছুটায়, লাগুটিনও পাশাপাশি চলে। কয়েকজন কসাক ঘোড়া থেকে নেমে একটা লোককে ঘিরে ধরেছে। একজন সার্জেণ্ট ধরেছে ওর জামার কলার, আর দু'জন ধরছে পিঠমোড়া করে।

"কি ব্যাপার?" লিস্টনিস্কি গর্জে ওঠে।

"ঢিল ছুঁড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের একজনের গায়ে লেগেছে।" একজন নালিশ জানায়।

"লাগাও ব্যাটাকে।" একজন রুখে ওঠে।

"কে তুই?" ইউজিন ক্রোধে গর্জন করে ওঠে। বন্দী মাথা তোলে কিন্তু জবাব দেয় না।

"কী, কথা বলছিস্ না যে?" ইউজিন আবার ধম্কে ওঠে। "লাগাও আচ্ছা করে।" হুকুম দিয়ে ইউজিন ঘোড়া ফিরিয়ে হটে আসে।

যমদূতের মত তিনজন কসাক পাগলের মত চাবুক কশে বন্দীর সর্বাঙ্গে। লাফিয়ে নামে ঘোড়া থেকে লাগুটিন। ছুটে গিয়ে ইউজিনের ঘোড়ার রেকাব চেপে ধরে—"ক্যাপ্টেন……কি করছেন আপনি…...ক্যাপ্টেন!" ইউজিনের হাঁটু ধরে সে অনুনয় করে, "কি করছেন আপনি? আর যাই হোক মানুষ ত!" ইউজিন জবাব দেয় না। লাগুটিন দৌড়ে আসে কসাকদের কাছে। থামাতে চেষ্টা করে।

"সর, সর, বাধা দিও না। শালা ঢিল ছুঁড়ে যাবে আর আমরা কিছু বলব না?" কসাকরা রুখে ওঠে।

একজন বন্দুকের কুঁদো দিয়ে গুতোয় ওকে।"……ও…হো…হো…হো" লোকটার বুক-ভাঙা আর্ত চিৎকারে লাগুটিন পাগল হ'য়ে ওঠে। আবার ছুটে যায় সে ইউজিনের কাছে। ক্যাপ্‌টেনের হাঁটুর ওপর হাত রেখে আবার সে করুণ মিনতি করে—"রক্ষা করুন! যেতে দিন, লোকটাকে!"

"হট যাও!" ইউজিন লিস্টনিস্কি ধমকে ওঠে।

"ক্যাপ্‌টেন…লিস্টনিস্কি…শুনছ তুমি…এর জন্যে জবাবদিহি করতে হবে তোমাকে!" আবার কসাকদের কাছে সে ছুটে যায়, "ভাই সব", সে চিৎকার করে ওঠে, "আমি বিপ্লবী কমিটির একজন সদস্য…আমার আদেশ, লোকটিকে তোমরা হত্যা করো না। এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে তোমাদের। আগের দিন-কাল নেই আর।"

ক্রোধে ঘৃণায় লিস্টনিস্কি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ঘোড়ার পিঠে চাবুক কশে লাগুটিনের সামনে এসে দাঁড়ায়। চক্‌চকে পিস্তলটা ওর মুখের সামনে তুলে ধরে চিৎকার করে ওঠে—"চুপ, বিশ্বাসঘাতক! বলশেভিক!" বহু কষ্টে ইউজিন আত্মসম্বরণ করে, তারপর ঘোড়া ফিরিয়ে চলে যায়। রক্তাক্ত বন্দীকে ছিঁচ্‌ড়ে টেনে নিয়ে কসাকরাও চলে তার পিছু-পিছু।

হঠাৎ একদিন রেঁস্তোরায় ক্যাপ্‌টেন কালমিকোভের সঙ্গে ইউজিনের দেখা! তার কাছেই ইউজিন শোনে যে কেরেন্‌স্কি আর কর্ণিলোভের মধ্যে অহি-নকুল সম্পর্ক চল্‌ছে। কেরেন্‌স্কি চায় কর্ণিলোভকে পদচ্যুত করতে, কিন্তু সেনানায়কেরা কর্ণিলোভের পক্ষে। সেনানায়কগণের সহায়তাতেই কর্ণিলোভ কেরেন্‌স্কিকে কোতল করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে চায়। কর্ণিলোভকে ডিক্টেটর ক'রে সামরিক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করাই সেনানায়ক-গণের উদ্দেশ্য। জেনারেলদের মধ্যে গোপন একটা বোঝা-পড়াও হ'য়ে যায়।

ডননদীর গতিপথে

কর্ণিলোভ চায় কঠোরভাবে সেনাদলে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে, দেশে যাতে ধর্মঘট না হ'তে পারে তার জন্য চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে। এই নিয়ে স্টেট্ কন্‌ফারেন্সের বৈঠকে মত-বিরোধ হয়।

একান্তে ডেকে কর্ণিলোভ কসাক জেনারেল কালাদীনের মত জিগ্যেস করেন,—"জেনারেল কালাদীন! তোমার মত কি? তোমার সাহায্যের ভরসা কি আমি করতে পারি?"

নিশ্চয়, আমার পূর্ণ সমর্থন আছে।

"সে ভরসা আমারও ছিল, ধন্যবাদ! কিন্তু দেখছ ত, যখন দৃঢ়ভাবে কাজ করা দরকার তখনও এরা কথার ফুলঝুরি ছড়ায়। আমরা সৈনিকেরা, আমরা আগে বুঝি কাজ, পরে কথা। এদের ঠিক উল্টো। আমি চাই প্রকাশ্যভাবে বলশেভিকদের কোতল করতে। কিন্তু এক-পা এগোবে ত' দু'পা পিছাবে। কিছু করার সাহস নেই অথচ তারা চায় যে বিশ্বাসী সৈন্যদল নিয়ে এসে আমি রাজধানীর দরজায় মোতায়েন রাখি।" একটু থেমে কর্ণিলোভ আবার বলেন, "যদি দেখি কোন কথাই কানে যাচ্ছে না, তবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সৈন্য হটিয়ে আন্‌ব আমি। জার্মানদের গুঁতো না খেলে এরা ধাতে আসবে না।"

তারপর কসাকদের মনোভাব নিয়ে আলোচনা হয়।

"কসাকদের ওপর ঠিক আগের মত আর নির্ভর করা যায় না।" কালাদীন ক্ষুণ্ণভাবে বলেন।

"মনে ত হয় সব ঠিক হ'য়ে যাবে, তবে ভাগ্যের কথা বলা যায় না কিছুই! না হ'লে তোমার ডন অঞ্চল ত আছেই, আশ্রয় দেবে ত?"

"শুধু আশ্রয় কেন? আমরা সর্বস্ব-পণ ক'রে যুদ্ধ করব আপনার হ'য়ে। আতিথেয়তায় কসাকদের সুনাম আছে।" কালাদীন হাসে।

চুপি চুপি কসাকদের ডেকে কালাদীন কি সব বলে। এক কান থেকে আর এক কানে, এক বাহিনী থেকে আর এক বাহিনীতে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, ডন থেকে কুবানে, কুবান থেকে উড়ালে ষড়যন্ত্রের কৃষ্ণজাল ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে।

—তিন—

কসাকরা ঠাওর পায়না কিছুই! কবে তাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে, কি উদ্দেশ্যে, কিছুই বোঝে না তারা। হাবিলদার আইভান এলিক্সিভিচ যায় সেনাপতির কাছে খোঁজ নিতে।

"কসাকরা বড়ই উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে, ক্যাপ্টেন।" আইভান বলে।

"আমিও খুব উত্তেজিত।" ক্যাপ্টেন হাসে।

আমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

পেট্রোগ্রাডে।

বিপ্লব দমন করতে?

তবে কি বিপ্লবীদের সাহায্য করতে, তাই তোমরা ভেবেছ?

আমরা বিপ্লবে সাহায্য করতে চাই না, বিপ্লব দমন করতেও চাই না।

"তোমরা মনে কর একাজ আমারই খুব ভাল লাগে? যাও, এইখানা নিয়ে গিয়ে কসাকদের প'ড়ে শোনাও। পরের স্টেশনে আমি কসাকদের সঙ্গে কথা বলব।" হাবিলদারের দিকে ভাঁজ-করা একখানা টেলিগ্রাফ এগিয়ে দিতে দিতে ক্যাপ্টেন বলে। আইভান গাড়িতে ফিরে আসে। কসাকদের

ডেকে সে বলে—"ক্যাপ্টেন আমাকে একখানা টেলিগ্রাফ দিয়েছে তোমাদের পড়ে শোনাতে।" কসাকেরা স্তব্ধ হ'য়ে শোনে প্রধান সেনাপতি কর্ণিলোভের ইস্তাহার।

"আমি সমগ্র রুশবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্ণিলোভ জাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি যে, স্বাধীন রুশ নাগরিকের দায়িত্ববোধ এবং আমার গভীর দেশ-প্রেমের জন্যই আমি অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের নির্দেশ অনুসারে পদত্যাগ করিতে পারি না। সমগ্র সেনাবাহিনীর সমর্থন লইয়া আমি ঘোষণা করিতেছি যে, পদত্যাগ অপেক্ষা মৃত্যুই আমি শ্রেয় বলিয়া মনে করি।

"এই দেশেরই সন্তান আমি, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব আমি কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমাদের নিজেদের মধ্যেই শত্রু আছে, তাহারা উৎকোচ লইয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া কেবল দেশের স্বাধীনতাই বিপন্ন করে নাই, সমগ্র রুশ-জাতির অস্তিত্বই আজ বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে।

"দেশবাসিগণ! জাগ তোমরা, চোখ মেলিয়া একবার চাহিয়া দেখ কোন্ অতল গহ্বরে তোমরা তলাইয়া যাইতেছ।

"সমস্ত ভেদাভেদ, মান-অপমান ভুলিয়া অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের নিকট আন্তরিকভাবে আমি আবেদন জানাইতেছি, এস সম্মিলিতভাবে আমরা দেশ-রক্ষার ব্যবস্থা করি। এস, আমরা এরূপ ভাবে অগ্রসর হই, যাহাতে শুধু-রুশ-জাতির স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তাই বজায় থাকিবে তাহা নয়, স্বাধীন, পরাক্রান্ত জাতি হিসাবে আমাদের ভবিষ্যত আরও গৌরবময় হইয়া উঠিবে।"

—জেনারেল কর্ণিলোভ

পরের স্টেশনে গাড়ি থামে। কসাকেরা জটলা করে। কেরেন্স্কির

নিকট থেকেও একখানা টেলিগ্রাফ এসেছে। তাতে কর্ণিলোভকে দেশদ্রোহী এবং বিপ্লবের শত্রু বলে অভিহিত করা হয়েছে।

কসাকেরা কিছু ঠাওর পায় না, অফিসাররাও হতভম্ব।

নিজেদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি আরম্ভ করেছে ওরা, আমাদেরও টেনে নামাতে চায় এর মধ্যে!

ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি!

চল, সেনাপতির কাছে যাই, কি আমাদের কর্ত্তব্য শুনে আসি।

সেনাপতি বলেন "আমরা কেরেন্‌স্কির অধীনে নয়, আমাদের প্রত্যক্ষ ওপরওয়ালা হচ্ছেন প্রধান সেনাপতি। বিনা দ্বিধায় প্রধান সেনাপতির আদেশ পালন করা আমাদের কর্ত্তব্য। পেট্রোগ্রাডে যাবার আদেশ হ'য়েছে, আমরা সেখানেই যাব। আমার কথা হ'চ্ছে যে আজ-কাল কোন-কিছুতেই তোমরা উত্তেজিত হয়োনা, আজকালকার দিনই পড়েছে এম্‌নি!"

সেনাপতির যুক্তি আইভান গ্রহণ করতে পারে না। জনসাধারণের নাম করে বড় বড় বুলি যারা আওড়ায় তাদের কথা বিশ্বাস করতে নেই। দুমুখো সাপ তারা। আইভান বুঝ্‌তে পারে কর্ণিলোভের পথ আর কসাকদের পথ এক নয়। কিন্তু কেরেন্‌স্কির পক্ষেও ত' তারা যেতে পারে না। তবু কসাকদের বাধা দিতে পারে না সে। কর্ণিলোভের সঙ্গে সংঘর্ষ যদি তাদের করতেই হয় তবে কেরেন্‌স্কি গভর্ণমেণ্টের জন্য তারা তা' করতে যাবে না। তাদের ঈপ্সিত রাষ্ট্র গড়্‌তে হ'লে কেরেন্‌স্কি আর কর্ণিলোভ দু'জনকেই দূর করতে হবে। বারে বারে স্টকম্যানের কথাই আইভানের মনে হয় আজ। স্টক্‌ম্যানই তাকে নূতন আলোকের সন্ধান দেয় প্রথম!

ডনদীর গতিপথে

সেনাপতির বক্তৃতায় কসাকেরা জল হ'য়ে যায়। আইভান ভেবেছিল তাদের বাধা দেওয়া সম্ভব হ'বে না। কিন্তু বিকালের দিকে একজন সার্জেণ্ট তার গাড়িতে এসে ওঠে।

কি করছ আইভান, এমনিভাবে চুপ করে বসে থাকার জন্যই কি তোমাকে আমরা কমিটির সভাপতি করেছি! অফিসারেরা আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরাচ্ছে। বোঝনা তুমি, কসাকরা কি চায়? পেট্রোগ্রাডে যাবনা আমরা কিছুতেই।

"একথা তোমাদের অনেক আগেই ত বলা উচিত ছিল।" আইভান হাসে।

পরের স্টেশনে টুরিলিনকে সঙ্গে করে আইভান নেমে পড়ে।

"আমাদের গাড়ি আর যাবে না। এইখানেই নামছি আমরা।" স্টেশন মাস্টারকে আইভান অনুরোধ করে।

তা' কি করে হয়? আমার ওপর আদেশ আছে···

"চুপ!" টুরিলিন ধমকে ওঠে! কসাকেরা ঘোড়াগুলোকেও নামাতে থাকে। ক্যাপ্‌টেন তাড়াতাড়ি আইভানের কাছে ছুটে যায়। "কি হচ্ছে এসব? জান, এর পরিণাম কি?"

"জানি!" আইভান দৃঢ়ভাবে জবাব দেয়। ভাব গতিক দেখে অফিসার সরে পড়ে। সুশৃঙ্খলভাবে কসাক অশ্বারোহীদল স্টেশন ছেড়ে বের হ'য়ে আসে। আইভান তাদের নায়ক। টুরিলিন সহকারী।

এক গ্রামে রাত কাটিয়ে ভোরে উঠেই কসাকরা আবার যাত্রা শুরু করে। পিছন থেকে তাদের দিকে কয়েকজন অশ্বারোহীকে ছুটে আসতে দেখে আইভান কসাকদের থাম্‌তে আদেশ দেয়।

খাকি পোশাক-পরা তিনজন অফিসার। আইভান এগিয়ে যায়।

কি প্রয়োজন?

তোমাদের নায়ক কে?

"আমি।" আইভান বলে।

আমরা এক নম্বর ডন-কসাক ডিভিসনের প্রতিনিধি। তোমাদের সঙ্গে আপোষের কথাবার্তা বল্‌তে এসেছি।

কসাকেরা সব ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে। ভিড় ঠেলে মাঝখানে গিয়ে অফিসার আরম্ভ করে:

কসাকগণ!

আমরা এসেছি অনুরোধ করে তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। যে হটকারিতা তোমরা করেছ তার সাংঘাতিক পরিণামের কথা তোমাদের বুঝিয়ে দিতে। কর্তৃপক্ষ খবর পেয়েছেন যে কারো মিথ্যা প্ররোচনায় তোমরা এই কাজ করেছ। অবিলম্বে তোমাদের স্টেশনে ফিরে যেতে হ'বে। কর্তৃপক্ষের এই নির্দেশ নিয়েই আমরা এসেছি। কাল আমরা টেলিগ্রাফ পেয়েছি, আমাদের অশ্বারোহী সৈন্যেরা পেট্রোগ্রাড দখল করেছে। আমাদের অগ্রগামী সৈন্যেরা সরকারী অফিস, ব্যাঙ্ক, টেলিগ্রাফ, টেলিফোনের অফিসসমূহ আবার দখল করেছে। অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের সদস্যগণ পালিয়ে গেছে। অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট ধ্বংস হ'য়েছে। কসাকগণ! ভেবে দেখ, সামরিক কর্তৃপক্ষের আদেশ এখনও না মান্‌লে তোমাদের বিরুদ্ধে সমগ্র সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হ'বে। দেশদ্রোহী, বিশ্বাস-ঘাতক বলে জাতির ঘৃণার পাত্র হ'য়ে থাক্‌বে তোমরা চিরদিন! বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করলে এখনও তোমরা রক্তপাত এড়াতে পারো।

কসাকরা মাথা নীচু করে শোনে। অত্যন্ত সন্দেহজনক তাদের ভাব-ভঙ্গি। আইভান ভাবে আর কয়েক মুহূর্ত যদি অফিসারের বক্তৃতা শোনে তা হলে কসাকেরা আত্ম-সমর্পণ করবে। অত্যন্ত বিশ্বাসী, বিপ্লবী ভাবাপন্ন যারা তারাও সন্দেহ-দোলায় দুলছে। যা করার এই মুহূর্তেই করতে হ'বে।

"ভাই সব!" হাত তুলে আইভান চিৎকার করে উঠে, "এক মুহূর্ত তোমরা অপেক্ষা কর।" তারপর অফিসারদের দিকে ঘুরে বলেঃ "কোথায় তোমার টেলিগ্রাফ, দেখি।"

"কোন্ টেলিগ্রাফ?" অফিসার আশ্চর্য হয়ে জিগ্যেস করে।

এই যে বল্লে পেট্রোগ্রাড দখলের টেলিগ্রাফ পেয়েছ?

সে টেলিগ্রাফে তোমার দরকার কি!

"আছে কি না তাই বল। নাই ত, বেশ! ভাই সব!" আইভান চিৎকার ক'রে ওঠে, "শুনলে ত—টেলিগ্রাফ নেই—অর্থাৎ মিথ্যা বলে তোমাদের ধোকা দেবার চেষ্টা।"

"ধাপ্পাবাজী!" কসাকগণ সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে।

"কসাকগণ! টেলিগ্রাফ ত আমাদের কাছে পাঠান হয়নি।" অফিসাররা যুক্তি দেখায়।

কসাকদের মনের ভাব বুঝতে পারে আইভান। সাহস আরো বেড়ে যায়। তীব্রকণ্ঠে সে বলেঃ "যদি টেলিগ্রাফ থাকতও তোমাদের সঙ্গে তা'তেও কোন লাভ হত না। তোমাদের পথ আর আমাদের পথ এক নয়। নিজেদের মধ্যে আমরা যুদ্ধ করব না, নিজের দেশের লোকের বিরুদ্ধে আমরা অস্ত্র ধরব না। সেনা-নায়কদের গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করতে আমরা চাই না।"

কসাকরা চিৎকার ক'রে সমর্থন করে। সুযোগ চলে যায় দেখে আর একজন অফিসার লাফিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়।

"কসাকগণ! এত কথায় কি প্রয়োজন? জেনারেল কর্ণিলোভকে চাওনা তোমরা? তোমরা যুদ্ধ চাও? বেশ! তাই হবে। প্রাণভরে যুদ্ধ করবার সুযোগ পাবে তোমরা। আজই তোমাদের ধ্বংস করব আমরা। দুই রেজিমেণ্ট সৈন্য আস্‌ছে আমাদের পিছনে। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলি, "এই বলশেভিকটার খপ্পরে পড়েছ তোমরা," আইভানকে দেখিয়ে বলে, "এ যে বলশেভিক, দেখছ না তোমরা? একে বন্দী কর, নিরস্ত্র কর।"

কসাকরা আবার দোমনা হ'য়ে ওঠে। আইভানও বিব্রত বোধ করে। এই সংকট মুহূর্তে টুরিলিন তাকে রক্ষা করে। মাঝখানে গিয়ে টুরিলিন চিৎকার ক'রে ওঠে—"অমানুষ পশুর দল! অফিসারেরা তোদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরাতে চায়। কি করছিস্ তোরা? এখনও দাঁড়িয়ে শুনছিস্ এদের কথা? হত্যা কর, এদের রক্তে লাল ক'রে ফেল তলোয়ার। সময় কাটানর ফিকিরে আছে এরা। এরা বক্তৃতা করে আটকে রাখবে আর এদের সৈন্যরা এসে ঘিরে ফেল্‌বে তোদের। এই সভা শেষ না হ'তেই মেশিনগান কড় কড় করে ওঠবে। হায়! হায়! তোরাই নাকি কসাক? মেয়ে-মানুষেরও অধম তোরা!

আইভান চিৎকার ক'রে আদেশ দেয়। কসাকরা তাড়াহুড়া করে যে যার ঘোড়ায় উঠে: "কসাকগণ! শোন… .." অফিসার কি যেন বলতে চায়।

আইভান ঘুরে দাঁড়ায়—অফিসারের নাকের ওপর বন্দুক তুলে বলে: "কথা শেষ হয়েছে। এর পরে জবাব আসবে এই ভাষায়।"

বন্দুকের ঘোড়ায় সে হাত দেয়।

—চার—

কর্ণিলোভের আদেশে বিভিন্ন কসাকবাহিনী পেট্রোগ্রাডের দিকে ছুটে চলে। নারভা স্টেশনে এসে গাড়ি আর চলতে পারে না। রাস্তা জাম হ'য়ে যায়। রাত্রির অন্ধকারে হঠাৎ কোথা থেকে বানচাক্ এসে হাজির। কসাকেরা সানন্দে তাকে অভ্যর্থনা করে। তৎক্ষণাৎ সভা বসে। বানচাক্‌কে ঘিরে ধ'রে কসাকেরা পরামর্শ চায়।

"কত রকম লোক এসে কত কথাই ত বলছে, কেউ বলে আমাদের পেট্রোগ্রাডে যাওয়া উচিৎ নয়—নিজেদের মধ্যে রক্তপাত করা উচিত নয়। শুনে যাই তাদের কথা, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি না তাদের। আমরা যদি যেতে অস্বীকার করি তবে কর্ণিলোভ সৈন্য পাঠাবে আমাদের বিরুদ্ধে—পরিণামে সেই রক্তপাতই। তুমি বল বানচাক্, তুমিও ত কসাক, আমাদের নিজেদের লোক। তুমিই বল কি আমাদের কর্তব্য।"

তা ছাড়া তোমার কাছে আমরা অনেক বিষয়ে ঋণী।

আর একজন বলে, "তুমি পরিখাতে ইস্তাহার আর খবরের কাগজ পাঠাতে—তা'তে আমাদের তামাক খাওয়া হত। আজকাল কাগজের বড় অভাব......।"

কী সব বলছ যা-তা, সবাই তোমার মত নিরক্ষর নয়। কাগজের প্রত্যেকটি অক্ষর আমরা পড়ি।

বানচাক্ নিঃশব্দে হাসে। তারপর ধীরে ধীরে বলে, "তোমাদের পক্ষে পেট্রোগ্রাডে যাওয়ার কোন কারণ নেই। জারের আমলের সেনাপতি কর্ণিলোভ অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টকে গদিচ্যুত ক'রে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল

করতে চাইছে। কর্ণিলোভ আর কেরেন্স্কি—যার হাতেই ক্ষমতা থাক্ কৃষকশ্রেণীর দাসত্বের অবসান হবে না। সে হ'তে পারে এক বলশেভিকদের হাতে ক্ষমতা এলে। কর্ণিলোভের বিরুদ্ধে তোমরা কেরেন্স্কিকে সমর্থন করবে। কিন্তু কেরেন্স্কিকে রক্ষা করতে গিয়ে কৃষক-শ্রমিকদের রক্তপাত কোরোনা কখনো।"

"আচ্ছা বানচাক্," একজন কৃষক প্রশ্ন করে—"তুমি দাসত্বের কথা বলছিলে—বলশেভিকদের হাতে ক্ষমতা এলেই কি দাসত্বের অবসান হবে?"

নিশ্চয়। নিজেদের কাঁধে কি তোমরা দাসত্বের বোঝা চাপাবে? যাকে তোমরা নির্বাচন করবে সেই তোমাদের হ'য়ে ক্ষমতা পরিচালন করবে।

জমির কি হবে? জমি কি তারা কেড়ে নেবে? যুদ্ধ বন্ধ হবে ত'? না তারাও বলবে যুদ্ধ কর।

গণ-পরিষদ খারাপ কেন? তোমাদের লেনিন কি জার্মানদের চর?

তুমি কি নিজেই এসেছ, না কেউ পাঠিয়েছে তোমাকে?

মেনশেভিকরাও ত দেশের লোক।

চারদিক থেকে প্রশ্ন হয়। বানচাক্ সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেয়।

খুব ভোরে উঠেই বানচাক্ রেল-শ্রমিক সমিতির সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে। সৈন্যবাহী ট্রেন যাতে পেট্রোগ্রাডের দিকে পাঠান না হয় তারই ব্যবস্থা করে। ফেরবার পথে ক্যাপ্টেন কালমিকোভের সঙ্গে দেখা।

কী করনেট বানচাক্? তুমি এখনও ধরা পড়নি? মাপ করো, তোমার দিকে আমি হাত বাড়িয়ে দিতে অক্ষম।

"তার জন্যে আমিও ব্যগ্র নই।" বানচাক শ্লেষ করে।

ডননদীর গতিপথে

"কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?" বান্‌চাককে ফিরতে দেখে ডুগিন দৌড়ে আসে—"সভা যে আরম্ভ হয়ে গেছে।"

বান্‌চাক এগিয়ে যেতেই শুনতে পায় ক্যাপ্টেন তীব্রকণ্ঠে বক্তৃতা করছে।

জয়-গৌরবের মাঝে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি চাই। বলশেভিক আর কেরেনস্কির চরেরা রেলপথে সৈন্য-চলাচলে বাধা সৃষ্টি করছে। প্রধান সেনাপতি আদেশ দিয়েছেন প্রয়োজন হ'লে রেলপথ পরিত্যাগ করে ঘোড়ার পিঠেই আমরা পেট্রোগ্রাডের দিকে অভিযান করব। আজই আমাদের যাত্রা করতে হবে। তার জন্য প্রস্তুত হও।

"কসাকগণ! বন্ধুগণ! "ক্যাপ্টেনের বক্তৃতা শেষ হ'তে না হ'তেই বান্‌চাক জনতার মাঝখানে গিয়ে চিৎকার ক'রে ওঠে।

পেট্রোগ্রাডের শ্রমিক এবং সৈনিকদের প্রতিনিধি হিসাবে আমি তোমাদের কাছে এসেছি। অফিসারেরা ভুল পথে তোমাদের পরিচালিত করছে। তারা চায়, ভাইয়ে ভাইয়ের রক্তপাত করুক, বিপ্লব ধ্বংস হোক। পেট্রোগ্রাডের শ্রমিকরা অনেক আশা ক'রে তোমাদের দিকে চেয়ে আছে। শত্রুভাবে তোমাদের তারা কামনা করে না, বন্ধুভাবে তারা তোমাদের গ্রহণ করতে চায়……।

বান্‌চাকের কথা শেষ হ'তে পারে না। কালমিকোভ হঠাৎ রুখে উঠে।—"কসাকগণ! এই বান্‌চাক্ গত বছর সেনাদল থেকে পালিয়ে এসেছে—"এই ভীরু বিশ্বাসঘাতকের কথা তোমরা শুনছ? বন্দী কর ওকে, গ্রেফ্‌তার কর।" মেজর সুকিন চিৎকার করে ওঠে।

"থাম বন্ধু, থাম, শুন্‌তে দাও। বল বান্‌চাক।" কসাকরা চিৎকার করে ওঠে।

একজন বুড়ো কসাক লাফিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়, "কমরেড বান্‌চাক্‌! তোমাকে আমরা শ্রদ্ধা করি। তুমিও ত একদিন অফিসার ছিলে, কিন্তু অন্যান্য অফিসারদের মত আমরা তোমাকে ঘৃণা করতে পারিনি। কোনদিনই তুমি খারাপ ব্যবহার করনি আমাদের সঙ্গে। কোনদিন তোমার মুখ থেকে একটা কটু কথাও কেউ শোনেনি। অশিক্ষিত হ'লেও ভাল ব্যবহারের মর্যাদা আমরা বুঝি। মিষ্টি কথা গরু বাছুরেও বুঝতে পারে। তোমাকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। পেট্রোগ্রাডের শ্রমিকদের তুমি বোলো তাদের সঙ্গে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। তাদের বিরুদ্ধে একটা আঙুলও আমরা তুল্‌তে যাচ্ছি না।"

কালমিকোভ আবার লাফিয়ে ওঠে। কসাকত্বের গৌরব, সামরিক প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে কসাকদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করে।

"আমাদের কোন দায়িত্ব নেই, কর্ণিলোভকে সাহায্য করার কোন প্রতিশ্রুতি আমরা দিইনি, দিয়েছে অফিসারেরা। তারাই পালন করুক।" একজন চিৎকার করে ওঠে।

একজনের পর একজন বক্তৃতা করে। বক্তৃতা দিয়ে আগুন ছড়ায়। কখন যে অফিসারেরা সভা ছেড়ে চলে গেছে কসাকরা টেরও পায়নি। আধ ঘন্টাখানেক পরে ড্রুগিন হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে আসে—"বান্‌চাক, সর্বনাশ! কালমিকোভ কি একটা মৎলব ঠাউরেছে। মেশিনগানে গুলি ভরছে। ঘোড়ায় পিঠে কোথায় যেন দূত পাঠিয়েছে।"

বিশজন কসাক সৈন্য নিয়ে বান্‌চাক সেই মুহূর্তেই ছুটে যায়।

কালমিকোভ! হাত তোল, তুমি বন্দী।

কালমিকোভের নাকের ডগায় বান্‌চাক রিভলভার তুলে ধরে।

কালমিকোভ নিজের রিভলবার সংগ্রহ করার চেষ্টা করে! ওর মাথার ওপর দিয়ে রিভলবারের গুলি চলে যায়।

"হাত তোল!" বান্‌চাক তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে।

নিরুপায় কালমিকোভ হাত দু'খানি মাথার ওপর তুলে ধরে।

বানচাকের আদেশে অন্যান্য অফিসারদেরও তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হয়। মেশিনগানে পাহারা বসান হয়।

"কিন্তু লজ্জার কথা!" অফিসারেরা আক্ষেপ করে। "কালমিকোভের নাকের ডগায় ও যখন রিভলবার তুলে ধরেছিল তখন আমরা কেন চুপ করে ছিলাম!"

পথে কালমিকোভ অকথ্য ভাষায় বানচাক্‌কে গালাগালি দেয়।—"তোরা আবার বিপ্লবী! জার্মান জেনারেল স্টাফের নির্দেশে তোরা চলিস। তোদের লেনিন দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তোদের লেনিন ত্রিশ টাকার বিনিময়ে দেশের স্বার্থ বিলিয়ে দিয়েছে। জার্মানদের কাছ থেকে ঘুষ খেয়েছে সে।"

"চুপ!" বানচাক্‌ ধমকে ওঠে—"দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াও।"

"এ কি করছ বানচাক?" দুগিন বাধা দেবার চেষ্টা করে।

রিভলবারের কুঁদো দিয়ে কালমিকোভের কপালে বান্‌চাক আঘাত করে।

"দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াও!" বানচাক্‌ আবার গর্জে ওঠে।

আমাকে হত্যা করার সাহস নিশ্চয়ই হবে না তোর।

ঠিক হ'য়ে দাঁড়াও।

"মারবি! দেখ তবে শুয়োর, রাশিয়ান অফিসারেরা কেমন করে মৃত্যু বরণ করে।" বুক ফুলিয়ে ক্যাপ্টেন কালমিকোভ এক পা এগিয়ে আসে।

বান্চাকের রিভলবার গর্জে ওঠে, পর পর দু'বার। কালমিকোভের অসাড় দেহ ঢলে পড়ে।

"কেন ওকে হত্যা করলে, বান্চাক?" দুগিন অনুযোগ করে।

বান্চাক ওর কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকুনি দেয়। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওর চোখের মধ্যে চেয়ে অদ্ভুত শান্ত কণ্ঠে বলে—"একজনকে মরতেই হ'বে। মাঝামাঝি কোন পথ নেই। রক্তের বদলে রক্ত। এ যুদ্ধে বন্দী নেই, একপক্ষকে নির্মূল হ'তেই হ'বে। বুঝলে? কালমিকোভ যদি সুযোগ পেত তবে সিগারেট টান্তে টান্তে একান্ত নির্বিকারভাবে আমাকেও হত্যা করত।"

—পাঁচ—

কয়েকটি কসাকবাহিনীকে উইন্টার প্রাসাদ পাহারা দেবার জন্য আনা হ'য়েছে। ক্যাপ্টেন ইউজিন কোনমতে তার সেনাদলকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এনেছে কিন্তু আর কোন সেনাদলই আসেনি। অফিসারেরা অবশ্য এসেছে।

কিছুক্ষণ পরে একদল পেশাদার জঙ্গী এবং একটি নারী বাহিনী এসে হাজির হয়। জঙ্গীরা প্রাসাদের ওপর মেশিনগান বসাতে থাকে, নারী সৈন্যরা আঙিনাতে দাঁড়িয়ে জটলা করে। মেয়ে মানুষ দেখে কসাকেরাও ঝুঁকে পড়ে সেইদিকে। কদর্য রসিকতা করতে থাকে।

একটু বেলা হ'তেই কসাকদের মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে যায়। দু'

দলে বিভক্ত হ'য়ে নারী বাহিনী বড় বড় পাইন কাঠ দিয়ে প্রাসাদের সিংহদ্বার বন্ধ করতে আরম্ভ করে। তারকা রাক্ষসীর মত ভীষণ-কায়া একটি নারী তাদের নেতৃত্ব করে। প্রাসাদের চারদিকে সাঁজোয়া-গাড়ি ঘন-ঘন চৌকি দেয়। পেশাদার সৈনিকেরা মেশিনগানে গুলি ভরে। অফিসারদের কিন্তু টিকিটিও দেখা যায় না। কি ব্যাপার! কসাকরা সব জটলা করে। প্রাচীরের পাশে কসাকদের ডেকে নিয়ে লাগুটিন বলে—"এখানে কি করতে বসে আছি আমরা? এখনও চল বেরিয়ে যাই। এখনই বলশেভিকরা প্রাসাদের ওপর গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করবে। মরতে মরব আমরাই মিছামিছি। অফিসারেরা ত সব সটকে পড়েছে।"

—"প্রাসাদের বাইরে গেলেই বলশেভিকরা আমাদের ওপর গুলি চালাবে।" একজন আপত্তি করে।

"বলশেভিকদের কাছে লোক পাঠাও। তারা যদি আমাদের গায়ে হাত না দেয়, আমরাও কিছু বলব না তাদের।" একজন পরামর্শ দেয়।

অনেক কথা-কাটাকাটির পর তিনজন কসাক ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে দু'জন নৌসেনাকে নিয়ে তারা ফিরে আসে। নৌবাহিনীর পোশাক-পরা এক যুবক কসাকদের সম্বোধন করে বক্তৃতা দেয়।

"কমরেড কসাকগণ। বাল্টিক নৌবহরের বিপ্লবী সৈন্যদলের প্রতিনিধি হিসাবে আমরা তোমাদের অনুরোধ করছি—তোমরা প্রাসাদ পরিত্যাগ করে বাইরে চলে এসো। বুর্জোয়ারা আমাদের শত্রু। তাদের গভর্ণমেণ্ট রক্ষার জন্য তোমরা কেন যুদ্ধ করবে? বুর্জোয়াদের ছেলেরা এসে রক্ষা করুক তাদের রাষ্ট্রশক্তি, তাদের পেশাদার জঙ্গীবাহিনী আসুক। তোমরা কেন? একটি নৌসৈন্যও অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের

সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। তোমাদের এক নম্বর ও চার নম্বর বাহিনীও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

"থাম বন্ধু!" একজন সার্জেণ্ট এগিয়ে আসে—"যাব আমরা, খুশি হ'য়েই যাব, কিন্তু ধর, বলশেভিকরা যদি আমাদের ওপর গুলি চালাতে আরম্ভ করে?

ভাই সব! পেট্রোগ্রাড্ বিপ্লবী কমিটির তরফ থেকে আমি বলছি, তোমাদের কোন ভয় নেই, কেউ তোমাদের কেশ স্পর্শ করবে না।

কসাকেরা দোমনা করতে থাকে। কয়েকজন নারীসেনাও দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শোনে।

"তোমরাও যাবে আমাদের সঙ্গে?" একজন কসাক চিৎকার ক'রে জিগ্যেস করে। নারীসৈনিকেরা জবাব দেয় না। সদর দরজায় গিয়ে তারা সমবেত হয়।

লাগুটিন হুকুম করে। কসাকরা বন্দুক কাঁধে তুলে নিয়ে দল বেঁধে অগ্রসর হয়।

"মেশিনগানগুলিও কি নিয়ে যাব?" একজন জিগ্যেস করে।

"নিশ্চয়, জঙ্গীদের জন্য এগুলো রেখে যাবে নাকি?"

কসাকেরা অগ্রসর হয়। অফিসারেরা সব প্রাসাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে। একপাশে ঘন হ'য়ে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু চেয়ে থাকে তারা।

সমস্ত নারীবাহিনী প্রাসাদের সিংহদ্বারে গিয়া জড় হয়। একজন কসাক নোংরা হাত নেড়ে ওদের সম্বোধন করে বলে—"আমরা চলে যাচ্ছি, নির্বোধ মেয়ে-মানুষ বলেই তোমরা র'য়ে গেলে। একটা কথা

বলে যাই, পেছন থেকে যদি তোমরা গুলি চালাও, তাহ'লে ফিরে এসে আমরা কুচি কুচি করে কেটে ফেলব তোমাদের। বুঝলে? মনে রেখো কথাটা, আচ্ছা বিদায়।" লাফিয়ে সে ঘোড়ায় ওঠে।

বাগান ছেড়ে রাস্তায় পড়বার আগেই একজন কসাক চিৎকার করে ওঠে,—"ভাই সব! কে যেন একজন অফিসার আমাদের দিকে ছুটে আসছে।" কসাকবাহিনী ফিরে চায়। এটারসিকোভ নিশ্চয়! তিন নম্বর বাহিনীর ক্যাপ্টেন।"

"এস ক্যাপ্টেন, দৌড়ে এস!" চিৎকার করে কসাকরা সম্বর্দ্ধনা করে বিদ্রোহী ক্যাপ্টেনকে।

প্রাসাদ থেকে মেশিনগান কড়্‌কড়্‌ করে ওঠে। মুখ-থুবড়ে এটারসিকোভ ঢলে পড়ে।

সমগ্র কসাকবাহিনী নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

—ছয়—

দলে দলে সৈন্যেরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আস্‌ছে। বার নম্বর কসাকবাহিনীকে পিছনে হটিয়ে এনে রাস্তায় রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। পলায়নপর সৈন্যদের বাধা দেবে তারা, গ্রেফ্‌তার করবে, দরকার হ'লে কুকুরের মত গুলি করে হত্যা করবে। এই হচ্ছে তাদের ওপর আদেশ। পলায়নের সমস্ত পথ আগলে চৌকি চৌকিতে প্রহরী বসে।

এমনি একটা চৌকিতে মিশাও পাহারা দিচ্ছে কয়েকজন কসাকের সঙ্গে। একদিন একদল কসাককে তারা আটক করে। কী মলিন, নোংরা শতচ্ছিন্ন পোশাক ওদের! হয়ত কতদিন ধরে অনাহারে, অনিদ্রায়, বনবাদাড় ভেঙে এরা পালাচ্ছে। সৈন্যদের মধ্য থেকে একজন জিগ্যেস করে,—"কি চাই তোমাদের, তোমাদের কোন ক্ষতি করেছি আমরা? কেন তবে এমন করে পিছু নিয়েছ আমাদের?"

জিভে ওর বিষ ঝরে।

"তোমাদের কাগজপত্র দেখাও।" সার্জেণ্ট হুংকার ছাড়ে।

"এই আমাদের কাগজপত্র!" পকেট থেকে একটা হাত-বোমা বের করে একজন সৈনিক।

"এটা যদি ছুঁড়ে দি এই মুহূর্তে, কি হবে—ব্যাপারটা বুঝেছ ত? বুঝলে?" সৈনিকের নীল চোখ দুটো মিট্‌ মিট্‌ করে।

"ছেলে-খেলা রাখ"। বন্দুকের কুঁদো দিয়ে সার্জেণ্ট ওর বুকের ওপর গুতো দেয়।

"ভয় দেখাতে চাও? তা'তে লাভ নেই। যদি পলাতক সৈন্য হ'য়ে থাক তোমরা, তবে এস আমাদের সঙ্গে অফিসারদের কাছে নিয়ে যাই, তোমাদের মত আরও অনেককে সেখানে জড় করা হয়েছে।"

এক মুহূর্তের জন্য সৈন্যরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। তারপর একজন চাপা তীব্রকণ্ঠে বলে, "সঙিনের স্বাদ পেতে চাও? পথ ছাড়, সরে দাঁড়াও বলছি! যিশুর নাম করে বলছি, এক পা' যে এগোবে তাকেই আমি গুলি করব।' নীল-চোখওয়ালা সৈনিক হাত-বোমাটা আবার হাতে তুলে নাচায়। উভয় পক্ষই চোখ রাঙায়। কথা কাটা-কাটি হয় প্রচুর।

ডনদীর গতিপথে

মিশা রাগে ফেটে পড়ে,—"এমনি করে পালিয়ে যেতে লজ্জা করেনা তোমাদের? ছিঃ ছিঃ, সবাই যদি পালিয়ে যাও তবে যুদ্ধ করবে কে?"

"পথ ছাড় কসাক, সরে দাঁড়াও, নইলে এক্ষুণি গুলি চালাব আমি।" একজন সৈনিক ধমকে ওঠে।

"তা' হয়না দোস্ত! সে আমরা পারি নে।" দু'হাতে পথ আগ্‌লে দাঁড়ায় সার্জেণ্ট, "ইচ্ছে হয় মারতে পার আমাদের কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না। গ্রামের মধ্যেই আমাদের বাহিনী তাঁবু গেড়েছে। তোমরা রক্ষা পাবে না।"

সৈন্যরা নরম হয়। যে লোকটি মুহূর্ত পূর্বে রুখে উঠেছিল, পকেট হাৎরে সে মলিন একটা থলি বের করে। মিশার দিকে চেয়ে চাপা-কণ্ঠে বলে, "টাকা দিচ্ছি কসাক, আর এই দেখ খাঁটি জার্মান মদ!...... বিশুর দোহাই! ঘরে আমাদের ছেলেমেয়ে আছে, যেতে দাও আমাদের! আর কতদিন সয় এসব, তোমরাই বল?" করুণভাবে সে অনুনয় করে। কেরেন্‌স্কি-মার্কা মলিন দু'খানি নোট বের করে সে এগিয়ে ধরে।

"ছিঃ ছিঃ, টাকা নোব, ঘুষ নোব?" লজ্জায় রাঙা হ'য়ে ওঠে মিশা। হাত দু'খানি পেছনে লুকিয়ে দু'পা পেছিয়ে আসে।

"আমি কি পাগল হয়েছি?" মিশা ভাবে, "নিজে আমি যুদ্ধের বিরোধী, আর এদের আমি গ্রেফতার করতে যাচ্ছি? কি অধিকার আছে আমার? কি করছি আমি? কি নীচ, জঘন্য পশু আমি?" আত্মগ্লানিতে ভরে উঠে মিশার মন।

সার্জেণ্টকে এক পাশে ডেকে নিয়ে মিশা ব'লে, "যেতেই দেওয়া হোক্

ওদের, কি বল? যাক্‌গে চলে! সার্জেণ্টের দিকে মুখ তুলে চাইতে পারে না সে।

"যাক্ তবে……! কি লাভ এমনি করে ওদের আট্‌কে? আজ হোক, কাল হোক আমাদেরও হয়ত এমনি করে পালাতে হ'বে। গোপন ত' আর কিছু নেই……"

সৈন্যদের দিকে ফিরে হঠাৎ সার্জেণ্ট ধম্‌কে ওঠে, "কি নীচ জঘন্য তোরা? আমরা ভদ্র ব্যবহার করলেম, আর তোরা কিনা ঘুষ দিতে চাস আমাদের? ছিঃ ছিঃ! টাকার আমাদের অভাব আছে, না? সরা টাকার থলি, নইলে এক্ষুণি টেনে নিয়ে যাব অফিসারদের কাছে।"

কসাকেরা পথ ছেড়ে দাঁড়ায়। সৈন্যেরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়।

"এই হতভাগার দল!" মিশা চিৎকার করে বলে, "দিনদুপুরে যাচ্ছিস কোথায়? সামনে বন আছে, দিনের বেলাটা সেখানে গা-ঢাকা দিয়ে থাক। সামনে আরও অনেক চৌকিতে এমনি পাহারা আছে।"

পলায়নপর সৈন্যেরা একবার পিছন ফিরে চায়। তারপর বনের আড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে যায়।

নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি গুজব শুনে কসাকরা আবার চঞ্চল হ'য়ে ওঠে! পেট্রোগ্রাডে আবার নাকি বিপ্লব হ'য়েছে। হৃতমান, শক্তিহীন কেরেন্‌স্কি গভর্ণমেণ্ট আমেরিকাতে পালিয়ে গেছে।

বলশেভিকরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সমস্ত সৈন্য পালিয়ে আস্‌ছে। প্রথম দিকে দু'চার দশজন করে পালিয়েছে, এখন গোটা বাহিনীই পালিয়ে আস্‌ছে। গুদাম লুট করে, অফিসারদের হত্যা করে, দলে দলে ফিরে আসছে তারা বন্যাপ্রবাহের মত। এ জনস্রোতকে রোধ করবে কে? সেনাবাহিনীর সমগ্র জিনিস-পত্র, কামান-বন্দুক, মেশিনগান নিয়ে দলে দলে কসাকেরা ডনের দিকে ছুটে আস্‌ছে।

স্টেশনে স্টেশনে কসাকদের নিরস্ত্র করার জন্য বলশেভিকরা চেষ্টা করে। কিন্তু অস্ত্র-ত্যাগ করতে কসাকেরা রাজি নয়। দু'য়েক স্টেশনে উভয় পক্ষে গুলিও চলে।

—সাত—

১৯১৭ সালে। শরৎকাল প্রায় শেষ হ'য়ে গেছে। কসাকরা প্রায় সবাই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেছে। টাটারাস্ক গ্রামেরও প্রায় সবাই এসেছে। ক্রিশ্চিওনা এসেছে, আনিকুস্‌কা এসেছে, আইভান এসেছে, টমিলিন, ইয়াকুভ, মার্টিন শালিম, আইভান আলিক্সিভিচ্, জাকর এসেছে। ডিসেম্বর মাসে মিট্‌কা করস্থনোভ, মিশা, প্রোখোর, আঁদ্রে, ইগর প্রভৃতি আরও অনেক ফিরে আসে। তার পরে আসে মারকুলোভ, পিওট্রা মিলিকোভ, নিকোলে, কোসেভয়। তাদের কাছেই গ্রীগব মিলিকোভের খবর পাওয়া যায়। গ্রীগর নাকি বলশেভিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

কসাকরা সব ফিরে এসেছে। কসাক-পল্লির কুটিরগুলি আনন্দ-কলরবে মুখর হ'য়ে উঠেছে। যুদ্ধ, বিপ্লবের করালগ্রাস এড়িয়ে প্রিয়জনেরা ঘরে ফিরে এসেছে। কসাক জননী আর বধূদের কী সে আনন্দ! কিন্তু শুধু আনন্দই ত নয়! হাহাকারও উঠেছে কত ঘরে। তীব্র, আর্ত, বুক-ভাঙা সে ক্রন্দন! যারা গিয়েছিল যুদ্ধে হাসিমুখে, ঘোড়া ছুটিয়ে প্রথম যৌবনের শঙ্কাহীন উচ্ছল, উন্মত্ততায়, সবাই কি এসেছে ফিরে?

গ্যালিসিয়া, বুকোভিনা, প্রুসিয়া, রুমানিয়ার প্রান্তরে কন্দরে কত কসাকের গলিত শব ছড়িয়ে রয়েছে এখানে সেখানে। বৃষ্টির জলে পচে

পচে গলে পড়েছে দেহ, লতানো দুর্বাদল কঙ্কালের ওপর সবুজ আচ্ছাদন বুনে দিয়েছে! কোথাও-বা বরফের চাপ জমে রচিত হ'য়েছে সমাধির বেদি। শত কান্না, আহ্বানেও ফিরে ত আসবে না তারা! দূরে পথ-রেখার দিকে চেয়ে বৃদ্ধা জননী বা বিরহিণী বধূর দৃষ্টিই শুধু ঝাপ্‌সা হ'য়ে উঠবে! জল ঝরে ঝরে অন্ধই শুধু হ'বে চোখ; কিন্তু পূর্ব রণাঙ্গনের তুষার বা তৃণসমাধির নীচে শায়িত যারা, পূবান-হাওয়ায় এ কান্না কি ভেসে যাবে তাদের কানে?

প্রোখোর শালিমের বিধবা বউ ঘরের মেঝেয় মাথা ঠুকে মরে। মূক কান্নায় ভেঙে পড়ে, দু'হাতে বুক চাপড়ায় সে। দুঃখ তার আরও তীব্র হ'য়ে ওঠে, যখন তার চোখের সামনেই দেবর মার্টিন শালিম পোয়াতী বউকে আদর করে, ছেলেমেয়েদের ভালবেসে এটা-ওটা কিনে দেয়। এ দুঃখ সে সইবে কেমন করে? এ ব্যর্থতা, এ শূন্যতা? কাটা-কই মাছের মত মেঝেয় গড়িয়ে চিৎকার করে সে! ছাগ-শিশুর মত একপাল ছেলেমেয়ে তাকে ঘিরে হাউ মাউ করে কাঁদে। মায়ের ভাব দেখে ভয়ে চোখ ওদের বিস্ফারিত হ'য়ে ওঠে।

শোকে, দুঃখে অন্ধ হ'য়ে নিজের মাথার চুল তুমি ছিঁড়ে ফেলতে পার, ছিঁড়ে ফেলতে পার অঙ্গের আবরণ, নিজের ঠোঁট তুমি কামড়াতে পার যতক্ষণ না বেরিয়ে আসে রক্ত; নিজের হাত তুমি মোচড়াতে পার, সংসারের কাজে ক্ষয়ে-যাওয়া কর্কশ শক্ত তোমার হাত, নিরানন্দ শূন্য কুটিরের দ্বারে মাথা খুঁড়ে তুমি মরতে পার, কিন্তু তোমায় হারানো স্বামী ফিরবে না ত' আর! তোমার অনাথ ছেলেমেয়ে পিতৃস্নেহের আস্বাদ পাবে না কোনদিন! রাত্রে নিভৃত শয্যায় তোমার মুখখানি কেউ বুকের মধ্যে টেনে নেবে না দু'হাতে নিবিড় স্নেহে! সংসারের কাজে, ক্লান্তিতে অবসাদে ভেঙে পড়বে তুমি যখন, তখন আগের মত ক'রে সান্ত্বনা দেবার কেউ থাকবে না

তোমার। বয়সে, পরিশ্রমে, উৎকণ্ঠায়, সন্তানধারণের ফলে কিছুই যে তোমার অবশিষ্ট নেই আর, নূতন ক'রে স্বামী জুটবে না তোমার! পথ চল্‌বে তুমি একা! অনিবার রক্ত ক্ষরবে তোমার ভাঙা বুকে!

আলেক্সির বৃদ্ধা জননী পুত্রের নোংরা জামাটা বুখে জড়িয়ে অবুঝ কান্নায় গুমরে মরে। মিশা এনেছিল ফিরিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মৃতপুত্রের শেষচিহ্ন। ঘামে ভিজে-চিটেপড়া নোংরা মলিন সার্টটা বারে বারে বৃদ্ধা নাকে মুখে চেপে ধরে। মৃত পুত্রের গায়ের গন্ধ লেগে আছে যে এখনও এতে!

কেবল স্টিপেনের জন্যই কাঁদেনা কেউ, কেই-বা আছে তার? পোড়ো বাড়িতে ঘরখানা তার উপুড় হ'য়ে ভেঙে পড়েছে, আঙিনাটা ভরে উঠেছে আগাছায়। আক্‌সিনিয়া আগোড্‌নিতেই থাকে। কেউ তার খোঁজ রাখে না। নিজেও সে আসে না কোনদিন।

—আট—

গ্রীগরের অনেক পরিবর্তন হ'য়েছে। নবেম্বর বিপ্লবের সময় সে কোম্পানী কমাণ্ডারের পদে উন্নীত হ'য়েছে। ক্যাপ্টেন ইজ্‌ভারিণ নামক একজন কসাক অফিসারের সঙ্গে আজকাল তার খুব খাতির। ইজ্‌ভারিণ সঙ্গতিপন্ন অভিজাত কসাক পরিবারের ছেলে। সামরিক কলেজের শিক্ষা শেষ করেই সে যুদ্ধে এসেছে।

ইজ্‌ভারিণ শিক্ষিত, বুদ্ধিমান। সাধারণ কসাক অফিসার অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরের। ইজভারিণ কসাক-জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। কসাক প্রদেশকে রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে প্রাচীন কসাক শাসন-পদ্ধতির

পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই তার আদর্শ। ইজভারিণ সুকৌশলে কসাক সৈন্যদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ প্রচার করে। গ্রীগরকেও সে দলে টানতে চেষ্টা করে। ইজভারিণের কথা হচ্ছে,—"বলশেভিকদের দিক থেকে তারা ঠিক। তাদের বিশেষ একটা আদর্শবাদ আছে, কর্মসূচী আছে। বলশেভিক দলের পুরো নাম হচ্ছে, রুশ-সোস্যাল ডিমক্রেটিক শ্রমিকদল। এটি হচ্ছে শ্রমিকদের দল। কৃষক আর কসাকদের ওরা ভাঁওতা দিচ্ছে মাত্র। ওদের দলের আসল ভিত্তি হচ্ছে শ্রমিক। ওরা শ্রমিকদের মুক্তি দেবে, কিন্তু ওদের হাতে ক্ষমতা গেলে কৃষকদের আরও বেশি অত্যাচার সইতে হ'বে। বলশেভিকরা ক্ষমতা পেলে শ্রমিকদের ভাল হ'বে কিন্তু আর সব সম্প্রদায়ের হ'বে সর্বনাশ। যেমন রাজতন্ত্র ফিরে এলে জমিদারের সুবিধা। আমরা রাজতন্ত্রও চাইনে, সমাজতন্ত্রও চাইনে। আমাদের পক্ষে দুইই সমান। আমরা আগে রুশপ্রভুদের হাত থেকে মুক্ত হ'তে চাই—তা সে কর্ণিলোভই হোক, কেরেনস্কিই হোক আর লেনিনই হোক। আমরা চাই, কসাকদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে।

কিন্তু অধিকাংশ কসাকই ত বলশেভিকদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

তারও কারণ আছে। আপাতত কৃষক, কসাক আর বলশেভিকদের উদ্দেশ্য এক। বলশেভিকরা যুদ্ধ বন্ধ করতে চায়—সেই জন্যই কৃষক আর কসাকরা বলশেভিকদের পক্ষপাতী। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেলে বলশেভিকরা যেদিন কসাকদের জমির ওপর হাত বাড়াবে সেদিন? সেদিন তাদের মধ্যে বিরোধ হ'তে বাধ্য, এবং তাই হচ্ছে অনিবার্য ঐতিহাসিক পরিণাম।

গ্রীগর দোটানায় পড়ে যায়।

অন্তর্বিপ্লব

—এক—

বলশেভিকদের তাড়া খেয়ে জারের আমলের সেনানায়কেরা পালিয়ে এসে ডন্ প্রদেশে আশ্রয় নিয়েছে। প্রতিক্রিয়াপন্থী ডন্-কসাকদের সংঘবদ্ধ ক'রে তারা বলশেভিক-রাশিয়ার উপর আক্রমণ চালাবে। নোভোচেরকাস শহরে তাদের প্রধান ঘাঁটি। একে একে বড় বড় জেনারেলদের সকলেই এসে হাজির হন। স্বয়ং কর্ণিলোভও আসেন।

তিন দিক থেকে রেডগার্ডদল ডনের দিকে অগ্রসর হয়। ডনের বুকে কালো মেঘের করাল ছায়া নেমে আসে।

নবেম্বর মাস। একদিন ভোরের গাড়িতে বান্চাক এসে নোভো-চেরকাস স্টেশনে থামে। রং-চটা পুরান সুটকেশটা বগলে চেপে সমস্ত শহরটা সে হেঁটে পাড়ি দেয়। পথে লোকজনের সঙ্গে বড় একটা দেখা হয়না। আধ ঘণ্টা খানেক পরে জীর্ণ একটা বাড়ির সামনে এসে সে দাঁড়ায়। একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে কি ভাবে। তারপর ভাঙা আগল ঠেলে ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ে। বারান্দায় কেউ নেই। সামনের ঘর-খানিও শূন্য। কিন্তু আসবাব-পত্র আছে, সব—জীর্ণ, মলিন। বান্-চাকের বুকের ভিতর কে যেন হাতুড়ি পেটে। সুটকেশটা ধপাস্ করে মেঝের ওপর ফেলে সে রান্নাঘরের দিকে যায়। কোথাও কেউ নেই, কেবল ঝক্‌ঝকে স্টোভটা হেসে ওকে অভ্যর্থনা করে। বানচাক সিঁড়িতে নেমে আসে। উঠানের এক পাশে চালা-ঘরখানার মধ্য থেকে নুয়ে-পড়া কুঁজো এক বৃদ্ধা বেরিয়ে আসে।

"মা! মা!" বান্‌চাকের ঠোঁট কাঁপে। একটানে মাথার টুপিটা খুলে ফেলে সে দৌড়ে যায়।

"কে তুমি? কি চাও?" সতর্কভাবে বুড়ি জিগ্যেস করে। হাতের তালুতে চোখ ঢেকে ভাল করে তাকাতে চেষ্টা করে।

"মা!" ভাঙা গলায় বান্‌চাক ডাকে, "আমাকে তুমি চিনলে না?" দৌড়ে গিয়ে বান্‌চাক মাকে জড়িয়ে ধরে দু'হাতে। মায়ের লোল গণ্ডে, নিষ্প্রভ চোখে চুমা খায় সে।

"ইলিয়া! ইলুসা! বাবা আমার! মানিক আমার!" স্নেহে, আদরে, বাৎসল্যে বৃদ্ধা জননী গলে পড়ে। গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে মা আদর করে, "তুই যে আর ফিরে আস্‌বি বাবা তা'কি আর আমি ভাবতে পেরেছি?......সে কি আজকের কথা!......সোনা আমার! মানিক আমার! আমি তোকে চিন্‌তে পারিনি, আমার কি আর চোখ আছে? কেমন করে পারব বল? তুই কি আমার আগের সেই ছোট্টটিই আছিস্?"

নিজের হাতে বুড়ি ছেলেকে স্নান করায়। বাক্‌সের তলা থেকে বের করে পুরান একটা ধোয়া আণ্ডারঅয়্যার পরতে দেয়। দুপুর রাত পর্যন্ত জেগে বসে থাকে ছেলের পাশে। নিষ্প্রভ চোখে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে কত কথাই যে সে জিগ্যেস করে।

রাত দু'টোর পরে বান্‌চাক ঘুমিয়ে পড়ে। রাতে বারে বারে বুড়ি উঠে আসে অন্ধকারে হাৎরে হাৎরে। ছেলের কম্বলটা একটু ঠিক করে দেয়, বালিশটা একটু নরম করে দেয়। নিদ্রিত পুত্রের মুখের দিকে অন্ধকারেই চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর ওর প্রশস্ত কপালে চুম্বন এঁকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে।

বান্‌চাক একদিন মাত্র বাড়িতে থাকে। পরদিন সকালে সৈনিকের পোশাক-পরা এক কমরেড এসে চুপি চুপি তাকে কি যেন সব বলে। বান্‌চাক তাড়াতাড়ি উঠে সুটকেশের মধ্যে জামা-কাপড়গুলো আবার ভরে নেয়। বিদায় নেবার জন্যে মায়ের সামনে গিয়ে সে দাঁড়ায়।

কোথায় যাবি, ইলিয়া ?

"রোস্‌টভে যাব মা। শীগ্‌গিরই ফিরে আসব। কোন চিন্তা নেই মা তোমার, কিচ্ছু ভয় নেই।" মাকে সে সাহস দেয়।

ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বৃদ্ধা চুমো খায়। নিজের গলা থেকে খুলে নিয়ে একটি ক্রুশ ছেলের গলায় পরিয়ে দেয়।—"এইটি কখনও ফেলে দিস্‌নে বাবা, ভগবান তোকে রক্ষা করবেন।" বৃদ্ধা জননী কথা বল্‌তে পারে না আর। বান্‌চাকের মাথা-ভরা চুলের ওপর বিন্দু বিন্দু অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

রোস্‌টোভ স্টেশনে এসে বান্‌চাক নামে। নানাজাতির লোকে স্টেশনে তিল ধারণের স্থান নেই। পোড়া বিড়ি, সিগারেট আর চিনাবাদামের খোসায় পা ফেলা দায়! ভিড় ঠেলে কোনমতে বান্‌চাক বাইরে আসে। পার্টি-কমিটির অফিসের সন্ধান ক'রে সে সোজা দোতলায় উঠে যায়। জাপানী বন্দুক কাঁধে একজন রেডগার্ড তাকে বাধা দেয়, "কাকে চাই, কমরেড ?"

"কমরেড আব্রাম্‌সন এখানে থাকেন ? আমি তাঁকেই চাই।"

"বাঁ দিকের তিন নম্বর ঘর।" প্রহরী পথ দেখিয়ে দেয়।

নির্দিষ্ট কক্ষের দরজা ঠেলে বান্‌চাক ভেতরে ঢুকে পড়ে। এক-মাথা কাল চুল, বেঁটে একটা লোক একজন রেল-কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলছে।

এ অত্যন্ত অন্যায়! একেই তোমার সংঘ বল্‌তে চাও? এই ধরণের আন্দোলন যদি তোমরা চালাতে থাক তবে ফল হবে ঠিক বিপরীত।

রেল-কর্মচারীটির মুখের সামনে তর্জনী নেড়ে দৃঢ়ভাবে সে বলে। রেল কর্মচারীটি কুণ্ঠিতভাবে কি যেন বলতে যায়। কিন্তু অন্য লোকটি তাকে বলার সুযোগ দেয় না।

"ওকে এই মুহূর্তেই বিদায় দাও। এই জিনিসের প্রশ্রয় দেওয়া চল্‌তে পারে না। এর জন্যে ভিরকোভিস্কিকে বিপ্লবী ট্রাইব্যুনালের সামনে জবাবদিহি করতে হ'বে। তাকে গ্রেফ্‌তার করা হয়েছে ত? হয়েছে? আমি দেখব যাতে তার চরম শাস্তির ব্যবস্থা হয়।" ক্রুদ্ধভাবে সে বলে।

"কি চাই?" হঠাৎ বান্‌চাকের দিকে ফিরে সে জিগ্যেস করে। ক্রোধ আর উত্তেজনার ভাব তখনও কাটেনি।

"আপ'নই কি কমরেড্‌ আব্রামসন?" বান্‌চাক জিগ্যেস করে।

হাঁ।

পেট্রোগ্রাড বিপ্লবী কমিটির দেওয়া দলিল-পত্র ওর হাতে দিয়ে জানালার তাকটার ওপর গিয়ে বসে।

নিবিষ্ট মনে আব্রাম্‌সন কাগজপত্রগুলি পড়ে দেখে, তারপর বান্‌চাকের দিকে ফিরে ম্লান হেসে বলে, "একটু দেরি কর কমরেড, এই দু'এক মিনিট।"

রেলের লোকটাকে বিদায় দিয়ে আব্রাম্‌সন বাইরে যায়। কয়েক মুহূর্ত পরে একজন অফিসারকে নিয়ে ফিরে আসে।

"ইনি বিপ্লবী সামরিক কমিটির একজন সদস্য।" বান্‌চাকের সঙ্গে আব্রাম্‌সন আগন্তুকের পরিচয় করিয়ে দেয়।

ডনদীর গতিপথে

"তুমি ত মেশিনগান চালাতে পার ? তাই না, কমরেড ?" বান্‌চাককে সে জিগ্যেস করে।

হ্যাঁ।

"তোমার মত একজন লোকই আমরা খুঁজছিলাম।" অফিসারটি হেসে বলে।

রেডগার্ডদের মধ্য থেকে লোক বেছে তুমি একটি মেশিনগানবাহিনী গড়তে পারবে ? যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল।

চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু এসব কাজে সময় লাগে।

বেশ! কতদিন লাগবে ? এক সপ্তাহ, দু'সপ্তাহ··· ··তিন সপ্তাহ...... ?

তা' নয়, তবে দিন কয়েক লাগবে।

"বেশ ! বেশ !" আব্রামসন খুশি হয়। কিন্তু পর মুহূর্তেই আব্রামসনের মুখে বিরক্তির ছায়া নামে, "টাউনে যে সৈন্যদল আছে তার অধিকাংশই অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল, এদের ওপর নির্ভর করা যায় না।" হঠাৎ বান্‌চাকের দিকে চেয়ে আব্রামসন জিগ্যেস করে—

জিনিসপত্র কিছু আছে তোমার সঙ্গে ? আচ্ছা ! আচ্ছা ! সে-সব ঠিক হবেখ'ন। কিছু খেয়েছ আজ ? নিশ্চয়ই না।

আব্রামসন লোকটাকে তার বেশ লাগে। পুস্তকে-ভরা আব্রামসনের ছোট ঘরখানিতে বসে সে ভাবে, "খাটি বলশেভিক ও ! বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যুদণ্ড দিতে যেমন দুবার সে ভাবে না, তেমনি সহকর্মীদের খুঁটিনাটি সুখদুঃখও ওর নজর এড়ায় না।"

ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বান্‌চাক খাটে। ষোলজন পার্টি কমরেড

নিয়ে গড়া ছোট্ট একটি দলকে সে মেশিনগান চালনা শিক্ষা দেয়। চারদিন পর শিলমোহর-করা একখানা চিঠি হাতে একটি মেয়ে এসে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে—সৈনিকের ওভারকোট গায়ে, ঢিলা এক জোড়া বুট পরা। মেয়েটির হাত থেকে চিঠিখানা নিতে নিতে বান্‌চাক বলে, "ফিরে যাবার সময় আমার কাছ থেকে একটা খবর নিয়ে যেয়ো।"

"আপনার কাছেই ত আমাকে পাঠিয়েছে," এক মুহূর্ত ইতস্তত করে মেয়েটি বলে, "মেশিনগান চালান শিখাতে।"

বান্‌চাক অবাক হ'য়ে চায়, "তাদের কি মাথা খারাপ হ'য়েছে? আমি কি নারী-বাহিনী গড়তে যাচ্ছি?"

কিছু মনে কোরে না, একাজ তোমার সাজে না। এ অত্যন্ত পরিশ্রমের কাজ, অত্যন্ত এতে শারীরিক শক্তির প্রয়োজন। না, একাজে তোমাকে আমি নিতে পারি না।"

বান্‌চাক চিঠি পড়ে। দলের পক্ষ থেকে সরকারী ভাবে তাকে জানান হ'য়েছে যে দলের সদস্যা শ্রীমতী আনাকে মেশিনগান বিভাগে শিক্ষানবিশ হিসাবে নিয়োগ ক'রে পাঠান হল। সঙ্গে আব্রামসনের একখানা চিঠিও আছে। আব্রাম্‌সন লিখেছে—

"—প্রিয় কমরেড বান্‌চাক,

শ্রীমতী আনাকে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। আনা দলের বিশিষ্ট সভ্যা। সে নিজে অত্যন্ত জেদ করাতেই আমরা বাধ্য হ'য়ে মত করেছি। আশা করি, সে যোগ্যতা এবং কৌশলের পরিচয় দিতে পারবে। মেয়েটিকে আমি চিনি। অত্যন্ত ভাল মেয়ে। একটি বিষয়ে আমি তোমাকে লক্ষ্য রাখতে বলছি; মেয়েটি অত্যন্ত বেপরোয়া

এবং জেদী। (এখনও যৌবনের সীমা পার হয়নি বলে রক্ত গরম) ওর দিকে একটু লক্ষ্য রেখো, খামখেয়ালী ক'রে অযথা যেন বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে না পড়ে। শিক্ষাদানের কাজে খুব জোর দিয়ো। শুনছি কালাদীন নাকি আক্রমণের জন্য তোড়-জোর করছে। প্রীতি নিয়ো।

আব্রাম্‌সন।"

বান্‌চাক মুখ তুলে মেয়েটির দিকে চায়। ঘরের মৃদু আলোতে ভাল করে মুখ দেখা যায় না।

"তা' বেশ?" অসন্তুষ্টভাবে সে বলে, "তোমার নিজেরই যখন ইচ্ছা······তা'ছাড়া আব্রাম্‌সনও লিখেছে, থাকতে পার।"

শিক্ষার্থীরা গোল হ'য়ে বান্‌চাককে ঘিরে' ধরে মেশিনগানের ওপর ঝুঁকে পড়ে। নিপুণ হস্তে বান্‌চাক মেশিনের প্রত্যেকটি অংশ খুলে খুলে দেখায়। কেমন করে খুলতে হয়, কেমন করে জোড়া দিতে হয়, কেমন করে গুলি চালাতে হয়, শত্রুর আক্রমণ থেকেই-বা কেমন করে আত্মরক্ষা করতে হয় ধীরে ধীরে বানচাক সবই শিক্ষা দেয়।

একজন ছাড়া সবাই বেশ তাড়াতাড়ি শিখে ফেলে। লোকটার মাথায় কিছুই যদি ব্যাপারটা ঢোকে! বানচাক বহুবার দেখায় তাকে, কিন্তু কিছুতেই সে কৌশলটা আয়ত্ত করতে পারে না। সবাই তাকে ঠাট্টা করে। দুই একজন আপত্তিও করে, "কমরেডকে কোথায় সাহায্য করবে, না ঠাট্টা করছ?"

"এখানে দাঁড়িয়ে হাসছ তোমরা!" আর একজন রুখে ওঠে। "দিন দিন বিপ্লবের সংকট ঘনিয়ে আসছে, আর দাঁড়িয়ে তোমরা হাসি মস্করা করছ? তোমরাই নাকি আবার দলের সদস্য!"

ডনদীর গতিপথে

শ্রীমতী আনা কিন্তু জোঁকের মত লেগে আছে। বান্‌চাকের পাশে সে আছেই। এক মুহূর্তের জন্যও মেশিনগানের কাছ থেকে তাকে হটানো যায় না। কালো ছ'টি চোখ কৌতূহলে বিস্ফারিত করে সারাদিন ধ'রে সে হাজার রকম প্রশ্ন ক'রে।

ওর সামনে বানচাকও কেমন যেন বিব্রত বোধ করে। কেমন যেন একটা আক্রোশও হয়! ব্যবহারের মধ্য থেকে আন্তরিকতার লেশটুকু পর্যন্ত বানচাক মুছে ফেলে। অত্যন্ত খাটায় সে আনাকে। বেশি করে চাপ দিয়ে ওর কাছ থেকে সে কাজ আদায় করে নেয়।

কিন্তু প্রত্যেকদিন সকালে ঠিক সাতটায় জ্যাকেটের পকেটে ছ'খানি হাত ঢুকিয়ে, ঢিলা বুট পায়ে থপ্‌ থপ্‌ করতে করতে আনা যখন তার ছোট্ট ঘরখানিতে এসে ঢোকে তখন বানচাকের মনে কেমন যেন একটা অদ্ভুত উত্তেজনার সঞ্চার হয়! সুন্দর সুগঠিত পরিপূর্ণ দেহ ওর, স্বাস্থ্য যেন উপচে পড়ছে। সুন্দরী হয়ত বলা চলেনা, কিন্তু ওর তেজ-দৃপ্ত আয়ত ছ'টি চোখে কেমন যেন একটা বন্য সৌন্দর্যের ছাপ!

প্রথম কয়েকদিন ভাল করে আনার দিকে চেয়ে দেখার ফুরসুৎ ছিল না বানচাকের। আর ফুরসুৎ যদি থাকতও তবু সে ভাল করে চাইতে পারত না সংকোচে।

কয়েকদিন পরে বিকালে আনা আর বানচাক বেড়াতে বের হয়। চঞ্চল পায়ে আনা আগে আগে চলে। একটা সিঁড়ির ওপর ধাপে উঠে হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে কি একটা কথা জিগ্যেস করে। গ্রীবাটি ঈষৎ বাঁকা, নত দৃষ্টিতে আগ্রহ ঝরে, ছ'হাতে সে অলকগুচ্ছ পিছনে সরিয়ে দেয়। প্রশ্নটা বানচাকের কানে ঢোকে না। ধীরে ধীরে ধাপ বেয়ে সে ওঠে আসে। কেমন যেন একটা মধুর অনুভূতিতে ওর

মন ভরে উঠে। এ অনুভূতিতে আনন্দ আছে, বেদনাও আছে! বানচাক বোঝে এর অর্থ। জীবনের প্রতি সন্ধিক্ষণে, এমনি বেদনা-মিশ্রিত আনন্দের সন্ধান পেয়েছে সে। মেয়েটির ভরা-গালের গোলাপী রংয়ের দিকে, জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যার অস্তমান সূর্যের আলোকে সে চায়। স্বচ্ছ কালো চোখে ওর অতলস্পর্শী গভীর দৃষ্টি! মাথার ওড়নাটা খুলে উড়ে-যাওয়া অলকগুচ্ছকে বশে আনতে চেষ্টা করছে। গোলাপী গালে সুন্দর দু'টি টোল। শুভ্র রূপালি-দাঁতের ফাঁকে চুলের কাঁটাগুলি কামড়ে ধরে ঈষৎ মাথা হেলিয়ে, রূপকন্যার মত সে দাঁড়ায়। বান্‌চাকের ভয় হয়, হয়ত একটু শব্দ হ'তেই বনদেবীর মত ঝাউ বনের মাঝে সে অদৃশ্য হ'য়ে যাবে।

কেন যেন মনটা ভরে ওঠে ওর। ভাল করে বান্‌চাক চাইতে পারে না। মাথা নত করেই আধা-ঠাট্টার সুরে সে বলে,—"আনা, সুখের মতই মধুর তুমি।"—

"বাজে কথা! কমরেড বান্‌চাক!" মেয়েটি হাসে, "একদম বাজে কথা।" কণ্ঠে ওর দৃঢ়তা ফোটে, "আমি জিগ্যেস করেছিলেম কাল কখন আমাদের চাঁদমারীতে নিয়ে যাবেন?" সহজ স্বাভাবিক ওর হাসি।

সিঁড়ির বেয়ে বান্‌চাক উঠে আসে। ওর পাশে এসে দাঁড়ায়। নীচে পথের দিকে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয়, "কাল আটটায়।"

"তুমি কোথায় থাক? কোন্ পথে তোমাদের যেতে হয়?" পর-মুহূর্তেই সে জিগ্যেস করে।

শহরের একপ্রান্তে ছোট্ট একটা গলিতে আনার বাসা। পাশাপাশি

নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে তারা। কিছুক্ষণ পরে আড়-চোখে একবার চেয়ে আনা জিগ্যেস করে,—

আপনি কি কসাক?

হ্যাঁ।

আপনি ত অফিসার ছিলেন।

হ্যাঁ।

কোন্ জেলায় বাড়ি?

নোভোচেরকাসে।

রোস্টোভে কি অনেকদিন ধরে আছেন?

না, এই দিন কয়েক।

এর আগে কোথায় ছিলেন?

পেট্রোগ্রাডে।

দলে ঢুকেছেন কোন্ সালে।

১৯১৩ সালে।

আপনার পরিবারের সবাই কোথায়?

"নোভোচেরকাসে।" তাড়াতাড়ি শেষ করেই সে হাত নেড়ে বলে, "থাম একটু, এবার আমার জেরা করার পালা।" বান্চাক হাসে, "রোস্টভেই তোমার জন্ম?"

না, জন্ম আমার অন্য প্রদেশে, তবে এখানে অনেক দিন ধরে আছি।

তুমি কি ইউক্রেনিয়ান?

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সে বলে, "না।"

ইহুদী?

হ্যাঁ। কেমন করে বুঝলেন? আমাকে কি দেখে ঠিক করা যায়?'

না।

তবে কি করে টের পেলেন?

চোখ দেখে। তাছাড়া কিন্তু বোঝা যায় না।

এক মুহূর্ত পরে বান্‌চাক আবার বলে—"তোমাকে পেয়ে আমাদের ভালই হ'য়েছে।"

কেন?

ইহুদীদের একটু বদনাম আছে কিনা, আর শ্রমিকদের মধ্যে অনেকেই তা' বিশ্বাস করে, ইহুদীরা চিরদিন হুকুমই চালায়, কিন্তু কামান বন্দুকের পাল্লার মধ্যে কখন মাথা দেয় না। কথাটা অবশ্য ঠিক নয় এবং ঠিক যে নয়, এ কথা তোমাকে দিয়েই প্রমাণ হবে।

পাশাপাশি হাঁটতে থাকে তারা। আনা ইচ্ছা করেই ঘুর পথ ধরে। আরও একটু ব্যক্তিগত কথাবার্তার পর আনা কর্ণিলোভ বিদ্রোহের কথা, পেট্রোগ্রাডের শ্রমিকদের মনোভাবের কথা, নবেম্বর বিপ্লবের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিগ্যেস করে। জাহাজ-ঘাটের দিক থেকে গুলির শব্দ হয়। মেশিনগানের শব্দও শোনা যায়।

"এটা কি মেশিন?" আনা তৎক্ষণাৎ জিগ্যেস করে।

লুইস।

শহরের জনবিরল পথে আরও খানিকটা ঘুরে আনার বাড়ির সামনে এসে বান্‌চাক বিদায় নেয়। বানচাক বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে। কেমন যেন একটা তৃপ্তিতে ওর মন ভরে ওঠে। "বেশ বুদ্ধিমান মেয়েটি, কমরেড হিসাবেও খুব ভাল, কথা ক'য়ে আরাম আছে। লোকের

সঙ্গে মেলা মেশা, বন্ধুত্ব এসব ত' দরকার, নইলে মানুষ বাঁচবেই-বা কি করে?" বান্‌চাক আত্মপ্রবঞ্চনা করে।

বিপ্লবী সামরিক কমিটির বৈঠক থেকে আব্রামসন এই মাত্র ফিরে এসেছে। ফিরে এসেই সে শিক্ষানবিশ মেশিনগানবাহিনী সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। আনার কথাও জিগ্যেস করে।

কি রকম করছে ও, যদি দেখ সুবিধা হচ্ছে না, তবে বোলো। সহজেই আমরা ওকে অন্য কাজে নিয়ে যেতে পারি।

"ন, না," বান্‌চাক ভয় পায়,—"বেশ শিখছে, খুব কাজের মেয়ে।"

আনার নাম উচ্চারণ করতে, আনার কথা নিয়ে আলোচনা করতে ভারি একটা ইচ্ছা জাগে তার মনে। কষ্ট করে ওকে আত্মসংযম করতে হয়।

ডিসেম্বর মাসে কালাদীন রোস্টভ আক্রমণের জন্য সৈন্য পাঠায়। শহরের উপকণ্ঠে এসে রেডগার্ডদের দলও ব্যূহ রচনা করে। রেডগার্ডদের অধিকাংশই অশিক্ষিত, বেশির ভাগ শ্রমিকই এই প্রথম বন্দুক কাঁধে নিয়েছে। ঘোড়া টিপতে শিখেনি এখনো। হোয়াইট্ গার্ডদের এগিয়ে আসতে দেখে ভয়ে চোখ ওদের বড় বড় হয়ে ওঠে। কেউ কেউ প্রাণপণে মাটি কামড়ে শুয়ে পড়ে, কেউ কেউ উত্তেজনা সহ্য করতে না পেরে আদেশের অপেক্ষা না করেই বন্দুকের ঘোড়া টিপতে আরম্ভ করে।

বন্দুকের শব্দ হ'তেই বান্‌চাক রুখে ওঠে। "থাম" থাম! "গুলির শব্দ ছাপিয়ে সে চিৎকার ক'রে আদেশ দেয়। বোগোভিকে সে মেশিন গান চালাতে হুকুম করে। মুহূর্তের মধ্যে মেশিনগানের কড়্ কড়্ শব্দে

কান বধির হ'য়ে ওঠে। আদেশ পেয়ে দুই নম্বর মেশিনগানও গর্জে ওঠে। তিন নম্বর মেশিনগানের লোকটা খুব নির্ভরযোগ্য নয়। বান্‌চাক সেই দিকেই দৌড়ে যায়। যা ভেবেছে ঠিক তাই। লোকটা সমানে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাকের বালাই নেই। ওকে ঠেলে সরিয়ে বান্‌চাক তাক ঠিক করে গুলি চালায়।

ফলও দেখা দেয় হাতে হাতে। অগ্রগামী শত্রুসৈন্যের একদল পিছু হ'টে পালিয়ে যায়। বান্‌চাক নিজের মেশিনগানের কাছে ফিরে আসে। বোগোভি আহত হ'য়ে পড়ে রয়েছে, আর একজন এসে ওর স্থান নিয়েছে। বানচাক দেখে খুশি হয়। বেশ তাক করে সে গুলি চালায়, একটা গুলিও অপচয় হয় না, ওর মুখচোখে উত্তেজনার ছাপ নেই।

বাঁ পাশের ব্যূহ থেকে একজন দৌড়ে আসে। তার মেশিনগান খারাপ হ'য়ে গিয়েছে। বানচাক ছুটে যায়। দূরে থেকেই বানচাক দেখতে পায় বিকল মেশিনগানটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আনা অগ্রগামী শত্রুবাহিনীর দিকে চেয়ে আছে।

"শুয়ে পড়, শুয়ে পড়," ভয়ে বান্‌চাকের মুখ কালো হয়ে ওঠে।

আনা ফিরে চায়, কিন্তু তেমনি করেই বসে থাকে। যা মুখে আসে তাই ব'লে বান্‌চাক ওকে গালি দেয়। দৌড়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ওকে শুইয়ে দেয়।

বান্‌চাক গিয়ে দেখে ক্রুটোগোরোভ কলকব্জা পরীক্ষা করছে। বান্‌চাককে দেখতে পেয়েই সে রাগে ফেটে পড়ে!

"দেখলে ত, হতভাগা পালিয়েছে। বলির পাঁঠার মত এমন চিৎকার

করে, ওর পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করে কার সাধ্য!······গুলির বেল্ট কোথায়, শুয়োর······।" পলাতক লোকটার উদ্দেশ্যে সে চিৎকার করে। "বানচাক! ওকে এখান থেকে হঠিয়ে নাও। নইলে হতভাগাকে আমি খুনই করব।"

বানচাক্ কথা বলে না। ক্ষিপ্রহস্তে কলকব্জাগুলি মেরামত করে। নিজেই এক রাউণ্ড গুলি চালিয়ে দেখে। গুলির চোটে শত্রুসৈন্যেরা শুয়ে পড়তে বাধ্য হয়। কিন্তু শত্রুসৈন্যের গতি রোধ করা যায় না। ওদের মেশিনগানের তাক ভাল। ধীরে ধীরে তারা এগিয়ে আসে। রেডগার্ডের দলের দু'একজন ক'রে ঢলে ঢলে পড়ে। বান্‌চাক আর আনা ক্রুটোগোরোভের মেশিন গানটার পাশে শুয়ে পড়ে। চোখের সামনেই একজন রেডগার্ড গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ে। তার দিকে চেয়ে ভয়ে আনার চোখ বিস্ফারিত হ'য়ে ওঠে।

আক্রমণের চাপে রেডগার্ডরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। ওভারকোট ফেলে, বন্দুক ফেলে, গুলির বাক্‌স ফেলে তারা ছুটে পালাতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত বন্দরের জাহাজ থেকে গোলাবর্ষণ আরম্ভ হ'লে তবে শত্রুপক্ষের অগ্রগতি বন্ধ হয়। মেশিনগান নিয়ে বান্‌চাক আবার ঘুরে দাঁড়ায়। আনা এবং আরও তিনজন তাকে সাহায্য করে। জাহাজ থেকে গোলাবর্ষণ সমানে চল্‌তে থাকে। ওদের চোখের সামনেই দলে দলে শত্রুসৈন্য গোলার আঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে থাকে। আনা আর সহ্য করতে পারে না। দু'হাতে চোখ ঢেকে সে বসে পড়ে,—"কি হ'ল?" ভেঙে-পড়া দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে' বান্‌চাক ডাকে।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে আনা। ভয়ে, আতঙ্কে কথা বলতে পারে না।

ডননদীর গতিপথে

"আর পারিনে·····" কোনমতে সে উচ্চারণ করে।

"ভয় কি! শুন্‌ছ ?···সাহস হারিয়োনা। আনা, শুন্‌ছ ? এ তুমি কি করছ ?······"

হঠাৎ বান্‌চাক দেখে ডান দিকে কতকগুলি শত্রুসৈন্য এগিয়ে এসেছে। বান্‌চাক দৌড়ে গিয়ে আবার মেশিনগানের নল ঘুরিয়ে দাঁড়ায়।

সন্ধ্যার সময় সব শান্ত। ঘন বরফ পড়ে মৃতদেহগুলি ঢেকে ফেলে। মেশিনগানের ঘাঁটিতেই বান্‌চাক রাত কাটায়। নিজের ওভারকোট খুলে আনার কম্পমান দেহটি ভাল করে ঢেকে দেয়। জোর করে চোখের ওপর থেকে ওর ভেজা হাত দু'খানি সরিয়ে এনে ঘন ঘন চুমা খায়।

"ছিঃ আনা! এ তুমি করছ কি! লক্ষ্মীটি, এমনি করলেত চল্‌বেনা! মৃতদেহ দেখে এমন করে ভয় পেলে কি চলে? তুমি না বলেছিলে তোমার মন খুব শক্ত! ছিঃ, শেষপর্যন্ত সাধারণ মেয়ে মানুষের মতই ভেঙে পড়লে তুমি?"

আনা চুপ করে শুয়ে থাকে। ওর হাতে ভেজা-মাটির গন্ধ আর স্পর্শে মেয়েলি উষ্ণতা!

ছ'দিন ধরে যুদ্ধ হয় রোস্টভ শহরের বাইরে এবং ভিতরে। শহরের, রাজপথে প্রত্যেকটি গলির মোড়ে মোড়ে হাতাহাতি যুদ্ধ হয়। দু'বার রেডগার্ডরা ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যায়, আবার এসে দখল করে। এই ছ' দিনের যুদ্ধে কোন পক্ষে একজনও বন্দী নেই।

একদিন সন্ধ্যার পর বান্‌চাক এবং আনা স্টেশনের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। তাদের চোখের সামনেই দু'জন রেডগার্ড শত্রুপক্ষের একজন অফিসারকে

পাকড়াও করে হত্যা করে। আনাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বান্‌চাক বলে, "ঠিকই করেছে এরা, এই ত চাই। এমনি করেই এ'দের হত্যা করতে হ'বে। আগাছা এমনি করেই শিকড় সুদ্ধ উপড়ে ফেল্‌তে হয়। এ যুদ্ধে দয়ার স্থান নেই, ভাবালুতার স্থান নেই, এই যুদ্ধের ফলাফলের ওপরই বিপ্লবের ভাগ্য নির্ভর করছে।"

আনা জবাব দেয় না।

দিনকয়েক পরে বান্‌চাক অসুস্থ হ'য়ে পড়ে। অসুস্থ শরীর নিয়েই সে যুদ্ধক্ষেত্রে যায় কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সংজ্ঞাহীন হ'য়ে পড়ে। টাইফাস ব্যাধির ভীষণ আক্রমণে বিকারের ঘোরে সে ভুল বক্‌তে থাকে। ক্রুটোগোরোভের সাহায্যে কোনমতে আনা তাকে আহত-সৈন্য-বোঝাই একখানা ট্রেনে তুলে নেয়।

—দুই—

কামেনস্কা শহরে যুদ্ধ-ফেরতা কসাকদের এক সম্মেলন হবে। প্রত্যেক গ্রাম থেকে প্রতিনিধি যাবে। কসাকরা কোন্ দিকে যাবে-না-যাবে এই সম্মেলনে তা ঠিক হ'বে। টাটারাস্ক গ্রামেও যুদ্ধ-ফেরতা কসাকদের এক বৈঠক হয়। ঠিক হয় আলিক্সিভ, ক্রিশ্চিওনা এবং মিট্‌কা টাটারাস্কের প্রতিনিধি হিসাবে সম্মেলনে যোগ দেবে। কিন্তু মিট্‌কা যেতে রাজি হয় না। মিট্‌কা আর পিওট্রা মিলিকোভদের বৈঠকেও যোগ দেয় না। এই নিয়ে মিট্‌কার সঙ্গে বচসাও হয়।

যুদ্ধ না করে যাতে কাজ হাঁসিল হয় তেমনি কোন একটা ব্যবস্থা করার সঙ্কল্প নিয়েই কসাকরা সম্মেলনে যোগ দিতে চায়। যুদ্ধ তারা ঢের করেছে।

সম্মেলনে ভীষণ ভিড়। ক্রিশ্চিওনা আর আলিক্সিভ কোনমতে ঠেলাঠেলি করে প্রবেশ করে। সভায় গ্রীগরের সঙ্গে দেখা হয়। সাগ্রহে গ্রীগর গ্রামের সকলের খবর জিগ্যেস করে, নাতালিয়া এবং ছেলেমেয়েদের কথাও জিগ্যেস করে।

"সবাই তোমাকে অভিনন্দন জানিয়েছে, তোমার বাবা তোমাকে একবার বাড়ি যেতে বলেছে।" ক্রিশ্চিওনা বলে। কিন্তু বেশিক্ষণ কথা বলতে পারে না ওরা, সম্মেলন আরম্ভ হ'য়ে যায়। খনি-শ্রমিকদের একজন প্রতিনিধি বজ্রকণ্ঠে বক্তৃতা আরম্ভ করে। কালাদীনের বিশ্বাসঘাতকতার কথা তুলে তীব্রকণ্ঠে সে বলে, "রুশিয়ার কৃষক শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কসাকদের উত্তেজিত ক'রে যুদ্ধে নামানই কালাদীনের নীতি। হোয়াইট-গার্ডদের সঙ্গে যুদ্ধে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে সে কসাকদের সাহায্যের জন্য আবেদন করে। জারের রুশিয়া যে-যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল সে-যুদ্ধে শ্রমিক আর কসাকেরা একসঙ্গে প্রাণবলি দিয়েছে, আজ দেশের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে যে-যুদ্ধ সে-যুদ্ধেও সে শ্রমিকগণের পক্ষ থেকে কসাকগণেরও সহযোগিতা দাবি করে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা খায়, যুগ-যুগ ধরে তাদের যারা দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সে কসাকদের সক্রিয় সমর্থন চায়। "ঠিক্। ঠিক্" বক্তৃতায় মুগ্ধ হ'য়ে কসাকেরা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

তারপর আর একজন বক্তৃতা করতে ওঠে। অতি সহজ ভাষার সংক্ষেপে সে বলে, যে, যুদ্ধের মধ্যে না গিয়ে সম্মানজনকভাবে যাতে সব

বিষয়ের একটা সুরাহা হয় তারই ব্যবস্থা করতে হ'বে ; যুদ্ধ যথেষ্ট হয়েছে, তিন বছর ধরে পরিখার কাদার মধ্যে কসাকরা পচে মরেছে—যুদ্ধ আর নয়।

"ঠিক্ ! ঠিক ! যুদ্ধ আর নয়, আমরা কোন পক্ষের সঙ্গেই সম্বন্ধ রাখতে চাইনে।" কসাকরা চিৎকার করে সমর্থন করে।

সভা একটু শান্ত হ'তেই প্রেসিডেন্ট উঠে বলেন, "বন্ধু কসাকগণ ! আমরা তর্ক-বিতর্ক করে সময় নষ্ট করছি কিন্তু কৃষক শ্রমিকদের শত্রুরা ঘুমিয়ে নেই। আমরা নিশ্চিন্ত থাক্‌তে চাইলেই শুধু হয় না। কালাদীনের স্বাক্ষরিত একখানা আদেশ-লিপি আমাদের হাতে এসে পড়েছে। এই সম্মেলনে যারা যোগ দিয়েছে তাদের সবাইকে গ্রেফতার করার জন্য কালাদীন আদেশ দিয়েছে। আদেশ-লিপিটি আমি তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি—"

আদেশ-লিপিটি পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সভায় ভীষণ উত্তেজনা আর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। কসাকরা যুদ্ধ এড়াতেই চেয়েছিল কিন্তু কালাদীনের আদেশের ফলেই তারা উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে। প্রবল উত্তেজনার মধ্যে একটি বিপ্লবী সামরিক কমিটি গঠিত হয়।

পোড্‌টিয়েলকোভ সভাপতি, ক্রিভোস-লিকোভ সেক্রেটারী এবং লাগুটিন, গোলোভোচেভ, মিনায়েভ, কুডনোভ প্রভৃতি আরও কয়েক জন সদস্য নির্বাচিত হয়।

কসাক কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের গ্রেফতার করার জন্য কালাদীন সত্য-সত্যই সৈন্য পাঠায়। কালাদীনের প্রেরিত কসাকবাহিনী কামেনস্কা স্টেশনে পৌঁছে অন্যান্য কসাকদের ভিড়ে মিশে যায়।

ডননদীর গতিপথে

ক্ষুদ্র কামেনস্কা শহরের পক্ষে এত উত্তেজনা সহজ নয়। চারদিকে সৈন্য ছুটছে।

অনবরত সৈন্য বোঝাই ট্রেন আসছে আর যাচ্ছে। প্রত্যেক বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা, নূতন করে নায়ক নির্বাচন হচ্ছে। কোন মতেই যারা যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে চায়না, একাকী বা দলবেঁধে নিঃশব্দে তারা পালিয়ে যাচ্ছে।

পোড্‌টিয়েলকোভের নেতৃত্বে সামরিক বিপ্লবী কমিটির একটি প্রতিনিধি দল নোভোচেরকাসে আসে। কালাদীনের সমক্ষে আপোষ আলোচনার পর ভবিষ্যত শাসন-পদ্ধতি সম্পর্কে পাকা কথাবার্তা হবে। স্টেশনে অভ্যর্থনার নমুনা দেখেই তারা বুঝতে পারে যে আলোচনার ফলাফল কি দাঁড়াবে!

ট্রেন থামতেই ঢ্যাঙ্গা একজন কাপ্টেন ওদের গাড়িতে ঢুকে পড়ে—"বলশেভিক মহোদয়গণ, আপনাদের নিয়ে যাবার জন্য আমি প্রেরিত হ'য়েছি। তবে জনতার হাত থেকে আপনাদের নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারি না।"

"বিশ্বাস-ঘাতকের দল! কসাকদের ঘর-নাশা বিভীষণ!" প্রতিনিধিরা প্ল্যাটফরমে নামতেই জনতা চিৎকার করতে থাকে। পোডটিয়েলকোভের মুখ পাংশু হয়ে ওঠে।

কয়েকজন অফিসার পাহারা দিয়ে প্রতিনিধিদের সরকারি আফিসে নিয়ে যায়। জনতা চিৎকার করতে করতে পিছু নেয়। সরকারী অফিসের একখানা বড় টেবিলের একপাশে প্রতিনিধিদের বসতে দেওয়া হয়। একটু পরেই নেকড়ের মত সতর্ক অথচ দৃঢ়পদক্ষেপে সপারিষদ কালাদীন এসে প্রবেশ করে। প্রভুত্বব্যঞ্জক দৃঢ় মনোভাব!

আলোচনা আরম্ভ হয়। সামরিক বিপ্লবী-কমিটীর চরমপত্র পড়ে শোনান হয়। তাতে কালাদীন গভর্ণমেণ্টকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে বলা হ'য়েছে।

"কাদের প্রতিনিধিত্বের জোরে তোমরা কথা বল্‌তে এসেছ? তোমাদের এই চরমপত্রের পিছনে কোন সেনাবাহিনীর সমর্থন আছে?" কালাদীন জিগ্যেস করে। পোডটিয়েলকোভ এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলি সেনাদলের নাম করে। আজে বাজে কথা তুলে কালাদীন প্রশ্নটাকে চাপা দেয়। তারপর হঠাৎ জিগ্যেস করে—"বলশেভিকদের সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট তোমরা স্বীকার কর?" পোডটিয়েলকোভ প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যায়।

পোডটিয়েলকোভ সরল মানুষ, কি বল্‌তে কি বলে ফেলবে! ক্রিভোস্‌লিকোভ তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, "জাতীয় স্বাধীনতাকামী দলের প্রতিনিধি নিয়ে গড়া কোন গভর্ণমেণ্টকেই কসাকরা নিন্দা করতে পারে না। আমরা কসাক, আমরা কসাক গভর্ণমেণ্ট চাই।"

তাদের সঙ্গে তবে তোমরা সম্বন্ধ রাখতে চাও?

নিশ্চয়।

বলশেভিকদের সঙ্গে তোমাদের কোথাও কোন মিল আছে?

বলশেভিকদের সঙ্গে আমাদের কোন শত্রুতা নেই! তোমরাই জারের আমলের পলাতক সেনানায়কদের আশ্রয় দিয়েছ। সেই জন্যই ত বলশেভিকরা আমাদের ডন-অঞ্চল আক্রমণ করছে। তোমাদের হাতে ক্ষমতা থাকলে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য! কেন তোমরা খনি-শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠিয়েছ? লোকে তোমাদের বিশ্বাস করবে না। যুদ্ধফেরতা কসাকেরা সব আমাদের পক্ষে।

পোডটিয়েলকোভের বক্তৃতা মাঠে মারা যায়। ঘরময় হাসির রোল ওঠে।

"হাসছ এখন কিন্তু কান্নার সময় আসতেও আর বেশি দেরি নেই।" শান্ত পোডটিয়েলকোভও রুখে ওঠে।

"যা' হোক, একটা সিদ্ধান্ত কর, এমনি আলোচনায় সময় নষ্ট করার কোন অর্থ হয় না।" লাগুটিন বিরক্ত হয়।

"বৃথা উত্তেজিত হয়ো না, লাগুটিন, এক গ্লাস জল খেয়ে ঠাণ্ডা হও। উত্তেজনা শরীরের পক্ষে ভাল নয়। মনে রেখো, এটা তোমাদের সোভিয়েটের বৈঠক নয়।" চিবিয়ে চিবিয়ে শ্লেষ করে কালাদীন।

মুহূর্ত পরেই কালাদীন উঠে পড়ে—"তোমাদের কথা ত শুনলুম। কাল বেলা দশটার সময় সরকারীভাবে জবাব পাবে।"

বৃথা কাল হরণের মতলব। ইতিমধ্যে সৈন্য পাঠিয়ে কালাদীন রেল জংশনগুলি দখল করে নেয়। কালাদীন কামেনস্কা শহরও দখল করে নেয়। বিপ্লবী সৈন্যগণ তাড়াহুড়া করে, বিশৃঙ্খলভাবে শহর ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করে। কামান বন্দুক ফেলে তারা পালায়। চারদিকে ভীত-ত্রস্ত ভাব! এই সময় গোলুবোভ নামক এক ক্যাপ্টেন অপূর্ব দৃঢ়তার সঙ্গে পলায়নপর সৈন্যদের গতিরোধ করে দাঁড়ায়। অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে সে সেনাদলে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনে। কসাকরা শক্তের ভক্ত। গোলুবোভকে তারা মেনে নেয়। গোলুবোভের অনুরোধে গ্রীগর মিলিকোভকে কয়েকটি সেনাবাহিনীর নায়কের পদে নিযুক্ত করা হয়।

রাত্রে গ্রীগর ছিল চৌকী-ঘাঁটিতে। শেষ রাত্রে হঠাৎ চারদিকে বন্দুকের শব্দ হয়। রাস্তায় একখানা গাড়ি ঘড়্ ঘড়্ করে ওঠে।

ডননদীর গতিপথে

"অস্ত্র নাও, অস্ত্র নাও!" বাইরে কে যেন চিৎকার করে। বন্দুক হাতে গ্রীগর এক দৌড়ে বাইরে আসে। অন্ধকার রাস্তায় লোক ছুটছে, অশ্বারোহী ছুটছে। চারদিকে বুটের শব্দ, ঘোড়ার খুড়ের শব্দ, মেশিনগানের গর্জন।

চোরনেটসোভের নেতৃত্বে কালাদীনের সৈন্যগণ রাত্রির অন্ধকারে আবার আক্রমণ করেছে। স্টেশন দখল করে তারা শহরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। গ্রীগরের সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পালিয়ে আসছে বন্যাস্রোতের মত। তাদের গতিরোধ করবে কে?

গ্রীগর ঘোড়া ছুটিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, "যাচ্ছ কোথায়?" একজনের বন্দুক চেপে ধরে সে থামায়।

"যেতে দে।" সৈনিক রুখে ওঠে। "শালা শুয়োর, তুই কেরে সর্দারী করার?" অন্ধকারে লোক চেনা যায় না।

"পথ না ছাড়ে, লাগা শালাকে।" পিছনের সৈন্যেরাও চিৎকার করে ওঠে।

একটা গুদামের পাশে কোন মতে গ্রীগর তার সৈন্যদের জড়ো করে পলায়নপর সৈন্যদের বাধা দেবার জন্য তাদের সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেয়। কিন্তু কোন ফল হয় না তাতে। গ্রীগরের সৈন্যেরাও কসাকদের ভিড়ে মিশে হারিয়ে যায়।

"থাম সব, নইলে গুলি করব আমি। গ্রীগর পাগলের মত চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু কে কার কথা শুনে। ফর্সা হওয়ার সাথে সাথেই সত্যিকার যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং ভোরোনেজ থেকে কসাক রেড-গার্ডদের সম্মিলিত সেনাদল এসে যুদ্ধের গতি ফিরিয়ে দেয়। রেড-গার্ডরা মেশিনগানও এনেছে! অব্যর্থ তাদের লক্ষ্য! গ্রীগর চেয়ে দেখে সৈনিকের পোশাক-

পরা একটা মেয়ে মেশিনগানের ওপর ঝুঁকে পড়ে অনবরত গুলি চালাচ্ছে। ওড়নার আড়ালে ওর কালো দুটি চোখ থেকে আগুন বের হচ্ছে ঠিক্‌রে। মুহূর্তের জন্য গ্রীগর চেয়ে দেখে। হঠাৎ আক্‌সিনিয়ার কথা মনে হয়। চোখে ওর পলক পড়ে না। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

যুদ্ধে গ্রীগর আহত হয়। গোলুবোভ ছুটে আসে।

"মিলিকোভ! তুমি কি আহত? খুব বেশি?" কিন্তু জবাবের জন্য অপেক্ষা করে না সে, শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত হ'য়েছে। খুশি হয়ে এই সংবাদই জানায়।

"চল্লিশজন অফিসারকে বন্দী করেছি, তার মধ্যে চোরনেটসোভও আছে। একজন সৈনিক ঘোড়া ছুটিয়ে এসে এই সংবাদ দেয়।

"সত্যি?" গোলুবোভ তৎক্ষণাৎ ঘোড়া ছুটায়। ভাঙা পায়ের কথা ভুলে গ্রীগরও ছোটে পিছু পিছু।

দূর থেকেই গ্রীগর দেখে কসাক-প্রহরীরা বন্দীদের নিয়ে আস্‌ছে। সবার আগে আগে দৃঢ়পদে চোরনেটসোভ হেঁটে আস্‌ছে। গায়ে শুধু পাৎলা একটা জামা। বাঁ চোখের ওপর কপালে একটা ক্ষতচিহ্ন। নির্ভীক, যৌবনদৃপ্ত তেজোমূর্তি, চোখে ওর ঘৃণা এবং অবজ্ঞার দৃষ্টি!

বন্দী অফিসারেরা সবাই যুবক। কারও মুখে ভয় বা উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই। হাত ধরাধরি করে হাসি-মস্করা করতে করতে তারা আসছে।

"শোন!", প্রহরী সৈন্যদের ডেকে গোলুবোভ বলে, "নিরাপদে এদের স্টাফ্‌ হেড কোয়ার্টার পর্যন্ত দিয়ে যাবে।" তারপর নোট বইয়ের পাতা ছিঁড়ে কি যেন লেখে।

"পোডটিয়েলকোভের হাতে দেবে।" একজন অশ্বারোহী সৈনিকের হাতে কাগজখানি দিতে দিতে সে বলে।

মিলিকোভ! তুমি কি হেড কোয়ার্টারে যাচ্ছ?

হ্যাঁ।

গ্রীগরকে একান্তে ডেকে নিয়ে গোলুবোভ বলে, "পোড্‌টিয়েলকোভকে বোলো, চোরনেটসোভের সব দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। বুঝলে?"

বন্দী-দলের আগেই গ্রীগর হেড কোয়ার্টারে গিয়ে পৌঁছে। পোডটিয়েল-কোভকে এক পাশে ডেকে নিয়ে জিগ্যেস করে, "গোলুবোভের চিঠি পেয়েছ?"

"মরুক্‌গে তোমার গোলুবোভ!" পোডটিয়েলকোভ রুখে ওঠে।

"সে কি লিখছে জান? চোরনেটসোভের দায়িত্ব নিতে চায়। বিপ্লবের শত্রু ও, ওকে আমি ছেড়ে দেবো ভেবেছ? এইখানে এই মুহূর্তে সবাইকে আমি গুলি করে হত্যা করব।"

"গোলুবোভ যখন দায়িত্ব নিচ্ছে......"গ্রীগর আবার আপত্তি করতে যায়। কিন্তু কথা তার শেষ হ'তে পারে না। পোড্‌টিয়েলকোভ জ্বলে ওঠে, "সে হবে না। সামরিক আদালতে এখনি তাদের বিচার হ'বে।" তারপরে অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বলে, "জান, কত রক্তপাতের জন্য এই চোরনেটসোভ দায়ী? রক্তের নদী বইয়ে দিয়েছে সে! জান, কত শত শত খনি-শ্রমিককে সে কুকুরের মত গুলি করে মেরেছে?" হঠাৎ পোড্‌টিয়েলকোভ চিৎকার করে ওঠে, "একে আমি কিছুতেই হাতছাড়া করব না।"

"বেশ তো! তাতে চিৎকার করার কি আছে?" গ্রীগরও রুখে ওঠে। "ভারী সব জজ বসেছ এখানে! বন্দীদের সঙ্গে হিসাব-নিকাশ করার লোক ওখানেও ছিল।" গ্রীগর যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ইঙ্গিত করে।

ডননদীর গতিপথে

"আমিও সেখানে ছিলাম।" পোড্‌টিয়েলকোভ রুখে দাঁড়ায়—"তুমি ভেবেছ, এই গাড়ির আড়ালে গা-ঢাকা দিয়েই বসে আছি! চুপ মিলিকোভ, জান কার সঙ্গে কথা বলছ? ওসব সাবেকি অফিসারী ঢং ছাড়, বুঝলে? বিপ্লবী কমিটিই বন্দীদের বিচার করবে, আর কেউ নয়..."

ক্রোধে আত্মহারা হ'য়ে গ্রীগর ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামে কিন্তু আহত পা নিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে না। কোনমতে টল্‌তে টল্‌তে একখানা গাড়ির ওপরে গিয়ে হেলান দিয়ে বসে পড়ে।

বন্দীরা এসে পৌছে। চোরনেটসোভের সেই দৃঢ়পদক্ষেপ, সেই গর্বিত ভ্রূ-ভঙ্গি! সেই উদ্ধত অবজ্ঞা!

পোডটিয়েলকোভ ছুটে যায়। ক্রোধে উত্তেজনায় কাঁপে সে! চোখে ওর পলক পড়ে না,—"কালসাপ! তাহলে ধরা পড়লে?" জিভ দিয়ে ওর বিষ ঝরে। বন্দী চোরনেটসোভের মুখের ওপর জ্বলন্ত চোখ রেখে সে বলে,

"কসাক-জাতির শত্রু! দেশদ্রোহী। বিশ্বাসঘাতক! কুকুর!" চোরনেটসোভও জুৎসই জবাব দেয়!

"তবেরে!" ক্রোধে কাঁই হ'য়ে ওঠে পোডটিয়েলকোভ। একটানে তলোয়ার খুলে চোরনেটসোভের মাথা লক্ষ্য করে কোপ ঝারে। মুহূর্তের মধ্যে চোরনেটসোভের খণ্ডিতদেহ লুটিয়ে পড়ে।

"গুলি কর! কেটে ফেল! হত্যা কর সবাইকে।" পাগলের মত চিৎকার করে পোডটিয়েলকোভ আদেশ দেয়। "এ যুদ্ধে বন্দী নেই!"

পায়ের ক্ষত একটু আরাম হ'তেই গ্রীগর বাড়ি যায়। বুড়ো পেন্টিলিমন শিবির-হাসপাতাল পর্যন্ত এগিয়ে আসে। ছেলেকে সে সঙ্গে নিয়ে যাবে।

ডননদীর গতিপথে

একদিন সাধারণ সৈনিক হিসাবে যাকে ভর্তি করে দিয়েছিল সে আজ অফিসার, বীরত্বের শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত, সকলের শ্রদ্ধা ও ঈর্ষার পাত্র। পিতার পক্ষে একি কম গর্বের কথা!

কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই পিতাপুত্রের মধ্যে মনান্তর হয়। পেন্টিলিমন কালাদীনের অন্ধ সমর্থক, বিপ্লবী কমিটি এবং বলশেভিকদের সে দেখতে পারে না।

অনিচ্ছার সঙ্গেও ঐ অপ্রিয় আলোচনার মধ্যে গ্রাগরকে জড়িয়ে পড়তে হয়। গ্রীগরের কোন যুক্তি শুনতে চায় না পেন্টিলিমন।

"আমাকে শেখাবি তুই! কালাদীন গিয়েছিলেন আমাদের গ্রামে, মাঠে সভা হল। তাঁর প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাচ্ছে। হ'বে না? কতবড় লেখাপড়া জানা লোক। কত বড় সেনানায়ক! আর তোরা কি? কতকগুলো শুয়োর জুটেছিস একসাথে। 'ক' অক্ষর তোদের গোমাংস। বাজে সব ফচ্‌কের দল। তোরাই ত যত নষ্টের মূল। তোদের পোডটিয়েল-কোভ কি? একটা সার্জেণ্ট মেজর বৈত নয়? আমরা একসাথে কাজ করেছি, আমি চিনিনা তাকে? আর সেই কিনা তোদের নেতা!"

গ্রীগর জবাব দেয় না, নিজের মনেই কি সে নিঃসংশয়? চোরনেটসোভ এবং বন্দী অফিসারদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ছবি ভেসে ওঠে ওর চোখের ওপর। মনে হয় ইজভারিণের কথা!

বাড়ির দরজায় পিওট্রা সস্নেহে অভ্যর্থনা করে ভাইকে। ডুনিয়া এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকে। বোনকে জড়িয়ে ধরে চুমা খায় গ্রাগর। রাক্ষসী কি বড়টাই না হ'য়েছে! দু'হাতে নাতি-নাতনীকে জড়িয়ে ধ'রে বৃদ্ধা জনন ছুটে আসে। নাতালিয়া দৌড়ে যায় তারও আগে। স্বামীকে সে নিবিড়ভাবে

জড়িয়ে ধরে। শাশুড়ীর কোল থেকে ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে স্বামীর কোলের মধ্যে গুঁজে দেয়।

"দেখ; কি সুন্দর ছেলে তোমার।"

"দেখি, সর, আমার ছেলেকে একটু দেখি।" ইলিনিচ্‌না বেটার বউকে ঠেলে ফেলে পুত্রের দিকে এগিয়ে আসে। গ্রীগরের চোখে, কপালে পাগলিনীর মত চুমা খায়, সুখে, তৃপ্তিতে কান্না পায় বুড়ির।

দু'হাতে ছেলেমেয়েকে জড়িয়ে ধরে বিব্রত হ'য়ে উঠে গ্রীগর। কার দিকে সে তাকায়, বউ, মা, না ছেলেমেয়েদের দিকে।

নাতালিয়া কি সুন্দরই না হ'য়েছে দেখতে। ফুলের মত মুঞ্জরিত হ'য়ে উঠেছে। গ্রীগর অপলক চোখে চেয়ে থাকে ওর দিকে।

"দেখছ কি অমন করে?" লজ্জায় রাঙা হ'য়ে ওঠে নাতালিয়া।

"আমাকে ছেড়ে ও থাকে কি করে?" গ্রীগর ভাবে। "এই রূপ! ছোকড়াগুলো নিশ্চয় বড্ড জ্বালায় ওকে···ও নিজেই কি আর প্রশ্রয় দেয়না কাউকে? নিশ্চয় দেয়···এই রূপ, এই বয়স!' মুহূর্তের জন্য গ্রীগরের মন বিষিয়ে ওঠে!

এ ভাব অবশ্য স্থায়ী হয় না। ছেলেমেয়ে এবং সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে পারিবারিক সুখ এবং তৃপ্তিতে গ্রীগর পূর্ণ হয়ে ওঠে।

কালাদীন আত্মহত্যা করে।

—·— —

—তিন—

বান্‌চাক চোখ মেলে চায়। আনার কালো চোখ দু'টিতে হাসি আর অশ্রু। তিন সপ্তাহ পরে তার জ্ঞান ফিরে এসেছে।

"জল..." ক্ষীণ দুর্বল কণ্ঠ। শীর্ণ হাত বাড়িয়ে আনার হাত থেকে সে জলের কাপটি নিতে চায়।

"আমিই খাইয়ে দিচ্ছি।" সস্নেহে ওর হাতখানি নামিয়ে দেয় আনা। রোগী আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে।

"আনা!" জেগে উঠে' বানচাক ক্ষীণ অস্ফুট কণ্ঠে ডাকে।

"কেমন বোধ করছ?" আনা এগিয়ে যায়। ওর শীর্ণ একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নেয়।

বড় দুর্বল লাগে, কথা বলতেই পারিনা।...টাইফাস্ হ'য়েছিল?

হ্যাঁ।

এ আমরা কোথায় আছি?

ঘরের চারদিকে চেয়ে বান্‌চাক জিগ্যেস করে।

জারিট্‌সিনে।

তুমি...তুমি কেমন ক'রে এলে?

"আমি ত' তোমার সাথেই আছি।" তার একটু ইতস্তত করে কৈফিয়তের সুরে বলে, "একেবারে অপরিচিত লোকের হাতে ত আর তোমাকে ফেলে দেওয়া যায় না! সেই জন্যই আব্রাম্‌সন এবং কানিটির কমরেডরা আমাকে বল্লেন তোমাকে দেখাশোনা করতে।"

বানচাকের চোখে কৃতজ্ঞতা ফুটে ওঠে।

"তোমার অসুখ যে খুব বেশি হ'য়েছিল, কি ভয়ই যে পেয়েছিলাম।" নিজের ঠাণ্ডা হাতখানি আনা রোগীর পাণ্ডুর কপালের ওপর রাখে।

একটা কথা বানচাক্‌কে পাড়া দিতে থাকে, কেমন যেন লজ্জাও হয়। বহুক্ষণ ইতস্তত ক'রে সে জিগ্যেস করে—"আমার সব-কিছু ত তোমাকে একাই করতে হ'য়েছে?"

হ্যাঁ।

জ্বর ছেড়ে গেছে। কিন্তু রোগী এখনও অত্যন্ত দুর্বল। ভীষণ ক্ষিধে পায় বানচাকের। পেটে যেন ওর রাক্ষস ঢুকেছে! খাওয়া নিয়ে আনার সঙ্গে খিটিমিটি করে!

আর একটু দুধ দাও।

এখন না।

দাও বল্‌ছি···অল্প একটু দাও! না খেতে দিয়ে মারবে আমাকে?

তুমি ত জান, ইলিয়া, পরিমাণ মত খেতে হয় এখন!

রাগ করে বান্‌চাক, দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শোয়। কথা বল্‌বে না সে! রুগ্ন সন্তানের দিকে মা যেমন করে চায় তেমনি মমতামাখা চোখে আনা চেয়ে থাকে ওর দিকে।

"দুধ না দিলে একটু তরকারীই দাও···আনা লক্ষ্মীটি...শোন, ওসব ডাক্তারদের বাড়াবাড়ি।" ক্ষুধার জ্বালায় অভিমান ভুলে রোগী আবার প্রার্থনা জানায়।

আনাকে নরম হ'লে চলে না। বারে বারে ব্যর্থ হ'য়ে বান্‌চাক চটে যায়, "আমাকে নিয়ে তামাসা পেয়েছ? দয়ামায়ার বালাই ত নেই! ঘেন্না হয় তোমার মুখ দেখলে।"

"প্রাণপণে সেবার যোগ্য প্রতিদান!"

আনাও আত্মসম্বরণ করতে পারে না। দুঃখে, অভিমানে ঠোঁট দু'টি ওর কাঁপতে থাকে।

আমিত বলিনি থাকতে, সেধে বল্‌তে যাইনি তোমাকে! নিজেই করেছ তুমি, আবার নিজেই শোনাচ্ছ! বেশ! আর-কিছু করতে হ'বে না তোমাকে। তোমার সেবা নেবার চেয়ে মৃত্যুও আমার ভাল।

আনা কথা বলে না। বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করে।

"একেবারে ছেলেমানুষ!" আনা রান্নাঘরে দৌড়ে যায়, সামান্য একটু খাবার নিয়ে ফিরে আসে।

"খাও ইলিয়া, লক্ষ্মীটি, খাও। আর রাগ কোরোনা? এই দেখ, দেখই তাকিয়ে, কত এনেছি।" অনেক সাধাসাধি করে সে খাওয়ায়। খাওয়া শেষ হলে বান্‌চাকের শীর্ণ ঠোঁটে হাসি ফুটে ওঠে। চোখের কোন থেকে জল মুছে ফেলে। চোখে ওর অপরাধীর কুণ্ঠিত দৃষ্টি।

ছেলে মানুষেরও অধম আমি...প্রায় কেঁদেই ফেলেছিলাম ··

কী রোগা হ'য়েছে বান্‌চাক! গাল ভেঙে কি হয়ে গেছে! পাঁজরার প্রত্যেকখানা হাড় গোনা যায়, সার্টের কলারের ফাঁকে কণ্ঠের হাড় ক'খানা ফুটে বেরিয়েছে, কেমন যেন মায়া হয়। ওর শীর্ণ, পাণ্ডুর, রুক্ষ কপালে গভীর প্রেম এবং মমতায় আনা চুম্বন এঁকে দেয়। প্রথম চুম্বন!

বানচাক সুস্থ হয়ে উঠেছে। জারিট্‌সিন ছেড়ে ওরা ভোরোনিজে যাচ্ছে। ট্রেন প্ল্যাটফরম ছাড়তেই বানচাকের কাঁধের ওপর হাত রেখে আনা বলে, "অদ্ভুত অবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের পরিচয়। হয়ত এ পরিচয় না হ'লেই ছিল ভাল...তুমি জান, কেন আমি বল্‌ছি একথা! জীবনকে উপভোগ করার জন্য শক্তি চাই, অবসর চাই, তার কিছুই যে নেই

আমাদের! বিপ্লবের কাজে যে আমরা উৎসর্গ করেছি নিজেদের আগে যদি দেখা. হ'ত আমাদের, কিংবা পরে......"

"তা ঠিক নয়," হেসে বানচাক বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে ওকে "মিলনেই আমরা সার্থক হ'য়ে উঠব। শক্তি বাড়বে আমাদের—নিষ্ঠাও বাড়বে।"

"আমিও তাতে দুঃখিত নই!" তৃপ্তিতে হাসে আনা। "কই, কোন দুর্বলতা ত আসেনি আমাদের! তাই না?"

নিবিড় মিলনের মাঝেও শেষ গণ্ডিটুকু অতিক্রম করেনি তারা।

সংগ্রামের মাঝেই আমাদের পরিচয়, সংগ্রামের মাঝেই জন্ম নিয়েছে আমাদের প্রেম—সাধারণ মানুষের, পার্থিব জৈবক্ষুধার মালিন্য ত স্পর্শ করেনি তাকে।

"ভাব-বিলাসিতা!" বান্‌চাক হেসে ওঠে।

"ব্যক্তিগত সুখ, স্বার্থ-চিন্তার সময় যে আর নেই, বিপ্লবের মাঝে মুক্তি পাবে নির্যাতিত মানবাত্মা! বিশ্বমানবের সে সুখের তুলনায় আমাদের সুখ-দুঃখ কতটুকু? মুক্তি-সংগ্রামের সৈনিক আমরা, ব্যক্তিগত সত্ত্বাকেও আমরা সংগ্রামের মাঝেই ডুবিয়ে দেবো।" স্বপ্নাবিষ্ট শিশুর মত অনাবিল হাসি ওর মুখে।

"তুমি জান, ইলিয়া, ভাবী কালের জীবনকে আমি সুন্দর বলে ভাবি...ঘুমের মাঝে শোনা দূরাগত সঙ্গীতের মৃদু মূর্ছনার মত...ঘুমের মাঝে গান শুনেছ ইলিয়া? শুনেছ দিগন্তের পার থেকে ভেসে-আসা, অন্ধকারের গা বেয়ে-বেয়ে বায়ুস্তরে তরঙ্গায়িত-হ'য়ে-ওঠা সুর-মাধুরী? জীবনকে আমি ভালবাসি, ইলিয়া, সৌন্দর্যকে আমি ভালবাসি! সাম্যবাদী সমাজে জীবন কি সুন্দর হ'য়ে উঠবে না? পূর্ণ হ'য়ে উঠবে না কি ফুলে ফলে, সৌরভে,

স্বার্থকতায়? যুদ্ধ থাকবে না, দৈন্য থাকবে না, থাকবে না অত্যাচার, নির্যাতন, হানাহানি।" আবিষ্টের মত আনা বলে চলে। "বল, ইলিয়া, এর জন্যে মরে কি সুখ নেই? সুখ তবে কিসে?" আকুল আগ্রহে বানচাকের হাতখানা সে বুকের ওপর চেপে ধরে। বান্চাকের হাতের নীচে ওর উষ্ণ হৃৎপিণ্ড ধুক্ ধুক্ করে। তন্দ্রালু গভীর দু'টি চোখ মেলে আনা আবার বলে, "যখন মরব আমি, তখনও শুনব সেই গান, জীবনের রসসিক্ত ভাবী কালের জয়-গীতি।"

ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বান্চাক শোনে। ওর যৌবন, ওর আচ্ছন্ন আবিষ্টতা, আকুল আন্তরিকতা বান্চাকের শিরায় শিরায় শিহরণ জাগায়।

বাইরে ইঞ্জিনের শব্দ।

বানচাক আবার তার মেশিনগানবাহিনীর ভার নেয়। আনা তার পাশে।

একদিন হেডকোয়ার্টারে ফিরে এসে আনা বলে,—"জান, আব্রামসন এখানে আছে? তোমার সঙ্গে দেখা করার খুব ইচ্ছা তার। আরও খবর আছে।"…একটু ইতস্তত করে সে বলে, "আমি চলে যাচ্ছি, আজই।"

"কোথায়?" বানচাক আশ্চর্য হয়।

"আব্রাম্‌সন, আমি এবং আরও কয়েকজন কমরেড প্রচারকার্যের জন্যে লুগানস্কে যাচ্ছি।"

"তা হ'লে আমার সেনাদল ছেড়ে যাচ্ছ!" দুঃখ গোপন থাকেনা।

"স্বীকার কর, তোমার সেনাদল ছেড়ে যাচ্ছি বলেই নয়, তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি বলেই তোমার দুঃখ! কিন্তু এই অল্প ক'দিনের জন্য। এখানকার চেয়ে ওখানেই আমি বেশি কাজ করতে পারব। মেশিনগান

চালানোর চেয়ে উত্তেজনা ছাড়ানোর কাজেই আমি বেশি পাকা।" ওর চোখে দুষ্টুমির হাসি।

পরদার আড়ালে গিয়ে কাপড়-চোপড় পরে ও ফিরে আসে।

"আজকের যুদ্ধে তুমি যোগ দেবে?" কণ্ঠের স্বর সম্পূর্ণ বদ্‌লে গেছে।

কেন? তবে কি চুপ করে বসে থাক্‌ব?

তা' বলছিনে···শোন, একটা কথা···একটু সাবধানে থেকো, লক্ষ্য রেখো একটু নিজের দিকে...আমার জন্যেই কোরো এতটুকু, করবে তো? আরও একজোড়া গরম মোজা রেখে যাচ্ছি। ঠাণ্ডা লাগিয়ো না। ভেজা পায় থেকো না যেন!

"যেয়েই আমি চিঠি দেবো।" চোখের আলো ওর নিভে আসে। "তুমিত জান ইলিয়া! তোমাকে ছেড়ে যাওয়া আমার সুখের নয়। আব্রাম্‌সন যখন জিগ্যেস করল তখন খুশি হ'য়েই মত দিয়েছিলুম। এখন বুঝি কতখানি জড়িয়ে পড়েছি আমি।"

বিদায়ের সময় আনা কোন উচ্ছ্বাস দেখায় না, অত্যন্ত নির্লিপ্ত ভাব। বান্‌চাক জানে ওর মন। আনার কালো চোখ দুটি চক্‌ চক্‌ করে। বান্‌চাককেও নিজের ওপর অসম্ভব জোর করতে হয়। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে আসে। "রোস্টভেই দেখা হবে···ভাল ভাবে থেকো লক্ষ্মীটি!"

একবার ফিরে চায় আনা, তার পরে গতি বাড়িয়ে দেয়।

কিছুদিন পর বান্‌চাক একদিন রোস্টভে এসে হাজির হয়। বিপ্লবী-কমিটির অফিসে আনার খবর করতে যায়। হঠাৎ একটা ঘরে আনার পরিচিত কণ্ঠ শুনেই সে ঢুকে পড়ে।

"আনা!" পিছন থেকে গিয়ে আনার কাঁধের ওপর সে হাত রাখে। আনা চম্‌কে ওঠে। পরমুহূর্তে বান্‌চাককে দেখে ওর কর্ণমূল লাল

হ'য়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি লজ্জা ঢাকতে গিয়ে বলে, "দেখলে আব্রামসন, সেদিন তুমি ওর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিন্তা করছিলে, দেখ নূতন টাকাটির মত কেমন চকচকে হ'য়েছে দেখতে!" আব্রামসন হাসে, বানচাকও হাসে। পরস্পরের করমর্দন করে ওরা। দুই বন্ধুতে কিছুক্ষণ আলাপ ক'রে আনাকে নিয়ে বানচাক পথে নেমে আসে।

"শীগ্গীরই ফিরো, কমরেড বানচাক! তোমাকে নিয়ে কাজ আছে।"

"এই আসছি এখনই ফিরে।" বানচাক জবাব দিতে দিতে বেরিয়ে যায়।

মেয়েলি উচ্ছাসে মুখর হয়ে ওঠে আনা, আবোল-তাবোল কত কথাই যে তারা বলে।

তুমি, কোথায় উঠেছ ?

"এই এক বন্ধুর ওখানে।" বানচাক মিথ্যে করে বলে।

জিনিস-পত্র নিয়ে বিকালেই আমার ওখানে চলে এসো। মনে আছে ত' আমাদের বাড়ি ?

তা' আছে, কিন্তু তোমার ওখানে ভিড় করা ··

"ভিড় হ'বে না।" আনা তর্জনী তুলে হুকুম করে···"আর তাও হয় যদি তবু তোমাকে আসতে হবে।"

সন্ধ্যার সময় জিনিসপত্র নিয়ে বানচাক আনাদের বাড়ি উঠে আসে। আনা বাড়ি ছিল না। তার বুড়ি মাকে বলে রেখেছিল। তিনিই বানচাককে ঘরে নিয়ে বসান। একটু পরেই আনা ফিরে আসে।

"মা! এই আমার কমরেড।" আনা হাসে। আনার পরিচ্ছন্ন ছোট্ট ঘরখানিতে বানচাকের স্থান হয়।

"দেখলে ত, কেমন অনাড়ম্বর গরিবানাভাবে থাকি আমরা। একখানা সস্তা ছবি বা ফটো পর্যন্ত নেই। কে বলবে যে আমি একদিন হাইস্কুলের ছাত্রী ছিলাম।" আনা হাসে।

কি করে চলে?

আগে আমি কারখানায় কাজ করতুম, ছাত্রীও পড়াতুম একটি।

কিন্তু এখন?

মা সেলাই-ফোঁড়াই করে, মা আর ছোট বোনটা—খুব বেশি লাগেও না।

রোস্টভেই বিপ্লবী ট্রাইব্যুনালের কাজে বান্‌চাককে নিযুক্ত করা হয়। কমিটির চেয়ারম্যান বান্‌চাককে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেন, "অত্যন্ত নোংরা কাজ করতে হ'বে তোমাকে কিন্তু তুমিতো জান, বিপ্লবের স্বার্থের খাতিরে কোন কাজ নোংরা নয়। বিপ্লবের প্রয়োজনে বিপ্লবের শত্রুদের ধ্বংস করতে হবে, কিন্তু তা' নিয়ে সার্কাস করার কিছু নেই। বুঝ্‌লে আমার কথা!" অত্যধিক পরিশ্রমে রাত্রি জাগরণে ভদ্রলোকের চোখ দু'টি গর্তে বসে গিয়েছে।

গভীর রাতে একদল বন্দীকে নিয়ে বানচাক শহর ছেড়ে বনের দিকে চলে যায়। "বিপ্লবের শত্রু ধ্বংস হোক্!" রিভলবারের শব্দ করে সে হুকুম করে। এক সঙ্গে রেডগার্ডদের বহু রাইফেল গর্জে ওঠে। রোজ রাতেই এমনি হয়।

এক সপ্তাহের মধ্যেই বানচাক শুকিয়ে ওঠে। ওর চোখের কোনে কাল্‌শিরে পড়ে, মনে হয় ভিতরে ভিতরে কি যেন ভীষণ একটা অসুখ হয়েছে ওর। আনার সঙ্গে বিশেষ দেখা হয় না। সারাদিন আনা

বিপ্লবী কমিটির কাজে বাইরে থাকে। বানচাকেরও ফিরতে দুপুর রাত পার হ'য়ে যায়। বানচাক ফিরে না আসা পর্যন্ত আনা জেগে বসে থাকে।

পরিচিত টোকার শব্দে দরজা খুলে দিয়ে একদিন জিগ্যেস করে—"খাবে কিছু?"

বানচাক জবাব দেয় না। মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে বিছানায় গিয়ে ভেঙে পড়ে। বুট, ওভার-কোট, টুপি কিছুই তার খোলার শক্তি নেই। আনা ওর ঘরে যায়। শুয়ে শুয়ে কাঁপছে বানচাক। কপালময় ঘামের বিন্দু ফুটে উঠেছে। আনা ওর পাশে গিয়ে বসে। দুঃখে মমতায় ওর বুকের ভিতরটা মুচড়ে ওঠে।

"আর পারছনা ইলিয়া?"

বানচাক কথা বলে না। সজোরে আনার ছোট্ট হাতখানি চেপে ধরে কাঁপতে থাকে। এম্‌নিভাবে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মাঝেও চম্‌কে চম্‌কে ওঠে। বিড়্ বিড় করে কি যেন বলে। গভীর দুঃখের, বিষণ্ণ করুণ অস্পষ্ট অভিব্যক্তি! আনা সভয়ে চেয়ে থাকে।

"একাজ তুমি ছেড়ে দাও।" প্রাতঃকালে আনা বলে—"এর চেয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ভাল তোমার পক্ষে। এমনি করে তুমি বাঁচবে না। কী চেহারা হ'য়েছে তোমার!"

"চুপ।" বানচাক গর্জে ওঠে।

"চিৎকার করার কি আছে? আমি খারাপ কিছু বলেছি?"

তৎক্ষণাৎ বানচাক শান্ত হয়। চিৎকার করার সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকের ভিতরটা যেন অনেক হালকা হ'য়ে যায়। আনার দিকে না চেয়েই ধীরে ধীরে সে বলে, "মানুষ-মারা অত্যন্ত নোংরা কাজ! শরীর আর মনের ওপর এর প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ভীষণ। এ কাজ যে

করে সে হয় নির্বোধ, না-হয় পশু, না-হয় পাগল! সবাই আমরা বাঁচতে চাই……সুন্দর করে বাঁচতে চাই……সাজিয়ে তুলতে চাই পুষ্পিত উদ্যান! কিন্তু আনা, তার আগে যে অনেক-কিছু করতে হয়, অনেক—অনেক আবর্জনা সাফ করতে হয়……মাটি কাটতে হয়……গোবরের সার ঢালতে হয়,……হাত নোংরা না করে উপায় নেই। তবু……তবু……আনা এ আবর্জনা দূর করতেই হবে!" তারপর অনেকটা শান্তকণ্ঠে বলে, "একাজে আমার প্রয়োজন আছে আনা……আমি জানি আমার এ দান সামান্য নয়……হয়ত আমার স্নায়ুর শক্তি শেষ হ'য়ে এসেছে……তবুও এ কাজ করব আমি, আনা, পৃথিবীর বুক থেকে আবর্জনা দূর ক'রব আমি…সুন্দর করে তুলব পৃথিবীকে, মুক্ত নরনারী আনন্দে হেঁটে বেড়াবে এর বুকে। হয়ত আমার ছেলে—এখনও যার জন্ম হয় নি, সেও থাক্‌বে সেই দলে।" বিষণ্ণভাবে হাসে বান্‌চাক।—ভাবীকালের গানের কথা একদিন বলেছিলে না, আনা…… ।"

এ কাজ তুমি ছেড়ে দাও ইলিয়া। পাগল হ'য়ে যাবে তুমি!

"না, না। দুর্বল আমি নই, কোন মানুষেরই স্নায়ুতন্ত্রী লোহার গড়া নয়। জান, আনা! অফিসারদের হত্যা করতে আমার কুণ্ঠা নেই—একটুকুও না! কিন্তু কাল তিনজন শ্রমিককে আমি হত্যা করেছি… তাদের একজনের হাত আমি স্পর্শ করেছিলাম, পুরান জুতার শুকতলীর মত কর্কশ সে হাত!" বান্‌চাক শিউরে ওঠে।

একগ্লাস দুধ খেয়ে বুট পরে বান্‌চাক বের হ'য়ে যায়। দরজার কাছে দৌড়ে গিয়ে আনা ওকে ধরে ফেলে। বহুক্ষণ নিঃশব্দে ওর ভারী হাতখানি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, নিজের উষ্ণ গালের ওপর একটু চেপে ধরে। তারপর দৌড়ে উঠানে চলে আসে।

দিন কয়েক পরে সকাল-সকাল একদিন বান্‌চাক ঘরে ফিরে দেখে আনা আগেই এসেছে।

"তুমি যে আজ সকাল-সকাল?" বান্‌চাক জিগ্যেস করে।

"শরীরটা ভাল নেই।" বান্‌চাকের পিছু-পিছু আনা ওর ঘরে এসে ঢোকে।

জামা-জুতো খুলতে খুলতে বান্‌চাক বলে—"আনা, কাল থেকে আমাকে আর ট্রাইব্যুনালে কাজ করতে হ'বে না!" চোখে মুখে ওর খুশির দীপ্তি!

"অন্য কোথাও যাচ্ছ?" আনা ভয় পায়।

কমিটিতেই কাজ ক'রব। আজ কথা হ'য়েছে, বাইরে অন্য জেলায় আমাকে পাঠান হ'বে।

একসঙ্গে রাত্রির খাওয়া শেষ করে তারা শুতে যায়, যে যার ঘরে। বান্‌চাকের চোখে ঘুম নেই! ট্রাইব্যুনালের কাজ থেকে সে মুক্তি পাবে এই আনন্দের উত্তেজনাই তার কাটেনি এখনো। জেগে জেগে সিগারেট টানে। অনেক রাতে খুট করে শব্দ হয়। খালি গায়ে সেমিজ পরে, ছায়া-মূর্তির মত এগিয়ে এসে ওর বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ে আনা।

".........সরে শোও!......" ওর ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে চুপি-চুপি কম্পিত কণ্ঠে বলে, "......আস্তে......আস্তে .....ওঘরে ....." শিরায় শিরায় আগুন ছোটে ওর, "আজ......শুধু......এই রাত্রিটুকু......তারপর তুমি যাবে চলে......হয়ত আর কোনদিন ..।" কামনায় ছিঁড়ে পড়ে আনা। ওর সমর্পিত দেহলতা বান্‌চাকের বুকের মধ্যে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

বাইরে রোগা চাঁদের পাণ্ডুর হাসি।

—চার—

ইউক্রেনিয়ান বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে বিধ্বস্ত হ'য়ে, জার্মানদের তাড়া খেয়ে, দুই নম্বর সোস্যালিস্টবাহিনী ডন-প্রদেশে ঢুকে পড়ে। কসাক পল্লিতে ঢুকে তারা লুঠতরাজ করে, ঘর জ্বালিয়ে দেয়, মদ খেয়ে মাতলামি করে, জোর করে মেয়েদের ধ'রে নিয়ে যায়। চীনা, রুশ—সব জাতের লোকই আছে এই দলে। নায়কেরা বহু চেষ্টা করেও তাদের সংযত রাখতে পারে না।

কসাকেরা ক্ষেপে ওঠে। কয়েকটি গ্রামের যুদ্ধ-ফেরতা কসাক দলবদ্ধ হ'য়ে এসে এদের আক্রমণ করে। অর্ধেক রেডগার্ড নিহত হয়, অর্ধেক হয় বন্দী।

গ্রামে গ্রামে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। কসাকেরা দলবদ্ধ হয়। গ্রামে গ্রামে স্বেচ্ছাসৈনিকবাহিনী গড়ে তোলে। রেডগার্ডদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করবে। গ্রামে গ্রামে বলশেভিকদের সমর্থকেরা শঙ্কাকুল হ'য়ে ওঠে। সংখ্যা তাদের বেশি নয়। টাটারাস্ক গ্রামেও মিশা, ভ্যালেট, ক্রিশ্চিওনা গ্রীগর প্রভৃতি বলশেভিকদের সমর্থকেরা পরামর্শ করে, কি তাদের করা উচিত। কয়েকজন সময় থাকতেই পালিয়ে গিয়ে বলশেভিকদের সঙ্গে যোগ দেয়। গ্রীগর, ক্রিশ্চিওনা প্রভৃতি বউ-ছেলেমেয়ে ছেড়ে এখনই যেতে রাজি নয়। যুক্তিও অবশ্য তারা দেখায়।

"ওরা ত খুনে ডাকাতের দল; ওরা আবার রেডগার্ড কি? কসাকদের যারা লুট করে, মেয়েদের যারা সর্বনাশ করে, তাদের সঙ্গে কেন গিয়ে আমরা যোগ দিব?" ক্রিশ্চিওনা বলে।

টাটারাস্ক গ্রামেও সভা হয়। গরম গরম বক্তৃতা হয়। বলশেভিক

গভর্নমেণ্ট তারা চায় না। বলশেভিকরা মুক্তির বদলে উচ্ছৃঙ্খলতা এনেছে। চাষীরা এসে কসাক রমণীদের অপমান করবে, বাড়ি-ঘর লুট করবে, এ তারা হ'তে দেবে না। স্বেচ্ছাসৈনিকবাহিনী গঠন করার প্রস্তাব হয়। প্রথমে গ্রীগরকে নায়ক মনোনীত করা হয়। কিন্তু বলশেভিক-প্রীতির জন্য অনেকে আপত্তি করে, গ্রীগর নিজেও এ পদ গ্রহণ করতে রাজি হয় না। শেষ পর্যন্ত পিওট্রাকে নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু এতবড় গ্রাম থেকে চল্লিশ জনের বেশি স্বেচ্ছাসৈনিক জোটেনা।

গ্রামে গ্রামে নূতন করে পঞ্চায়েৎ নির্বাচন হয়।

ইস্টার পর্যন্ত ভালই কাটে। তারপর একদিন খবর আসে, স্বয়ং পোডটিয়েলকোভ্ রেডগার্ডদের নিয়ে লাগোলিস্ক জেলা আক্রমণে অগ্রসর হচ্ছেন।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আনা। চোখে মুখে হাসির ঝলক! একটা প্রাইমাস স্টোভ্ নিয়ে বান্চাক হিম্সিম খাচ্ছে।

তা'হলে না ক'রে ছাড়বেই না?

দেখই না।

শিখলে কোথায়?

যুদ্ধের সময় এক পোল রমণীর কাছে।

দেখাই যাক্ তোমার ওস্তাদী।

বানচাক কাটলেট্ তৈরি করবে। স্টোভ, প্যান, আলু নিয়ে সে উঠে পড়ে লাগে! কিন্তু আনা তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকে আর হাসে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অমন করে হাসছ কি?

এটা তোমার স্টোভ্ নাকি, ছাই? আচ্ছা, তুমি বাবুর্চির কাজ

করনা কেন? কি খাসা তোমার রান্না! সেনাদলে রান্নার কাজ করলেই ত পারতে?

দেখ আনা, ভাল হচ্ছে না।

এক গুচ্ছ সোনালী অলকে আঙুল জড়িয়ে জড়িয়ে আনা খেলা করে। মিট্‌মিট্‌ করে চায় আর হাসে। "আজই আমি বলে দিচ্ছি সবাইকে, তুমি মেশিনগান চালাতে জান না ছাই, আসলে কোন বড় লোকের বাড়ি বাবুর্চি ছিলে।"

বান্‌চাক সত্যসত্যই দুঃখিত হয়। খাবারটা মোটেই ভাল হয়নি! আনা কিন্তু নিষ্ঠার সঙ্গে খায় আবার তারিফও করে—"বাঃ বাঃ, বেশ হ'য়েছে, তবে একটু তোতো এই যা।"

একা-একা বাগানে দাঁড়িয়ে আনা। ঘাসের একটা শিষ ছিঁড়ে সে চিবায়। এমন মন-মরা কেন? কি হল?" বান্‌চাক্‌ এসে দাঁড়ায়। ওর মাথাটি বুকের মধ্যে টেনে নেয়। কী মিষ্টি গন্ধ ওর চুলে।

ব্লাউজের বোতাম নিয়ে আনা নাড়াচাড়া করতে থাকে। অনেকক্ষণ পরে চোখ না তুলেই সে বলে—"আমাকে ত সেনাদলের কাজ ছেড়ে দিতে হ'বে ইলিয়া?"

কেন?

"আগে ঠিক বুঝতে পারিনি......" কণ্ঠে ওর বিরক্তি ফুটে ওঠে...... "এখন আর সন্দেহ নেই......আমি যে মা হ'তে যাচ্ছি।" কেমন যেন একটা ক্ষোভ, চাপা বিরক্তি ওর কণ্ঠে। সমুদ্রের বাতাসে পপ্‌লার গাছের পাতা কাঁপে, আনার চুলগুলি উড়ে এসে মুখে পড়ে।

স্খলিত পায়ে আনা ঘরে এসে ঢোকে। পিছু-পিছু বান্‌চাকও আসে।

ঘরের দরজা বন্ধ করে সে জিগ্যেস করে—"এখন কি হ'বে আনা ?"

"কি আর !" কেউ কথা বলে না। স্তব্ধতা পীড়ন করতে থাকে ওদের। অনেক কষ্টে বান্চাক কথা খুঁজে পায়—"হোক না ছেলে, এর মধ্যে বিপ্লবের শত্রুরা উৎখাত হ'বে।" বিব্রতভাবে হেসে ও বলে।

একটা ছেলে হোক্ আনা, সুন্দর, সুস্থ ; একটি কামারশালা খুলব আমি। কি সুন্দর হ'বে জীবন ! ছোট্ট একটা বাড়ি কিনব আমরা···

ওঃ কী শখ্‌রে।······

মনে লাগল না ?

শুনতে বেশ !

নোভোচেরকাসের কসাকবাহিনী শহর আক্রমণে অগ্রসর হয়। খবর পেয়ে একদল রেড্‌গার্ড নিয়ে পোড্‌টিয়েলকোভ এগিয়ে যায়। মেশিন-গানের দল নিয়ে বান্চাকও যায়।

"ফিরে যাও," আনাকে আসতে দেখে বান্চাক ঘুরে দাঁড়ায়। হাত ধরে অনুনয় করে। আনা কথা বলে না, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

শহরের উপকণ্ঠে এসে বান্চাক মেশিনগান স্থাপন করে। আনা এসে শুয়ে পড়ে ওর পায়ের কাছে, মেশিনগানের পাশে হোয়াইটস্ দল আক্রমণ করে। বান্চাকের মেশিনগানও গর্জে ওঠে। বিশৃঙ্খলা ! চিৎকার ! গুলির শব্দ ! আক্রমণকারী কসাকেরা হটে দাঁড়ায়। পথের বাঁকে কয়েকজনকে পালিয়ে যেতে দেখা যায়।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠে আনা। উত্তেজনায় বিকৃত ওর মুখ। একটা বন্দুক নিয়ে ও ছুটে যায়। ভয়ে উত্তেজনায় পাগল হ'য়ে ওঠে বান্চাক।

একজনের হাত থেকে বন্দুক টেনে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আনার পিছনে। কয়েকজন রেড্‌গার্ডও অগ্রসর হয়।

আনার পাশে এসে ও দাঁড়ায়। পাগলের মত গুলি ছুঁড়ে। কসাকেরাও জবাব দেয়। শোঁ শোঁ করে গুলি ছুটে! হঠাৎ আর্ত চিৎকার—কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে লুটিয়ে পড়ে আনা। ঠিক্‌রে পড়ে চোখ্‌। বন্দুক ফেলে ছুটে আসে বান্‌চাক।

বান্‌চাক ভুলে যায় সব! যুদ্ধ—কর্ত্তব্য—দায়িত্ব! তার পায়ের নীচে লুটিয়ে পড়ে আনা, আহত, মুমুর্ষু! দু'হাতে ওকে তুলে ধরতে চায়। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছোটে। বুকের পাশে নীল ব্লাউজটা ছিঁড়ে ফুটো হ'য়ে যায়। দম্‌দম্‌ বুলেট! বুঝ্‌তে তার দেরি হয় না, মৃত্যুর কালো ছায়া! লুটিয়ে পড়ে বান্‌চাক, পাগলের মত চুম্বন করে ওর নিষ্প্রভ দু'টি চোখ।

কয়েকজন রেডগার্ড এসে ওকে টেনে তোলে। ছায়াতে নিয়ে গিয়ে আনার ক্ষতস্থানের ওপর খানিকটা তুলো চেপে ধরে। সার্ট ছিড়ে চেপে ধরে বান্‌চাক। সব বৃথা! দম্‌দম্‌ বুলেট! মুহূর্ত্তের জন্য জ্ঞান ফিরে আসে আনার..."জল..." বহু কষ্টে ও বলে। দু'চোখে জল গড়িয়ে পড়ে। "...আমি...আমি বাঁচ্‌তে চাই...ইলিয়া! প্রিয় আমার!.. আঃ" দৌড়ে গিয়ে বান্‌চাক জল নিয়ে আসে। সব তখন নিঝুম হ'য়ে এসেছে প্রায়—"আনা! আনা!" ঝুঁকে পড়ে বান্‌চাক। কাঁধের নীচে হাত গলিয়ে মাথাটা ওর তুলে ধরে। চেপে ধরে বুকের পাশে। একহাতে চেপে ধরে ক্ষতমুখ।

"আনা! আনা!" আনার আধ-বোঁজা, ঝাপ্‌সা চোখের মধ্যে ও চায়। ঘাড়টা তার ভেঙে পড়ে ওর হাতের ওপর। কণ্ঠের নীচে [illegible] কাঁপুনিটা থেমে যায়।

"আনা! আনা আমার!" ওর প্রাণহীন দেহের ওপর লুটিয়ে পড়ে বান্‌চাক্‌।

ডননদীর গতিপথে

সেই থেকে কেমন যেন হ'য়ে গেছে বান্‌চাক। খায়না, ঘুমায়না, পাগলের মত ঘুরে বেড়ায় পথে পথে। দিন চারেক পরে পথে একদিন ক্রিভোসলিকোভের সঙ্গে দেখা।

এ কি চেহারা হ'য়েছে তোমার? কৈ, তুমি তো আগে মদ খেতে না!

ক্রিভোসলিকোভ ত জানেনা কি ঘটে গেছে ওর জীবনে!

—"আমরা উত্তর-ডন প্রদেশে যাচ্ছি। সেখানকার কসাকদের দলে ভিড়াতে হ'বে। পোডটিয়েলকোভ স্বয়ং যাচ্ছে। প্রচার-কার্যের জন্য লোক দরকার, যাবে তুমি?"

—"যাব।"

পরদিন ওদের সঙ্গে বান্‌চাকও গিয়ে গাড়িতে ওঠে। ওভারকোটে মুখ ঢেকে সারাটি পথ ও চুপ করে বসে থাকে! আনার স্মৃতি! তারই স্বপ্ন! উইয়ে-ধরা বটগাছের মত ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে যাচ্ছে বান্‌চাক।

পোডটিয়েলকোভের দল কসাক প্রদেশে এসে ঢোকে। গ্রামের লোকে কেউ কথা বলে না, ডাকলে সরে যায়, খাবার পর্যন্ত বিক্রি করতে চায় না কেউ। বহু চেষ্টায় অল্প কয়েকজন কসাককে তারা দলে পায়।

একদিন স্পিরিডোনোভের নেতৃত্বে হোয়াইটস্ বাহিনী এসে ওদের ঘিরে ফেলে। পোডটিয়েলকোভ যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয়। কিন্তু মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করা বৃথা। আত্মসমর্পণের সর্ত সম্বন্ধে আলোচনার জন্যে পোডটিয়েলকোভ অগ্রসর হয়।

"আমাদের কি আত্মসমর্পণ করতে হবে?" পথে বান্‌চাক এসে ওকে ধরে।

"কেন, মরতে ত পারি। বলে দাও ওদের, আত্মসমর্পণ আমরা করব না।" দৃঢ়কণ্ঠে বানচাক বলে, "তুমি আর আমাদের নেতা নও। কার সঙ্গে আলোচনা করে তুমি আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত করেছ? তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ আমাদের প্রতি!"

আত্মসমর্পণ না ক'রে মৃত্যুবরণ করার জন্যে কসাকদের সে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে।

"ইচ্ছা হয় তুমি যুদ্ধ করগে। নিজেদের লোকের গায়ে হাত দিতে পারিনা আমরা।" কসাকেরা আপত্তি করে।

নিরস্ত্রভাবে ওদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেও আমাদের কোন ভয় নেই।

"ইস্টারের দিন, আর তুমি কিনা ভাইয়ে ভাইয়ে লড়তে বল আমাদের?" আর একজন শ্লেষ করে।

বৃথা চেষ্টা! বানচাক শক্ত করে রিভলবারটা চেপে ধরে। গাড়ির ওপর শুয়ে শুয়ে সে ভাবে, এখনও সময় আছে, ইচ্ছা করলে সে পালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সবাইকে ফেলে একা একা ত পালাবে না সে।

ঘণ্টা তিনেক পরে পোড্‌টিয়েলকোভ ফিরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে হোয়াইট্‌স দলের নায়ক স্পিরিডোনোভ। একসঙ্গে তারা গোলন্দাজ বাহিনীতে ছিল বহুদিন। পত্‌ পত্‌ করে শ্বেত-পতাকা উড়ে। স্পিরিডোনোভের সৈন্যেরা আসে পিছনে। কসাকেরা প্রায় সকলেই পরস্পরের চেনা! অনেকে হয়ত বহুদিন একই বাহিনীতে ছিল, একই পরিখাতে পচে মরেছে, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ ক[illegible]ে। মুহূর্তের জন্য কসাকেরা যেন বিভেদ ভুলে যায়। হাসি-ঠাট্টা কুশল প্রশ্নে মুখর হয়ে ওঠে ওরা।

"এস, এস বন্ধু।" পুরাতন বন্ধুকে দেখে একজন অভ্যর্থনা করে— 'এস, এখনও আমাদের প্রার্থনা বা প্রাতঃবাশ হয়নি।"

তোমাদের আবার প্রার্থনা কি? তোমরা ত বলশেভিক।

বলশেভিক হ'য়েছি বলে কি বাপ-দাদাব ধর্ম ছেড়েছি!

মিথ্যা কথা।

না, সত্যি! বিশ্বাস না হয়, এই দেখ।

একজন রেডগার্ড কোটের বোতাম খুলে সুতায়-বাঁধা পিতলের একটা ক্রশ বের করে দেখায়।

তবে যে আমরা শুনলুম, তোমরা গির্জা ধ্বংস করছ, পাদ্রীদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করছ?

সব মিথ্যা কথা!

কিছুক্ষণ পরে স্পিরিডোনোভ এসে পোডটিয়েলকোভের দলের কসাকদের একপাশে আলাদা হ'য়ে দাঁড়াতে বলে। অস্ত্রও তাদের পরিত্যাগ করতে বলা হয়। অবশ্য আশ্বাসও দেওয়া হয়, তাঁদের অস্ত্র ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

"কিছুতেই অস্ত্র পরিত্যাগ করব না।" পোডটিয়েলকোভের পাশে গিয়ে বানচাক বলে।

"এখন আর উপায় নেই।" ব্যথিত কণ্ঠে পোডটিয়েলকোভ বলে, পোডটিয়েলকোভ স্বয়ং প্রথমে অস্ত্র সমর্পণ করে। কিন্তু বান্‌চাক রাজি হয় না। জোর করে তাত অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়।

সারি বেঁধে বন্দী কসাকদের গ্রামের পথে মার্চ করিয়ে নেওয়া হয়। বান্‌চাক একটু লাইন ছেড়ে যেতেই একজন বুড়া কসাক ঘোড়ার চাবুক নিয়ে ওর [illegible] আঘাত করে। বান্‌চাক রুখে দাঁড়ায়। আবার

চাবুক শিষ দিয়ে ওঠে। ঠেলাঠেলি করে সবাই লাইন ছেড়ে মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতে চায়। বান্‌চাকের নীল ঠোঁটে অদ্ভুত হাসি ফুটে ওঠে। আনার মৃত্যুর পর এই প্রথম সে উপলব্ধি করে মানুষের বাঁচার প্রবৃত্তি কত গভীর!

গ্রামের ছোট্ট একটা গুদাম ঘরে ওদের আটক করে রাখা হয়। স্পিরিডোনোভ খাতা পেনসিল হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে প্রত্যেকের নাম টুকে নেয়। বান্‌চাকের পালা এলে বান্‌চাককেও সে জিগ্যেস করে। অন্যমনস্ক বান্‌চাক জবাব দেয় না।

"মরগে শুয়োর।" স্পিরিডোনোভ ধমকে ওঠে, "নামহীন ভাবেই তোর মৃত্যু হ'বে।"

বান্‌চাকের দৃষ্টান্ত দেখে আরও অনেক কসাক নাম দিতে অস্বীকার করে।

ট্রাইব্যুনালের বিচারে বন্দীদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। প্রকাশ্য-ভাবে তাদের হত্যা করা হ'বে।

সমস্ত রাত বন্দীদের কি কষ্টেই না কাটে। এতটুকু ঘরে অতগুলি লোক! চোখে ঘুম আসে না কারো। বসে বসে বিড়ি টানে। এই রাতটুকু স্রধু!

ভোরের দিকে বাইরে শব্দ হয়। প্রহরী হেঁকে জিগ্যেস করে—"কে?"

"আমরাই বন্ধু! পোডটিয়েলকোভের দলের জন্যে কবর খুড়তে যাচ্ছি।" ঘরের মধ্যে বন্দীরা শিউরে ওঠে।

পিওট্রা মিলিকোভের নেতৃত্বে টাটারস্ক গ্রামের ক্রাস্টিয়ারগণও এসেছে।

গ্রীগর এবং ক্রিশ্চিওনাও এসেছে সেই দলে। কিন্তু তাদের আর কিছু করতে হয় না। তার আগেই রেডগার্ডদের পাকড়াও করা হ'য়েছে।

গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা ভেঙে পড়েছে মাঠে। রেডগার্ডদের গুলি করে হত্যা করা হবে সেই তামাসা দেখ্‌তে। ঠিক সময় কোর্টমার্শালের প্রেসিডেন্ট এসে আসন গ্রহণ করে। বন্দীদের আনা হয়।

সবার আগে খালি গায়ে, খালি পায়ে, খালি মাথায়, দৃঢ়পদে পোডটিয়েলকোভ অগ্রসর হয়। তার পাশে ক্রিভোসলিকোভ।

মাথা তুলে পোডটিয়েলকোভ বলে—"আমাকে আর ক্রিভোসলিকোভকে সবার শেষে হত্যা কোরো। আমরা দু'জনে দাঁড়িয়ে দেখতে চাই, আমাদের কমরেডরা কি ভাবে মৃত্যুবরণ করে।

জনতা রুদ্ধনিঃশ্বাসে দাঁড়িয়ে থাকে। টুপির ওপর বৃষ্টি পড়ার টুপ টাপ শব্দ হয়। পোডটিয়েলকোভের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়।

একটু দূরে লম্বা একটা গর্তের পারে এনে রেডগার্ডদের সারি সারি দাঁড় করান হয়। পোডটিয়েলকোভ অবাক হ'য়ে যায়, একরাত্রির মধ্যেই অদ্ভুত ভাবে বদলে গেছে এদের চেহারা। বান্‌চাক আর লাগুটিন দৃঢ়পদে এগিয়ে আসে কিন্তু অন্য একজন কসাক কেঁদে লুটিয়ে পড়ে।

"ভাই সব! ছেড়ে দাও আমায়, দোহাই তোমাদের! নিরপরাধ আমি······বাড়িতে ছেলেমেয়ে আছে আমার।

একজন কসাক লোহার নাল-লাগান বুট দিয়ে লাথি মারে ওকে। তবু সেই বুটের ওপরই মুখ থুবড়ে প'ড়ে বিকৃত করুণ প্রার্থনায় সে চিৎকার করে, "মেহেরবান···দয়া, ছেড়ে দাও আমাকে...।"

একসঙ্গে আটজন রেডগার্ডকে দাঁড় করান হয়। কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে এক একজনের কে লক্ষ্য করে চোখ পাকিয়ে বন্দুক তাক্ করে

দাঁড়িয়ে এক একজন কসাক। টাটারাস্ক গ্রামের মিট্‌কা করশুনোভও আছে এই দলে। হুকুমের সঙ্গে সঙ্গেই গুরুম্ করে সবগুলি বন্দুক গর্জে ওঠে। মিট্‌কা দৌড়ে যায় ওর ভূলুণ্ঠিত শিকারের দিকে।

কাঁধে গুলি লেগে কাটা-কৈমাছের মত গর্তের মধ্যে কাৎরাচ্ছে বান্‌চাক। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরেছে, তবু মুখে শব্দটি নেই!

"দেখ্‌লি আন্দ্রে, শালা কাটা-পাঁঠার মত দাপাচ্ছে কিন্তু মুখে যদি টুঁ শব্দটি আছে।" মিট্‌কা আবার গুলি করে।

তাড়াতাড়ি দেহগুলির ওপর মাটি চাপা দিয়ে অন্য একদলকে এনে তাদের স্থানে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়।

মাঠ জনশূন্য হ'য়ে আসে। এ দৃশ্য সহ্য করা সহজ নয়! গ্রীগরও সরে পড়তে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ স্বয়ং পোডটিয়েলকোভের চোখ পড়ে যায়।

মিলিকোভ! তুমিও এখানে?

দেখতেই পাচ্ছ।

ওঃ ভোল বদলেছ দেখছি।

"গ্লুবোকার যুদ্ধের কথা মনে আছে? তোমার হুকুমে কেমন করে অফিসারদের হত্যা করা হ'য়েছিল? মানুষের চামড়া ট্যান করার অধিকার নিয়ে একমাত্র তুমিই ত' জন্মাওনি পোডটিয়েলকোভ।" বিকৃত কণ্ঠে গ্রীগর শ্লেষ করে।

গর্তগুলো মৃতদেহে ভরে ওঠে। এবার পোডটিয়েলকোভ এবং ক্রিভোসলিকোভের পালা। তাদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা।

পোডটিয়েলকোভ দৃঢ়পদে টুলের ওপর গিয়ে ওঠে। দু'হাতে চর্বিমাখা ফাঁসির দড়ি গলায় প'রে দাঁড়ায়।—"মরার আগে [illegible] একটা কথা আমি বলে যেতে চাই!"

ডননদীর গতিপথে

"বল, বল"। অধৈর্য হ'য়ে দর্শকেরা চিৎকার করে ওঠে।

ধীর কণ্ঠে পোডটিয়েলকোভ আরম্ভ করে—"বহু লোক ত এসেছিল তামসা দেখতে কিন্তু ক'জন আছে শেষ পর্যন্ত? বিবেকের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে তারা পালিয়ে গেছে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা খায় সেই নির্যাতিত মানবাত্মার মুক্তির জন্যেই আমাদের এই বিপ্লব। ভুল পথে চলেছ তোমরা। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা হবেই হ'বে। তখন বুঝবে আমার কথার সত্যতা! ডনের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আজ তোমরা সমাহিত করলে ঐ গর্তের মধ্যে।..... তবুও তার জন্যে কোন নালিশ নেই আমার..."

জনতা চঞ্চল হয়ে ওঠে। হঠাৎ একজন অফিসার লাথি মেরে পোডটিয়েলকোভের পায়ের নীচের টুল খানা সরিয়ে দেয়। পোডটিয়েল-কোভের বিশাল বপু ঝুলে পড়ে। পা ঠেকে যায় মাটিতে, পায়ের আঙুলগুলো ওর ক্রমেই বসে যেতে থাকে। গোল গোল দু'টি চোখ স্পিরিডোনোভের দিকে ঘুরিয়ে শান্তকণ্ঠে সে বলে—"ফাঁসি দিতেও শেখনি, ...এই কাজ যদি আজ আমার হ'ত তবে তোমার পা মাটি স্পর্শ করার সুযোগ পেত না স্পিরিডোনোভ।" মুখ দিয়ে ওর ফুপরী ওঠে।

কয়েকজন অফিসার পোডটিয়েলকোভের ভারী দেহটিকে আবার টুলের ওপর তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়।

পোডটিয়েলকোভের ঝাপসা চোখের সামনে ক্রিভোসলিকোভের দেহটা তখন ঝুলছে।

দ্বিতীয়বারও পোডটিয়েলকোভের পা মাটিতে ঠেকে যায়। কিন্তু ফাঁসির দড়িটা এবার শক্ত করে এঁটে বসে! কথা বলার শক্তি নেই, গোল গোল

দু'টি চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। পোডটিয়েলকোভের বিকৃত বীভৎস মুখের দিকে চেয়ে কসাকেরা শিউরে ওঠে।

একজন শাবল দিয়ে ওর পায়ের নীচের মাটি খুড়ে গর্ত করে দেয়।

কবরের ওপরও দূর্বা গজায়। আনার কবর। শেষ বসন্তের গরম হাওয়া। দু'টো পুরুষ পাখি একটা মেয়েমানিক-জোড়ের জন্য কামড়া-কামড়ি করে। এ যুদ্ধ জীবনের জন্য, প্রেমের জন্য, প্রজননের জন্য।

কিছুদিন পর। শুকনো খড় কুটোর ওপর পাখা ছড়িয়ে মেয়েমানিক-জোড়টা ব'সে। পেটের নীচে ওর নীলাভ ক'টি ডিম।